ধন-বিজ্ঞান।

POLITICAL ECONOMY.

শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন প্রণীত।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীলোকনাথ সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৩০ নং বাহির মৃজাপুর রোড।

কলিকাতা

৮নং ডিক্সন্স লেন, নিউ-স্কুলবুক প্রেস।

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

যাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে বসিয়া

শৈশবে ধন-বিজ্ঞানের সার সার কথাগুলি শিক্ষা করিয়াছিলাম,

সেই পরম পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পিতৃদেবের

শ্রীচরণকমলোদ্দেশে

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎসর্গ করা হইল।

পূর্ব্বভাষ।

ধন-বিজ্ঞান বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল। প্রেসিডেন্সি কলেজের কমার্শ্যাল ক্লাসে বঙ্গভাষায় বাণিজ্য শিক্ষা দিবার কালে বাঙ্গালায় একখানি ধন-বিজ্ঞানের অভাব অনুভব করিয়াছি। ধন-বিজ্ঞানের কয়েকটি স্থূল কথা জানা থাকিলে বালকদের বাণিজ্য শিক্ষা করা সহজ হয়। ইউরোপের বাণিজ্যিক বিদ্যালয় সমূহে ধন-বিজ্ঞান ও বাণিজ্য (Principles of Commerce and Economics) একত্রে পঠিত হয়। এদেশে এই প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও বাণিজ্য শিক্ষা দিতে আমি ধন-বিজ্ঞানের অভাব বিশেষরূপ অনুভব করি। এতদর্থে বালকদিগের নিমিত্ত ধন-বিজ্ঞান সরল করিয়া মধ্যে মধ্যে শিক্ষা দিয়া থাকি।

নিম্নলিখিত কারণে ধন-বিজ্ঞান প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে :—

১। হোয়েট্‌লি, সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, ইংলণ্ডের ইতর, ভদ্র সকলকেই ধন-বিজ্ঞান শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে এবং অল্পবয়সে ইহা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

২। ইংরাজীতে বি, এ, এম, এ,—না পড়িতে পাইলে ধন-বিজ্ঞান শিক্ষা করা যায় না।

৩। আধুনিক মতের ধন-বিজ্ঞানের অভাবে মধ্যবাঙ্গালা ও নর্ম্মাল স্কুলে "অর্থ-ব্যবহার" পড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে (ঠিক প্রমাণ পাই নাই)।

৪। এই পুস্তক প্রকাশিত হইলে দেশের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষিত হইবে, ও ভবিষ্যতে উপযুক্ত জ্ঞানী লোকেরা ধন-বিজ্ঞান উৎকৃষ্টভাবে বর্দ্ধিত অবয়বে লিখিতে কৃতসংকল্প হইতে পারেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা।
১লা কার্ত্তিক, ১৩১৩।

শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণ এক মাস মধ্যেই নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। গ্রাহকদের আগ্রহানুযায়ী সত্বর প্রকাশ করিতে না পারায় দুঃখিত আছি। এবার নূতন কথা অনেক সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থের কলেবর প্রায় ৭৫ পৃষ্ঠা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ধন-বিজ্ঞান পাঠের আগ্রহ ও বরোদার গাইকোয়ারের নিম্নলিখিত উক্তি—"Let our people, as rapidly as possible be educated in the principles of economics" ... ... "I am firmly convinced that we need to devote large sums to the founding of chairs of economics in our colleges" দর্শনে এবার যতদূর সম্ভব এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠোপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পুস্তকখানি পাঠকগণের প্রীতিপ্রদ হইলে শ্রম সার্থক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা।
১লা আশ্বিন, ১৩১৪ সাল।

শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন।

সূচী।

—:*:—

ধন-বিজ্ঞান ... ...

ধনাগম ১৫

পণ্যের সরবরাহ এবং কাটতি বিষয়ে তারতম্য ... ১৭

খরচা ও মূল্য ৩৩

ভূমি ৪১

পরিশ্রম ৪২

মূলধন ৫৬

বণ্টন ৬১

বেতন ৬৩

খাজনা ৮৫

সুদ ৯১

লাভ ৯৮

কর ১০৫

দ্বিতীয় ভাগ।

অর্থ ১০৭

মূল্য ও পণ ১১৬

অর্থের মূল্য ১২১

বিনিময় ১২৭

তৃতীয় ভাগ।

ধনোৎপাদিনীশক্তি ১৪৪

মূলধনের সংযোগ ১৫৬

ধারে অর্থের প্রয়োজন সিদ্ধি ১৬৪

ব্যাঙ্কিং ও মহাজনী ১৭৩

বীমা ও য়্যাভারেজ ১৮৬

বণিক সমিতি ১৯১

সমাজগত স্বার্থ ১৯৬

পরিশিষ্ট।

ধনভোগ ... ...

ধন-বিজ্ঞান।

ধনবিজ্ঞানের কথা।

মানবমাত্রই নিজ নিজ অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত তদুপযোগী সামগ্রী ভোগ করিতে উদ্যত হয় এবং স্ব স্ব সমাজের নিয়মিত ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া আপনাকে সমাজস্থ ভাবিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। জগতের ভিন্ন ভিন্ন লোকের যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন বা আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হয়। সেই প্রয়োজন সাধন করিতে এবং অন্নপ্রাশন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি যে সকল সামাজিক প্রথা দেশবিশেষে প্রচলিত আছে, তৎসমুদয়ের অনুসরণে সমাজবিশেষে সকলেই যথাসাধ্য উদ্যম করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিবিধানে এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সম্পাদনে সক্ষম, তাহাকেই সকলে ধনী বলেন। যে সমাজে এই জাতীয় লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেই সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে বুঝিতে হইবে। জগতের অবস্থা পর্য্যালোচন করিলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন সমাজের ঐরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, আবার কোন কোন সমাজ বিপরীত বিধির অনুবর্ত্তন করিয়া একেবারে শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন না কোন নিয়মের অনুসারে সামাজিক শ্রীর হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে শাস্ত্রে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের নিয়মাবলী আলোচিত হয়, অথবা কি কারণে সামাজিক শ্রী ও সমৃদ্ধি সাধিত হয়, তাহার নিরূপণ করা হয়, সাধারণতঃ তাহাই **ধনবিজ্ঞান** নামে অভিহিত।

প্রত্যেক সমাজেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উদ্যোগী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কায়িক পরিশ্রম করিতেছে এবং যাহার জন্য পরিশ্রম করিতেছে, তাহার নিকট তদ্বিনিময়ে কোন সামগ্রী, বা সামগ্রী দাবী করিবার স্বত্ব, বা অর্থ প্রাপ্ত হইতেছে। যাহার জমি নাই, সে জমিদারকে জমি-ব্যবহারের বিনিময়ে কিছু দিয়া পরিশ্রম—সাহায্যে সামগ্রী উৎপাদন করিতেছে। যাহার জমিও নাই, অর্থও নাই, সে ব্যক্তি জমিদার ও মহাজনকে তাহাদের প্রাপ্য দিয়া নিজের প্রয়োজন অনুসারে চাষ, আবাদ বা খনি হইতে ধাতু উত্তোলন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। কেহ বা এই উৎপন্ন সামগ্রী অন্য স্থানে লইয়া গিয়া তাহাকে অধিক মূল্যযুক্ত করিয়া লাভবান্ হইতেছে, কেহবা উৎপন্ন সামগ্রী রূপান্তরিত করিয়া বা অধিককাল মজুত রাখিয়া অধিক মূল্য লইতেছে। আবার কেহ বা উৎপন্ন বা প্রস্তুত সামগ্রীর গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া ঐ সামগ্রীর অংশ বা তুল্য মূল্য অর্থ গ্রহণ করিতেছে। কেহ বা ওকালতী বা চিকিৎসা করিয়া বা বিদ্যাদান প্রভৃতি কার্য্যের বিনিময়ে অর্থলাভ করিতেছে। ফলতঃ যে ব্যক্তি যে পরিমাণে সামগ্রী ভোগ করিয়া বা সঞ্চয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, তৎসমস্তই বিনিময়সম্ভূত। যে ব্যক্তি কেবল কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যে উদরান্নের সংস্থান করিতেছে, উহা তাহার কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত হইতেছে। যে ব্যক্তি উদরান্নের সংস্থান করিয়াও পরিধেয় ব্যবহার করিতেছে, এবং যে ব্যক্তি স্বীয় অভাবমোচন বা বিলাস-বাসনার পরিতৃপ্তির নিমিত্ত আরও নানাবিধ সামগ্রী ভোগ করিতেছে, ইহা অবশ্যই কোন না কোন সামগ্রীর বিনিময়ে সম্ভবপর হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যে ব্যক্তি উদ্যম ও অধ্যবসায়গুণে বা পরিশ্রম করিয়া, অথবা স্বকীয় পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য সামগ্রী ভোগ করিয়া জীবনসংগ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, তাহার সেই অব-

ব্যবসায়।

লম্বিত বৃত্তিকে বঙ্গভাষায় ব্যবসায় বলা যায়। কোন ব্যক্তির কি ব্যবসায়,—এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কি করেন, ইহাই বুঝায় এবং অধুনা ব্যবসায়-কথা ক্রিয়ার সহিত প্রযুক্ত হইলে—যথা তিনি ব্যবসায় করিতেছেন —কোন স্বাধীন কারবার বুঝাইয়া থাকে। বস্তুতঃ ব্যবসায় কথার মৌলিক অর্থ ধরিলে—যথা বি-অব-সো (উদ্যোগ করা, শেষ করা) বিশেষরূপে উদ্যমকরণ, অথবা শেষ পর্য্যন্ত উদ্যমকরণ বুঝায়। "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"—অর্থাৎ উদ্যোগী পুরুষকেই লক্ষ্মী আশ্রয় করিয়া থাকেন। ইহা একটী মহাজনবাক্য। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এই লক্ষ্মীযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা সমাজে কি কারণে অধিক হয়, তাহার নিরূপণ করা ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। পারিভাষিক কথায় বলিতে গেলে দেখা যাইবে যে, বিনিময়প্রধান সমাজে উদ্যোগী পুরুষদের সমস্ত কার্য্যই বিনিময়-সম্ভূত। এই বিনিময় ব্যাপারে কি প্রকারে দ্রব্যাদির মূল্যের তারতম্য ঘটে, তাহাই ধনবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

ভোগ ও বিনিময়।

সমাজের সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহাকেও ঘৃত, লবণ, তৈল, তণ্ডুল, বস্ত্রেন্ধন, পানভোজনপাত্র, ও বাসস্থান প্রভৃতি নানা বিষয়ের সংযোগ করিতে হইতেছে।* যে ব্যক্তি মধ্যবিত্ত, তাহাকে আরও অনেক সামগ্রী ভোগের নিমিত্ত সংগ্রহ করিতে হয়। যে ব্যক্তি বিশিষ্ট-অবস্থাপন্ন, কমলার কৃপাকটাক্ষলাভে যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বোন্নত সোপানে সমারূঢ়, যাহার ভোগবাসনা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না, তাহার প্রয়োজনীয় ও বিলাসভোগ্য সামগ্রীর সংখ্যা করা একপ্রকার দুঃসাধ্য। এই সকল ব্যক্তি কি প্রকৃতপক্ষে নিজেদের সমস্ত ভোগ্য বস্তু আপনারা উৎপাদন বা

---

* এদেশের একজন বহুদর্শী কবি বলিয়াছেন :—প্রতিদিবসং যাতি লয়ং বসন্ত বাতাহতেব শিশিরশ্রীঃ বুদ্ধিবুদ্ধিমতামপি কুটুম্বভরচিন্তয়া সততম্। মন্যতি বিপুল-মতেরপি বুদ্ধিঃ পুরুষস্য মন্দবিত্তস্য ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্রেন্ধনচিন্তয়া সততম্।

প্রস্তুত করিতেছে? বিলাস-দ্রব্য ব্যতীত আরও অনেক দ্রব্যের আবশ্যকতা মনুষ্যজীবনে নিত্যই অনুভূত হইয়া থাকে। সেই সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সংগ্রহ করিতে হইলে মনুষ্যমাত্রকেই অল্পাধিক পরিমাণে আয়াস স্বীকার করিতে হয়। কেহই একাকী কঠোর চেষ্টা করিয়াও নিজ নিজ প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন বা প্রস্তুত করিয়া আপনাদের সমস্ত অভাব দূর করিতে পারে না। ইহাতে মানবমাত্রেরই পরস্পরের সাহায্য আবশ্যক। যাহার গৃহে প্রচুর তণ্ডুল আছে, সে কিয়ৎপরিমাণ তণ্ডুল দিয়া তৎপরিবর্ত্তে লবণ ও তৈল সংগ্রহের নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করে; কারণ প্রয়োজনাতিরিক্ত তণ্ডুলে তাহার কি প্রয়োজন? পক্ষান্তরে কেবল তৈল–উৎপাদনই যাহার কার্য্য, সে প্রয়োজনাতিরিক্ত তৈল দিয়া তণ্ডুল ও লবণ সংগ্রহের নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। কিন্তু ঘৃত, লবণ, তৈল, তণ্ডুল, বস্ত্র ও ইন্ধন সংগ্রহ করাই মনুষ্যের একমাত্র চিন্তার বিষয় নহে। তণ্ডুলোৎপাদন কৃষকের কার্য্য। কিন্তু সেই কার্য্যের সমাধানে ফাল, লাঙ্গল, কোদাল প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, সেই সকল যন্ত্র ও কৃষির উপকরণাদি সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তাহাকে কর্ম্মকার ও সূত্রধার প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সে ধান্য বা তণ্ডুল দিয়া তাহাদের নিকট লাঙ্গল, ফাল ও কোদাল প্রভৃতির অভাব পূরণ করিয়া লইয়া থাকে। এইরূপ এক দ্রব্য দিয়া অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবমোচনকে বিনিময়-প্রথা বলে। এই বিনিময়-প্রথা মনুষ্যসমাজ মাত্রেই অত্যাবশ্যক ও অনিবার্য্য বলিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

বিনিময়ের সূচনা।

এখন দেখিতে হইবে একটী দ্রব্যের এমন কি গুণ আছে যে, তদ্বিনিময়ে অপর একটী দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে? যদি একব্যক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত তণ্ডুল উৎপাদন করে এবং অপর এক ব্যক্তি স্বয়ং বা পরের সাহায্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত তণ্ডুল ও

তৈল উৎপাদন করে, তাহা হইলে কেবল তণ্ডুলোৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট তণ্ডুলের বিনিময়ে তৈল পাইবে না; কারণ শেষোক্ত ব্যক্তির তণ্ডুল অপ্রচুর নহে। কিন্তু এদেশে এমন অনেক লোক আছে যাহারা তণ্ডুল উৎপাদন না করিয়া বস্ত্র উৎপাদন করে। এই ব্যক্তি যদি তৈল ও তণ্ডুল-উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তির নিকট নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্ত্র লইয়া যায়, তাহা হইলে সে তাহার নিকট তণ্ডুল পাইবে, কারণ বস্ত্র তাহার আকাঙ্ক্ষানুযায়ী প্রচুর নহে। যে ব্যক্তি কেবল তণ্ডুলোৎপাদনে নিযুক্ত, সে ব্যক্তি যাহার নিকট তণ্ডুল নাই, তাহারই নিকট স্বীয় প্রয়োজনাতিরিক্ত তণ্ডুলের বিনিময়ে অন্য সামগ্রী পাইবে। যাহাদের তণ্ডুল নাই, তাহারা যদি অনায়াসে তণ্ডুল পাইতে পারিত, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি তণ্ডুলের বিনিময়ে কিছুই পাইবে না। কিন্তু সচরাচর দেখা যায় যে, অতি অল্প পরিমাণ প্রকৃতিপ্রদত্ত সামগ্রী ব্যতীত সকলেই অভাবমত প্রয়োজনীয় সামগ্রী অনায়াসে প্রাপ্ত হয় না। তণ্ডুলেরবিষয় ধরিতে গেলে দেখা যাইবে যে, হয় তাহাকে তণ্ডুলোৎপাদনে পরিশ্রম করিতে হইবে, নচেৎ আয়াস স্বীকার করিয়া এমন কোন সামগ্রী প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহা তণ্ডুলোৎপাদকের প্রয়োজনে আইসে, অথবা যাহার বিনিময়ে সেই ব্যক্তির তণ্ডুলের অভাব মোচন হইতে পারে। কিন্তু অভাব ও প্রাচুর্য্য-অনুসারে একই দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তার বৃদ্ধি ও হ্রাস হইতে দেখা যায়। বাৎসরিক ৬০ মণ চাউল হইলেই যে গৃহস্থের জীবনধারণ হইতে পারে, তাহার তদপেক্ষা আরও অধিক চাউল থাকিলে উহার কতক সে গাভীকে সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইবে, কতক মুষ্টিভিক্ষা ও ভৃত্যদের ভরণে ব্যয়িত হইতে পারে; কিন্তু অবশিষ্ট চাউল একেবারে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইবে; অর্থাৎ একই সামগ্রী ব্যক্তিবিশেষের অভাব বা প্রয়োজন অনুসারে তাহার নিকট কতক মূল্যবান্ ও কতক মূল্যহীন বলিয়া অনুমিত হয়। যে পরিমাণ সামগ্রী হইতে অধিকারী উপকার প্রাপ্ত হয়, তাহাই

তাহার নিকট মূল্যবান, এবং যে পরিমাণ সামগ্রী তাহার কোন উপকারে আইসে নাই, তাহাই তাহার নিকট মূল্যহীন। কিন্তু তাহার নিকট যাহা মূল্যহীন, স্থলবিশেষে যদি তাহার সরবরাহ অপেক্ষা টান্ বা কাটতি অধিক হয়, তাহা হইলে সেই স্থলের লোকদিগের পক্ষে তাহা মূল্যবান্ হইবে। পক্ষান্তরে আবার এরূপও দেখা যায় যে, স্থলবিশেষে কোন দ্রব্যের কাটতি অপেক্ষা সরবরাহ বেশি হওয়াতে তাহার মূল্য কম হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সেই একই দ্রব্য অন্যস্থলে নীত হইলে তদ্দেশীয় লোকের অভাব মোচন করিয়া থাকে; তাহাতে কাটতি এত অধিক হইতে পারে যে, প্রথমোক্ত স্থলে তাহা প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারে না; তাহাতে সেই সময়ে সেই স্থলে সেই দ্রব্যের অভাবমত সরবরাহ কম বলিয়া বুঝিতে হইবে। অথবা সেই দ্রব্য মূল্যবান বলিয়া অনুমিত হইবে।

বাজারে সামগ্রীর টান নাই বলিলে অনেক সময় মনে হয়, বুঝি উহার অভাব নাই। বাস্তবিক কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রব্যবিশেষের অভাব বা প্রাচুর্য্য লোকের অবস্থার উপর নির্ভর করে। যে সামগ্রীর মূল্য আজ দুইটাকা বলিয়া অনেকে গ্রহণ করিতেছে না, উহার মূল্য এক টাকা হইলে অনেকের অভাব-মোচন হয়, বা প্রয়োজনে আইসে, আবার উহা বিনামূল্যে বিতরণ করিলে আরও কত লোকের অভাব মোচন হইতে পারে।

অভাব ও অবস্থা।

ফলতঃ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সর্ব্বদা সকলের অধিকারে থাকে না বলিয়াই তৎসমুদায়ের অভাব অনুভূত হয়, এবং সেই কারণেই তাহারা অতিশয় মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এইরূপে মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হওয়াতেই তৎসমুদায় দ্রব্য বিনিময়সাধ্য হইয়া থাকে; অর্থাৎ তৎসমুদায় দ্রব্যসামগ্রীর অধিকারীকে তদ্বিনিময়ে অপর ব্যক্তির পরিশ্রমজাত দ্রব্য পাইবার বা অপরকে পরিশ্রম করাইয়া লইবার ক্ষমতা প্রদান করে। এই গুণযুক্ত মূল্যবান্ সামগ্রীকে ধন বলা যায়। ধন বলিতে

সাধারণতঃ লোকে টাকা কড়িই বুঝিয়া থাকে। কিন্তু ধন শব্দে টাকা কড়ির ন্যায় স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু, গোমহিষাদি পশু, ধান্য-গোধূমাদি শস্য এবং যানবাহনাদি মনুষ্যজীবনের বিনিময়সাধ্য সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যই বুঝায়। গোধন পদের উল্লেখ প্রাচীন সংস্কৃত ও বঙ্গ সাহিত্যে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। ফলকথা যে সময় যে দেশে যে সামগ্রী ভোগ করিতে না পাইলে লোকে অসুবিধা বোধ করে, অথবা যে সকল সামগ্রীর অভাবমত সরবরাহ হয় না, সেই গুলিই সেই সময় সেই দেশে মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়। আর একপ্রকার সামগ্রী আছে যাহা মূল্যবান হইলেও বিনিময়সাধ্য নহে। বিদ্যা অমূল্য ধন। ইহা চোরে লইতে পারে না, রূপবতীর রূপ কদাকার স্ত্রীলোককে শোভিত করিতে পারে না। বলীয়ানের বল রুগ্ন ধনী লোককে বলবান করিতে সমর্থ হয় না। ব্যক্তিগত কার্য্যকুশলতা ও শিল্পনৈপুণ্য তাহাদের কার্য্যে বিকাশ পায় এবং এই কার্য্যের বিনিময়ে ধনাগম হয় বলিয়া এই কার্য্য গুলি ধনবিজ্ঞানে আলোচিত হইয়া থাকে।

বিনিময় ও বাণিজ্য।

শ্রামিকের শ্রম-বিনিময় হইতে আরম্ভ করিয়া ভূস্বামীর জমির ব্যবহার বিনিময়, মহাজনের মূলধনের ব্যবহার-বিনিময়, বণিকের সামগ্রী ভোগকারীর নিকট আনয়নে তাহার ব্যয় ও গুণের বিনিময় ইত্যাদি নানাকারণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যবান্ গুণযুক্ত হওয়া বিনিময়সম্ভূত। এই সামগ্রী-বিনিময়ের নাম বাণিজ্য। আমরা দেখিতেছি, জগতের সকলেই বিনিময় ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট; অতএব সকলেই বাণিজ্য করিতেছে বলিতে হইবে। কিন্তু ভাষায় বাণিজ্য অর্থে বণিকের বৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। অপর সকল বিনিময়কারীর বৃত্তি হইতে বণিকের বৃত্তির কি প্রভেদ, এখন তাহাই দেখিতে হইবে। অন্য বিনিময়কারীরা ভোগের নিমিত্ত নিজের গুণের বা শ্রমের বা শ্রমজাত সামগ্রীর বিনিময় করিয়া থাকে। বণিক পরের

ভোগের নিমিত্ত দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময় করে। সে নিজের ভোগের নিমিত্ত যে সামগ্রী ব্যবহার করে, উহা বিনিময়কারীদের নিকট তাহার বিনিময় করিবার সামর্থ্যরূপ গুণের বিনিময়ে প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ অপর সকলে অন্যান্য বৃত্তি দ্বারা দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিয়া বিনিময় করে, বণিক তাহাদের বিনিময়কার্য্য সুকর করিয়া দেয়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত ব্যক্তি-বিশেষের অবলম্বিত বৃত্তির নাম ব্যবসায়। এইরূপ প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে

ধনবিজ্ঞান ও বাণিজ্য।

আপন আপন পণ্যের ক্রেতা অনুসন্ধান ও তাহার পর প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ— এই দ্বিবিধ কার্য্যই করিতে হইলে তাহার অবলম্বিত ব্যবসায়ের প্রভূত ক্ষতি হয়, সে অনন্যচিত্ত হইয়া স্বীয় ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করিতে পারে না। এই অসুবিধা দূর করিতে গেলে বণিক্‌বৃত্তির আবশ্যকতা অনুভূত হয়। বণিকদিগ দ্বারা বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূরীকৃত হয়। তাহারা ব্যবসায়ীদের নিকট পণ্যদ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া তদ্বিনিময়ে, অর্থাৎ ব্যবসায়ীর নিজের ব্যবহারান্তে উদ্বৃত্ত শ্রমজাত দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে, তাহাদিগকে অপরের শ্রমজাত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে, অথবা অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক সামগ্রীর বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত আবশ্যক সামগ্রী সরবরাহ করে। কিন্তু বাস্তবিক যে, তাহারা অপরের শ্রমজাত সামগ্রীর বিনিময়ে অপরের শ্রমোৎপন্ন সামগ্রী গ্রহণ করে তাহা নহে, অপরের সামগ্রীর বিনিময়ে অর্থ প্রদান করে এবং সেই সামগ্রী বিক্রয় দ্বারা অন্যের নিকট অধিক অর্থ গ্রহণ করে এবং তদ্বিনিময়ে আবার অপরের শ্রমজাত সামগ্রী প্রাপ্ত হয়। এই জাতীয় বিনিময়ের নাম **বাণিজ্য**। এই বাণিজ্যের গুণে দ্রব্যসামগ্রী মূল্যযুক্ত হয়। এই মূল্যবান্ সামগ্রীর নাম **ধন** এবং যে নিয়মাবলীর সাহায্যে, কি কারণে কি ফল উৎপন্ন হয়, অথবা ফল দেখিয়া উহা কি কারণসম্ভূত, তাহা বুঝা যায়, তাহার নাম **বিজ্ঞান**।

অতএব দ্রব্যাদির মূল্যপ্রদ গুণযুক্ত হওয়ার একমাত্র কারণ বিনিময়; এই সিদ্ধান্তে যে শাস্ত্রের সাহায্যে উপনীত হওয়া যায়, অথবা বিনিময় হইতেই দ্রব্যাদি মূল্যযুক্ত হইয়াছে বুঝা যায়, তাহার নাম **ধনবিজ্ঞান**।

মূল্যবান্ সামগ্রী না থাকিলে তাহার বিনিময়ে মূল্যবান সামগ্রী-প্রাপ্তি বা বাণিজ্য সম্ভবপর হয় না এবং বাণিজ্য ব্যতিরেকেও বিনিময় সম্ভবপর নহে। এইজন্য জগতে ধনবিজ্ঞান ও বাণিজ্যের বিষয় ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে স্বতঃই আলোচিত হইয়া থাকে।

দেশবিশেষের ধনবৃদ্ধি না হইলে তদ্বিনিময়ে অধিক ধন পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের মত দেশ বাণিজ্য দ্বারা অধিক সমৃদ্ধ হইয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ দেশে কোন না কোন ধনসামগ্রী অধিক পরিমাণে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতেছে, নচেৎ কোন্ ধনসামগ্রীর বিনিময় করিয়া তাহারা অন্য ধনসামগ্রীতে দেশ পরিপূর্ণ করিতেছে? নিজেদের ব্যবহারান্তে যে অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক বা অনুপকারী ধনসামগ্রী উদ্বৃত্ত থাকে, তাহারই সহিত অন্য দেশের অপেক্ষাকৃত আবশ্যক বা উপকারী ধনসামগ্রীর বিনিময় হইয়া বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। এই নিমিত্ত সভ্যজগতে বাণিজ্যের এত আদর। অনেকে অনুমান করেন যে বাণিজ্য ধনপ্রসূত নহে, কারণ ধনের বিনিময়েই ধন পাওয়া যায়, নূতন ধনের উৎপত্তি বাণিজ্যে সম্ভবপর নহে। এ কথা যথার্থ হইলেও অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক বা অনুপকারী ধনসামগ্রীর বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত আবশ্যক বা উপকারী ধনপ্রাপ্তি এক বাণিজ্যের সাহায্যেই সম্ভবপর হয়। কেবল গোধূম, কেবল ধান্য বা কেবল কয়লা বা কেবল লৌহনির্ম্মিত সামগ্রী-ভোগে লোকের ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত হয় না, এনিমিত্ত লৌহনির্ম্মিত সামগ্রীর বিনিময়ে ইংলণ্ড ভারত সাম্রাজ্যের গোধূম পাইতে ইচ্ছা করে এবং আমরা ব্যবহারান্তে যে অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক উদ্বৃত্ত গোধূম থাকে, তদ্বিনিময়ে ইংলণ্ডের লৌহ-নির্ম্মিত কলকারখানা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি এবং উহা প্রাপ্ত হইলে

অপেক্ষাকৃত ধনী বলিয়া অনুমান করি। অতএব এই উদ্বৃত্ত ধনসামগ্রীর পরিমাণ যত অধিক হইবে, তদ্বিনিময়ে অন্য ধনসামগ্রী তত অধিক পাওয়া যাইবে। কিন্তু সেই উদ্বৃত্ত সামগ্রী যদি বিনিময়সাধ্য না হয়, অথবা উহা জগতের কোন স্থানে মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে উহা ধন বলিয়া পরিগণিত হইবে না। জগতের বাণিজ্যে যে দ্রব্যগুলি মূল্যবান্ পণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে,ধনবিজ্ঞানে উহা ধন বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য।

এই সকল সামগ্রী নিশ্চয়ই পৃথিবী হইতে উৎপন্ন বা উৎপন্ন সামগ্রী হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল সামগ্রী প্রথমাবস্থায় কেন মূল্যযুক্ত হয় নাই, এবং পরে যখন শ্রামিক, ভূস্বামী, মহাজন, কর্ম্মকর্ত্তা প্রভৃতির সাহায্যে এইগুলি মূল্যপ্রদ গুণযুক্ত হইবে ; আর যদিই বা মূল্যযুক্ত হইল, তবে কি পরিমাণ সামগ্রীর সহিত কি পরিমাণে অপর সামগ্রীর বিনিময় হইবে? উৎপাদনে বা প্রস্তুতিকার্য্যে সাহায্যকারীদের মধ্যে কাহার কি প্রাপ্য এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদিত ধনের বিনিময়ে কি জাতীয় ধনভোগ বা ধনব্যবহার করা মিতব্যয়িতা বা শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সহায়তা করে, ইহাই ধনবিজ্ঞানে আলোচিত হইয়া থাকে।

ধনবিজ্ঞান পাঠে লোকের দ্রব্য বা ধনের বিনিময়ে ধনপ্রাপ্তির অভিলাষ জন্মে, এবং অন্যায় ও অধর্ম্ম করিয়া ধনোপার্জ্জন করিবার প্রবৃত্তি নষ্ট হয়, অর্থাৎ পরের ধন অপহরণ না করিয়া নিজের ধন বৃদ্ধি করিয়া ব্যবহার বাদে অতিরিক্ত ধনের বিনিময়ে অভাবমত অন্য ধন পাইবার বাসনাই প্রবল হয়। অর্থই যে কেবল ধন এবং অর্থোপার্জ্জন করিলে যে উহা সঞ্চয় পূর্ব্বক যক্ষের মত বসিয়া থাকিতে হইবে, এ কথা ধন-বিজ্ঞানে নাই। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিলে যে ধন-নাশ না হইয়া ধনের সদ্ব্যবহার হয়, এ কথা ধনবিজ্ঞান স্পষ্ট প্রতীতি করাইয়া দেয়। সমাজে ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে অর্থ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হইবে ; কারণ অর্থ নিজে ক্ষুৎপিপাসা বা শীতাতপ নিবারণ

করিতে পারে না। অর্থের বিনিময়ে আমাদিগকে ভোজ্য পেয় ও বস্ত্র ছত্রাদি ক্রয় করিতে হইবে, তবে অর্থের কার্য্য সিদ্ধ হইবে। উহা কেবল বিনিময়-কার্য্য সুকর করিয়া দেয় অর্থাৎ সামগ্রীর বিনিময়ে অর্থ প্রাপ্তি ও অর্থের বিনিময়ে অভাবমত সামগ্রী-প্রাপ্তি হয়, এ কথা ধন-বিজ্ঞানে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ধনবিজ্ঞান পাঠে ব্যক্তি মাত্রেরই সম্যক্ উপলব্ধি হয় যে, দ্রব্য ক্রয় করিলে অর্থ বিক্রয় করা হয় এবং দ্রব্য বিক্রয় করিলে অর্থ ক্রয় করা হয়।

নীতি ও বিজ্ঞান।

ধনবিজ্ঞানে নীতিকথার অবতারণা নাই। কেহ কেহ ধনবিজ্ঞানের নাম "অর্থ ব্যবহার" বা "অর্থনীতি" লিখিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে ধন শব্দে কেবল অর্থ (টাকা কড়ি) না বুঝাইয়া যাবতীয় প্রয়োজনীয় দুর্ল ভ বিনিময়-সাধ্য সমগ্রী বুঝায়; অতএব দেখা যাইতেছে যে, সকল অর্থই ধনের অন্তর্গত, কিন্তু সকল ধন অর্থের অন্তর্গত নহে। অতএব "অর্থ-ব্যবহার" না বলিয়া উহাকে ধনব্যবহার বলা উচিত। কিন্তু ধনব্যবহার বলিলে উহাতে সম্পূর্ণ ধন-বিজ্ঞান বুঝা যায় না—উহা যে ধন বিজ্ঞানের এক অংশ মাত্র, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নীতি অর্থে হিতাহিত বিবেচনার শাস্ত্র বুঝায়। বিজ্ঞান বলিলে কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় আলোচনা করা এবং কি কারণে উহা কি ফল প্রদান করে, অথবা ফল দৃষ্টে উহা কি কারণে সম্ভূত, তাহা নির্ণয় করা বুঝায়। যথা বাজারে মৎস্য মহার্ঘ। ইহার কারণ দেখা গেল মৎস্যের অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সেই পরিমাণ সরবরাহ কম। আবার কয়দিন পরে সরবরাহ সমান থাকিলেও বিবাহের লগনসা না থাকায় অভাবের অল্পতা বশতঃ বাজার নরম হইয়া গেল। ইহা বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু মৎস্যের অভাব হেতু যেখানে অধিক মৎস্য পাওয়া যায়, তথা হইতে তাহা আনয়ন করিয়া অর্থ লাভ করা উচিত, ইহা নীতিসম্মত।

যে বিজ্ঞান শাস্ত্রই হউক না কেন উহা এক দেশে এক প্রকার ও অপর দেশে অপর প্রকার হইতে পারে না। যে বিজ্ঞান এক দেশের পক্ষে সম্ভবপর, তাহা সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে সম্ভবপর। নীতিকথা কিন্তু সকল দেশে সমান নহে। মনুষ্যের জীবনধারণ জন্য পরিমিত আহার, বস্ত্র, ইন্ধন ও বাসস্থান আবশ্যক। ইহা ধনবিজ্ঞান-সম্মত। কিন্তু শীতপ্রধান দেশের পক্ষে যে পরিমাণ পশমী কাপড়, মাংস, কয়লা ও বায়ুপ্রতিরোধক বাসগৃহ হিতকর, গ্রীষ্মপ্রধান দরিদ্র ভারতবাসীর পক্ষে উহা অহিতকর। দরিদ্র ভারতবাসীর অল্পবস্ত্রাবরণ, মাংসের পরিবর্ত্তে ডাইল, দুগ্ধ, ঘৃত ও বায়ুচলনশীল গৃহই নীতিসঙ্গত এবং এই সকলের বিপরীত অর্থাৎ অধিক পোষাক প্রভৃতি নীতিবিরুদ্ধ। ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রে যে ধনাগমের কথা আলোচিত হয়, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ধনবৃদ্ধির প্ররোচনা; অর্থাৎ দেশের ধন কি উপায়ে বর্দ্ধিত হইবে, তদ্বিষয়ে সকলের চেষ্টা-বর্দ্ধন। যদি সকলেই ধনোৎপাদন করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে, অর্থাৎ বর্দ্ধিত ধনের বিনিময়ে অন্য আবশ্যক ধন প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এসম্বন্ধে নানাবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। রসায়নশাস্ত্রের সাহায্যে কতপ্রকার রঙ্ তৈয়ারী হইয়া দেশের ধনোৎপাদন হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রভাবে ভূজাত বিবিধ পদার্থ স্বাভাবিক বা রূপান্তরিত অবস্থায় অর্ণবপোতে দেশদেশান্তরে নীত হইয়া বিনিময়সাধ্য হইয়া থাকে। আরও নানাপ্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্যে নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী রূপান্তরিত হইয়া বিনিময়-সাধ্য হয় এবং ধনাগমের সহায়তা করে। এই সকল বিষয়ই ধনবিজ্ঞানের প্রধান আলোচ্য; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিবিধ প্রকার বিজ্ঞানের সাহায্যে রূপান্তরিত বিনিময়সাধ্য দ্রব্যসামগ্রীতে কিরূপে দেশের ধনাগম হয়, ধনবিজ্ঞানে সেই সকল বিষয়ই আলোচিত হয়, কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে ঐ সকল সামগ্রী কি প্রকারে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার কোন উল্লেখ থাকে না।

ধন—বিজ্ঞানে সম্পত্তির বিষয় আলোচিত হয় না, উহা বৈষয়িক কথা বলিয়া বাণিজ্যে আলোচিত হয়। সুদ খাজনা ইত্যাদি কতকগুলি বিষয় ধনবিজ্ঞানে আলোচনার সময় সম্পত্তি কথার অবতারণা করিতে হয়। সম্পত্তি বলিলে কতকগুলি দ্রব্য না বুঝাইয়া ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহার ও হস্তান্তর করিবার স্বত্বই বুঝায়। কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে ঐ ব্যক্তির ঐ সম্পত্তি ব্যবহার ও হস্তান্তর করিবার স্বত্ব জন্মিয়াছে। কোন কৃষকের নিকট হইতে কয়েকদিন ব্যবহারের জন্য ভাড়া করিয়া যদি আমি তাহার লাঙ্গলটী লইয়া আসি, তাহা হইলে সেই লাঙ্গল আমার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে না; কারণ যাহার লাঙ্গল সে ভিন্ন অন্য কাহারও উহা হস্তান্তর করিবার স্বত্ব নাই। কিন্তু কোন দোকান হইতে যদি আমি ধারে একখানি লাঙ্গল ক্রয় করিয়া আনি, তাহা হইলে ঐ লাঙ্গল সম্পূর্ণ ব্যবহার ও স্বেচ্ছামত উহা হস্তান্তর করিবার স্বত্ব আমার জন্মে এবং যাহার নিকট উহা ক্রয় করিয়াছি তাহার ভবিষ্যতে কেবল উহার সুদসমেত মূল্য দাবী করিবার স্বত্ব মাত্র থাকে। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে মূল্য দাবী করিবার স্বত্বই সেই দোকানদারের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। কারণ ঐরূপ দাবী স্বত্ব হইতেই যথাকালে তাহার অর্থাগম হইতে পারে; কেবল তাহাই নহে, এরূপ দাবী করিবার স্বত্ব সে অপরকে বিক্রয় করিয়া বা অপরকে দাবী করিবার বরাত দিয়া অর্থলাভ করিতে পারে।

সম্পত্তি।

এইরূপ দাবী করিবার স্বত্ব (অশরীরী সম্পত্তি) গুলি বাণিজ্যপ্রধান দেশসমূহে ক্রেয় বিক্রেয় বিনিময়সাধ্য মূল্যবান সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হয়। আজি কালি পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য গৃহীত না হইয়া অর্থই গৃহীত হইয়া থাকে। অর্থ না থাকিলে ভবিষ্যতে অর্থ দাবী করিবার স্বত্ব গৃহীত হয়। এই স্বত্ব যে পত্রে নিদর্শিত হয়, তাহাকে দাবী স্বত্বের নিদর্শন পত্র বা কাগজ মুদ্রা কহে। এই ধাতু ও কাগজ মুদ্রা বিনিময়

ব্যাপার-নিদর্শক, এই জন্য ইহাদের বিষয়ও ধনবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

বিভাগ। ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন ধনাগমের প্রধান উপায়। এই বিষয় সম্যক উপলব্ধি করিয়া ভূম্যধিকারী, শ্রামিক, মহাজন ও কর্ম্মকর্ত্তার সাহায্যে দ্রব্যসামগ্রী কি উপায়ে মূল্যপ্রদ হয়, আমরা তাহারই আলোচনা করিব। দ্রব্য সামগ্রী ভোগের নিমিত্তই উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইয়া থাকে। যাহারা ভোগ করে, তাহারা ভোগ্য বস্তুর নিমিত্ত যে অর্থ প্রদান করে, বাস্তবিক তাহাই ঐ পণ্য সামগ্রীর পণ। কিন্তু শেষ খরিদ্দার বাজার হইতে মাল উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে যাহার নিকট পণ্য দ্রব্য খরিদ করিয়াছে সে ব্যক্তি কি সমস্ত অর্থই প্রাপ্ত হয়? সে ব্যক্তি নিজের কর্ম্মের বিনিময়ে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহা বাদে বক্রী পাইকার ব্যবসায়ীকে দেয়, সেই পাইকার ব্যবসায়ী নিজের প্রাপ্য বাদে মহাজন ব্যবসায়ীকে দেয়, মহাজন ব্যবসায়ী আবার নিজের প্রাপ্য বাদে উৎপাদক বা নির্ম্মাতাকে—এক কথায় কর্ম্মকর্ত্তাকে দেয়। কর্ম্মকর্ত্তা নিজের প্রাপ্য বাদে মহাজন জমিদার ও শ্রামিককে তাহাদের প্রাপ্য প্রদান করে। অতএব কত লোকের কর্ম্মের ফলে যে দ্রব্য মূল্যপ্রদ হয়, তাহা উপরি-উক্ত উদাহরণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব যখনই ধনাগমের অধ্যায়ে খাজনা, বেতন, লাভ ও সুদের কথা বলা হইবে, তখনই প্রকারান্তরে মহাজনের মূলধন ব্যবহার করিতে দেওয়ার প্রাপ্য, জমিদারের জমি ব্যবহার করিতে দেওয়ার প্রাপ্য, শ্রামিকের শ্রমজনিত কর্ম্মের প্রাপ্য এবং কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মের প্রাপ্য আলোচিত হইবে। এই জন্য বর্ত্তমান সংস্করণে ধন-পরিবর্ণ্টন শীর্ষক কোন স্বতন্ত্র অধ্যায় লিখিত হইবে না; উহা ধনাগমের অন্তর্ভুক্ত বুঝিতে হইবে।

এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে বিনিময়-কার্য্য-নিদর্শক ধাতু ও কাগজ মুদ্রার বিষয় আলোচিত হইবে এবং, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক বিনিময় সম্বন্ধে

কিছু কিছু বলা যাইবে। বর্ত্তমান পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে ধন-উৎপাদিনী শক্তি আলোচিত হইবে।

এই পুস্তকের পরিশিষ্টে ধনভোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। বাস্তবিক ধনভোগের কোন বিজ্ঞান হইতে পারে না; যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ ভোগ করিতে পারেন। কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত উপার্জ্জিত ধনের বিনিময়ে কি জাতীয় ধনভোগ করা মিতব্যয়িতা, তাহাই ধনভোগে আলোচিত হইবে। ধনভোগে ধনসঞ্চয়ের কথা কিছুই বলা হইবে না কারণ সঞ্চয় বিনিময়ের প্রতিবন্ধক বলিয়া উহা ধন বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইতে পারে না। ব্যয় না করিলে ধনভোগ করা যায় না। কি জাতীয় ধনভোগ করা মিতব্যয়িতা, বা জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি কি উপায়ে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে, তাহাই এই অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

ধনাগম।

ধনবিজ্ঞানে যে কয়টী বিষয় সচরাচর আলোচিত হয়, ধনাগম তন্মধ্যে একটী প্রধান; একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সর্ব্বদা সকলের অধিকারে থাকে না বলিয়াই তৎসমুদায়ের অভাব অনুভূত হয় এবং সেই কারণেই তাহারা অতিশয় মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়; অর্থাৎ এই সকল সামগ্রী ভোগ করিতে না পাইলে লোকে অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকে, অথবা ইহাদের প্রয়োজনমত সরবরাহ নাই বোধ করিয়া থাকে। একই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবমত সরবরাহ না হইলে উহা বিনিময়সাধ্য হয়, আবার অধিক সরবরাহহেতু অভাব অনুভূত না হইলে তাহার বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যায় না। যখন বিনিময়সাধ্য হয়, তখন উহাতে এমনই একটী গুণ বিদ্যমান থাকে যে, অধিকারী হইতে বিচ্যুত হইবার সময় তাঁহাকে উহা অপর ব্যক্তির পরিশ্রমজাত দ্রব্য পাইবার বা

অপরকে পরিশ্রম করাইয়া লইবার ক্ষমতা প্রদান করে। আবার যখন এই দ্রব্যের বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যায় না, তখন ইহাকে ধন বলা যায় না। দ্রব্যের বিনিময়সাধ্য গুণ থাকিলে, অথবা উহা মূল্যবান্ হইলে ঐ দ্রব্যে ধনাগম হইয়াছে, অথবা ঐ দ্রব্যের অপর দ্রব্য ক্রয় করিবার শক্তি জন্মাইয়াছে, বুঝিতে হইবে। দ্রব্যের মূল্য উহার গুণ প্রকাশ করে মাত্র, সুতরাং ধনের আগম বলিতে, ধনের উৎপত্তি বা পদার্থের সৃষ্টি না বুঝাইয়া উহাতে মূল্যের সৃষ্টি হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। প্রথমে বোধ হয় যে দেশ,কাল,পাত্র* বিশেষে দ্রব্যে ধনাগম হয়, অথবা দ্রব্য মূল্যযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে অভাব অপেক্ষা সরবরাহ কম বলিয়াই উহা ভিন্নদেশে বা সময়বিশেষে মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং মূল্যবান বলিয়া লোকে উহাতে শ্রমনিয়োগ করে।

১। গোয়ালন্দের ইলিশ মৎস্য কলিকাতার মত স্থানে আসিলে অধিকতর মূল্যযুক্ত হয়। ইলিশ মৎস্য বরফাবৃত করিয়া আনিতে এবং লেংড়া আম ঝুড়ি করিয়া আনিতে উহার তত্ত্বাবধান করিতে ও পচিয়া গেলে লোকসানের ঝুঁকির অনুপাতে উহার মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু ইলিশ মৎস্য বা লেংড়া আমের অভাব অপেক্ষা সরবরাহ কম না হইলে উহা কলিকাতায় মূল্যপ্রদ হইত না, এবং উহারা মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয় বলিয়া উহাদের আনয়নে লোকে শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করে।

২। নূতন চাউল অধিক কাল যত্ন করিয়া রাখিলে, বা বিচালী অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা করিয়া বর্ষাকাল পর্য্যন্ত রাখিতে পারিলে রক্ষণাবেক্ষণ জন্য ব্যয়, আনয়নের সময় নৌকাডুবীর ঝুঁকি ও বহুকাল পরে বিক্রয় হয় বলিয়া মূলধনের প্রাপ্য সুদের অনুপাতে উহা মূল্যযুক্ত হয়। কিন্তু নূতন

* অধ্যাপক কেয়ার্ণস্ (Cairns) ইহাকে (form value) রূপান্তরজনিত মূল্য বলিয়াছেন।

চাউল অপেক্ষা পুরাতন চাউলের অভাব অপেক্ষা সরবরাহ কম বলিয়াই লোকে সময়মত রাখিতে ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করে।

৩। পাত্রবিশেষে দ্রব্যাদি রূপান্তর জন্য মূল্যযুক্ত হয়। কৃষক বা সামান্য কর্ম্মকারের এবং সূক্ষ্ম কার্য্যের কারুকারের পরিশ্রমে ও যত্নে যে সকল দ্রব্য রূপান্তরিত হয়, তৎসমুদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ; কারণ উক্ত উভয় প্রকার কার্য্যের প্রকৃতির বিস্তর তারতম্য দেখা যায়। একই সামগ্রী কাঁচা ও পাকা অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মূল্যযুক্ত হয়। সেই একই জিনিষ যখন কাঁচা অবস্থায় থাকে, তখন তাহার মূল্য অবশ্যই কম, কিন্তু সেই কাঁচা মালের অবস্থা হইতে যখন তাহা নানাপ্রকার পাকা মালে রূপান্তরিত হয়, তখন পরিশ্রম, ব্যয় ও শিল্পনৈপুণ্যের অনুপাতে তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মূল্য নির্দ্দিষ্ট হয়। কৃষকের নিকট এক মণ তূলা তাহার পরিশ্রম ও ব্যয়ের অনুপাতে যে মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে, সূত্রনির্ম্মাতার নিকট ঐ এক মণ তূলা সূতায় রূপান্তরিত হইলে উহা অনেক অধিক মূল্যযুক্ত হয়, আবার তন্তুবায়ের নিকট ঐ সূতা যখন বস্ত্রে রূপান্তরিত হয়, তখন তাহা আরও অধিক মূল্যযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে একই তূলা কাঁচা মাল হইতে সূতা ও কাপড় রূপ পাকামালে রূপান্তরিত হইলে তাহার মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বাস্তবিক যদি এই সকল সামগ্রীর অভাব অপেক্ষা সরবরাহ অধিক হইত, তাহা হইলে কি ইহারা রূপান্তরহেতু শ্রমের অনুপাতে মূল্যযুক্ত হইত? পরিশ্রমের অনুপাতে দ্রব্যাদি মূল্যপ্রদ হয় না। উহারা মূল্যবান বলিয়া অনুমিত হইলেই লোকে উহাতে শ্রমনিয়োগ করে।

পণ্যের সরবরাহ এবং কাটতি বিষয়ে তারতম্য—

পণ্যসামগ্রীর অভাবমত সরবরাহ না হওয়ার অসুবিধা বোধ না হইলে তৎপরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য পাওয়া যায় না। একমণ চাউল আবশ্যক

থাকায়, তেলি তদ্বিনিময়ে চাষীকে দশসের তৈল দেয়, ইহার কারণ তেলির চাউলের দরকার আছে এবং ঐ চাউল সে অনায়াসে অভাবমত প্রচুর পরিমাণে পাইতে পারে না। অতএব দ্রব্য বিনিময়সাধ্য হইতে গেলে এই দুইটী গুণ আবশ্যক।

১। আবশ্যকতা—অর্থাৎ যাহা দ্বারা কোন অভাবমোচন হইতে পারে। অভাবহেতু অসুবিধা বোধ না করিলে লোকের উহা পাইবার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

২। অপ্রচুরতা—অর্থাৎ যাহার অভাব অনুযায়ী সরবরাহ পাওয়া যায় না। এই দুইটী গুণ না থাকিলে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য পাওয়া যায় না। মনে কর একটী দ্রব্যের প্রয়োজন আছে, এবং উহা অনায়াসে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, এরূপ হইলে যে দ্রব্য আয়াসলভ্য, তাহার সহিত যে দ্রব্য অনায়াসলভ্য, তাহার কোনমতে বিনিময় হইতে পারে না। হাওয়া জল—আমাদিগের আবশ্যক বস্তু; এই হাওয়া জল যখন আমরা অনায়াসে যথেষ্ট পরিমাণ পাই, তখন উহার বিনিময়ে আমরা কিছুই দিই না; কিন্তু ঐ হাওয়া যখন আমরা অধিক পরিমাণে পাইতে ইচ্ছা করি, তখন আমরা পাখাওয়ালাকে অর্থ দিয়া তদ্বিনিময়ে হাওয়ার আধিক্য ভোগ করি এবং ঐ জল যখন আমরা গৃহে বসিয়া পাইতে ইচ্ছা করি, তখন জলের ভারীকে অথবা মিউনিসিপালিটীকে অর্থ দিয়া তদ্বিনিময়ে উহা পাইয়া থাকি।

কলিকাতার বাটীর ভিত্তি কাটিবার সময় যে মাটী কাটা হয়, অনেক সময় উহার মূল্য লওয়া হয় না। যাহার ইচ্ছা সে লইয়া যায়। এই মাটীর স্তূপের নিকট যদি একটী ময়রার দোকান থাকে, তাহা হইলে এই দোকানীকে তিনঝুড়ী মাটী দিলে সে তদ্বিনিময়ে কিছু দিতে ইচ্ছা করে না। ময়রার উনান প্রস্তুত করিবার মাটীরও আবশ্যকতা আছে, কিন্তু সে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে উহা বহন করিয়া যথেষ্ট আনিতে পারে বলিয়া তিনঝুড়ী মাটীর পরিবর্ত্তে কিছু দিতে চায় না। কিন্তু ঐ মাটী যদি

একক্রোশ দূর হইতে আনিতে হয় এবং তিনঝুড়ী আনিতে তাহাকে তিনবার যাইতে হয় ও অনেক সময় লাগে, তাহা হইলে সে আয়াসলভ্য বলিয়া উহা নিজে না করিয়া অপরে উহা তাহার নিকট আনিয়া দেয় ঐরূপ ইচ্ছা করে। এই অবস্থায় তাহার নিকট কেহ তিনঝুড়ী মাটী আনিয়া দিলে তৎপরিবর্ত্তে মাটিওয়ালাকে উহার মূল্য দিতে সে কুণ্ঠিত হয় না। অতএব প্রয়োজনীয় দ্রব্যও অনায়াসে যথেষ্ট পাইলে তাহার মূল্য নাই। অথচ আমরা দেখিতেছি একই দ্রব্য কখন মূল্যবান হয় এবং কখন হয় না। যে ব্যক্তি মাটী বিক্রয় করে, সে মূল্যবান না বুঝিলে মাটী মাথায় করিয়া কখন বাহির হয় না। সে দেখে ঐ মাটীর কাটৃতি কোথায়। যে পাড়ায় মাটীর অভাবহেতু লোকে অসুবিধা বোধ করে, সে সেই পাড়ায় যায় এবং যেখানে লোকে উহা অনায়াসে যথেষ্ট পায়, সেখানে বিক্রয় করিতে যায় না; অর্থাৎ যেখানে উহা আয়াসলভ্য এবং দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রচুর এবং আবশ্যক, সেইখানেই উহা মূল্যবান এবং সেইখানেই উহার কাটৃতি; এবং এই কা ্তির তারতম্য অনুসারে কোথাও আবার এক পয়সায়,কোথাও দুই পয়সায় এক ঝুড়ী। কিন্তু যেখানে এক ঝুড়ী দুই পয়সায়, সেখানে যদি এক ঝুড়ী এক পয়সায় করা যায়, পূর্ব্বাপেক্ষা কাটৃতি অধিক হয়, অর্থাৎ দাম সুলভ হইলে কাটতি বাড়ে। এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে,—কাট্‌তির উপর মূল্য নির্ভর করে, না মূল্যের উপর কাটৃতি নির্ভর করে? ইহার কোন্‌টী ঠিক্? মনে কর মালের যোগান অপেক্ষা কাটৃতি (চাহিদা) অধিক, এই সময় খরিদ্দারের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় এবং মালের দর বাড়িতে থাকে; কিন্তু যদি বলা যায়, যে পরিমাণ মালের কাটৃতি বা অভাব, সেই পরিমাণ মালের মূল্য বাড়িবে, তাহা হইলে ঐ বাক্যের অসারতা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। চাউল ও বস্ত্রের বিষয় যদি এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যায় এবং যদি চারিশত লোকের উপযোগী মাল আবশ্যক থাকে, অথচ তিন শত লোকের মত

মাল মজুত থাকে, অর্থাৎ অভাব অনুসারে যোগান যদি এক সিকি অংশ কম হয়, তাহা হইলে বস্ত্রের দর এক সিকি অংশমত বাড়িবার পূর্ব্বে কমিয়া যাইবে; কিন্তু চাউলের দর সিকিগুণ না বাড়িয়া হয়ত চতুর্গুণ বাড়িতে পারে। চাউল ও বস্ত্র উভয়ই আমাদিগের আবশ্যক বস্তু বটে, কিন্তু চাউল না হইলে জীবনধারণ করা যায় না, অথচ বস্ত্র ছিন্ন হইলে উহা সেলাই করিয়া বা তালি দিয়া পরিধান করা যায়। এক টাকার বস্ত্র এক টাকা দুই আনা হইলেই লোকে উহা অধিক বলিয়া বিবেচনা করে এবং কিছু পরে উহা সস্তা হইবে ভাবিয়া দুই এক মাস অপেক্ষা করিতে পারে। অথচ প্রাণে মারা যাইবে ভাবিয়া চাউলের খরিদদারগণ যে কোন দরে উহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে; এমন কি যাহাদের ঘরে হয়ত এক মাসের মত চাউল মজুদ আছে, তাহারা যতদিন পর্য্যন্ত না নূতন চাউলের আমদানী হয়, ততদিনের নিমিত্ত সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সকল বিষয়েরই সীমা আছে; এই চাউলের মূল্য বাড়িতে বাড়িতে কখন থামিবে?—যোগান যখন টানের সমান হইবে অর্থাৎ যখন যোগান বাড়িবে অথবা মূল্যের আধিক্য দেখিয়া টান যোগানের অনুরূপ হইবে। বস্ত্রের বিষয়ে চিন্তা করা সহজ বটে, কিন্তু চাউলের বিষয়ে বিবেচনা করা তত সহজ নহে। এদেশে দ্বারস্থ ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে অসমর্থ হইলে লোকে বুঝিত দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ইহা দ্বারাই পূর্ব্বেকার রাজন্যবর্গ বুঝিতে পারিতেন চাউলের মূল্যবৃদ্ধির সীমা-নিরূপণের সময় আসিয়াছে। তখন বণিকগণ রাজার অধীন থাকিতেন অর্থাৎ রাজা বলিতেন পণ্য দ্রব্য দেশের বাহিরে যাইতে পারিবে না, অথবা যাইলে এত অধিক শুল্ক দিতে হইবে যে উহা দিয়া বিদেশে বিক্রয় করিলে লোকসান হইবে, তাহা হইলে মালের রপ্তানী একেবারে বন্ধ হইত। অতএব ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতায় মূল্য আবার কমিয়া যাওয়ায় পুনরায় কাটতির অনুরূপ যোগান পাওয়া যাইত। আজ

কাল অবাধ বাণিজ্যের বলে বণিকদিগের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্য সকল ব্যবসায়ীরা যখন লাভের সময় লাভ করে এবং রাজা তাহাদের লাভের উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না, সেইরূপ চাউলের ব্যবসায়ীর লাভের সময় তাহার লভ্যের উপর রাজার হস্তক্ষেপ করা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহাদের এই লাভের টাকা কতক পরিমাণে ধনবান খরিদ্দারে দেয় ও কতক পরিমাণে অপারক খরিদ্দারের পরিবর্ত্তে চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত হয়। চাউলের মূল্য অধিক হইলে লাভের আশায় ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বণিকগণ বহুদূর দেশ হইতে চাউল পাঠাইতে আরম্ভ করে। তখন আবার আমদানীর আধিক্যে ও ব্যবসায়িদের প্রতিযোগিতায় মূল্য কমিতে থাকিলেই এবং নূতন চাউল উঠিতে সুরু হইলেই, যোগান কাট্‌তির অনুরূপ হয়।

অতএব বলা যাইতে পারে যদি কিছু কালের নিমিত্ত যোগান সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে টান বাড়িলে মূল্য বৃদ্ধি হয়, অথবা মূল্য তখন টানের উপর নির্ভর করে।

পৃথিবীতে এমন অল্প দ্রব্যই আছে—যাহার যোগান স্বভাবতঃ সীমাবদ্ধ। কৃষিজাত দ্রব্য পুনরায় না জন্মাইলে আর পাওয়া যায় না। উহাদিগের জন্মাইবার কাল পর্য্যন্ত যোগান স্বভাবতঃ সীমাবদ্ধ। যদি পৃথিবীতে ধান্য কম হইয়া থাকে, এবং উহার টান অধিক হয়, তাহা হইলে যত টাকা কেন খরচ করা যাউক না, নূতন ধান্য না উঠিলে আর ধান্য পাওয়া যাইবে না।

আর এক প্রকার সামগ্রী আছে তাহার যোগান বাড়াইতে গেলে খরচা অধিক পড়ে বলিয়া সেই যোগান সীমাবদ্ধ। যদি কোন কলে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়, উহা দিবাভাগে প্রস্তুত করিতে যে খরচা পড়ে, রাত্রিভাগে হয় ত অধিক খরচা পড়িতে পারে; এস্থলে দিবারাত্রি প্রস্তুত হইলে নির্দ্দিষ্ট মালের প্রতি গড়পড়তায় যেরূপ খরচা পড়ে, কেবল

দিবাভাগে প্রস্তুত করিলে সেই পরিমাণ মালের প্রতি তদপেক্ষা অনেক কম খরচা পড়িতে পারে। সুতরাং দিবাভাগে যত মাল হইতে পারে, তাহারই যথাসম্ভব যোগান হইতে থাকে এবং রাত্রিভাগে প্রস্তুত করিলে অধিক খরচা হয় বলিয়া যোগান আপনি সীমাবদ্ধ হয়। এই যোগান সীমাবদ্ধ হওয়ায় যদি টান অধিক বাড়ে এবং সেই নিমিত্ত মূল্য এত অধিক পরিমাণ বাড়ে যে রাত্রিতে কাজ করিলেও খরচা পোষাইতে পারে, তাহা হইলে যোগান সীমাবদ্ধ না হইয়া পুনরায় টানের অনুরূপ হয়।

কৃত্রিম উপায়ে কিন্তু দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ করা যায়। এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে যোগানের সীমাবদ্ধ করাকে একচেটিয়া কারবার বলে। খ্রীঃ ১৮৩৪ অব্দ পর্য্যন্ত চাএর ব্যবসায় বিলাতে একচেটিয়া ছিল। ভারতবর্ষে লবণের ও অহিফেনের কারবার রাজার একচেটিয়া। কয়েক বৎসরের কাটতির বিবরণ দেখিয়া একচেটিয়া মালের যোগান সীমাবদ্ধ করা হয় এবং ইচ্ছামত উহার মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে। এ স্থলে মূল্য নিতান্ত অধিক করিলে খরিদ্দারেরা দ্রব্য লয় না; এবং কাটতির অধিক যদি মাল আসিয়া পড়ে ও সেই মাল সমস্তই যদি বিক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে অবশ্যই উহার মূল্য কম হইয়া যায়। ওলন্দাজগণ যখন মসলার ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়াছিল, একবার কাটতির অধিক মাল আমদানি হওয়ায় উহারা অল্প দামে বিক্রয় করিতে হইবে বলিয়া কাটতির পরিমাণ মাল রাখিয়া উদ্বৃত্ত মাল পোড়াইয়া ফেলিয়াছিল। একচেটিয়া ব্যবসাতেও মালের কাটতি যোগানের সমতুল্য হয়।

আর একটী বিষয় এস্থলে বিবেচনা করা যাইতে পারে। যেমন কাটতির বিবরণ দেখিয়া একচেটিয়া মালের আমদানি হয়, সেইরূপ আমাদের দেশে চাষারা ধান্ত সুজন্মা হইলে, কাটতির বিবরণ দেখিয়া যদি সেই পরিমাণ শস্য বিক্রয়ার্থে প্রেরণ করে, তাহা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা

শস্যের মূল্য হ্রাস না হইয়া সমান থাকিতে পারে। এদেশে ধান্য অত্যন্ত আবশ্যক, এবং দুই একটী প্রদেশ ব্যতীত অন্যত্র উহা প্রচুর জন্মায় না। সেই নিমিত্ত উহা অধিক পরিমাণে জন্মাইলেও যত্ন দ্বারা উহার মূল্য কতকটা একভাবে রাখা যাইতে পারে। শস্যের আধিক্য হেতু কাটতির পরিমাণে যদি মালের যোগান সীমাবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে যে উদ্বৃত্ত শস্য থাকে, তদ্দ্বারা অন্য বৎসর শস্যের মূল্য অধিক হইলে যে লাভ পাওয়া যায়, তাহাতে চাষীর অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। এদেশের কৃষকগণ অত্যন্ত অজ্ঞ। তাহারা যে মহাজনের নিকট টাকা ধার করিয়া খাজানা বা অন্যান্য সাংসারিক খরচ দিয়াছে, তাহার কথায় ভুলিয়া বা অপরে সস্তা দিতেছে ইত্যাদি কথায় বিচলিত হইয়া শস্যের আধিক্য দেখিয়া মূল্য কমাইয়া দেয়। এই সময়ে মহাজনেরা বা আড়তদারেরা পরামর্শ করিয়া মাল এককাট্টা করিতে থাকে এবং কতক শস্য ধরিয়া রাখিয়া মূল্য-হ্রাস হইতে দেয় না।

যে সকল সামগ্রীর উদাহরণ দেওয়া গেল, উহাদের যোগান ক্ষণকালের নিমিত্ত সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ চাউলের কথা যদি ধরা যায়, নূতন চাউলের আমদানি হইলেই আবার বাজারের অবস্থা পূর্ব্ববৎ হইয়া পড়ে। কৃত্রিম উপায়ে কেবল যোগান বহুকালের নিমিত্ত সীমাবদ্ধ করা যায়। আর একপ্রকার সামগ্রী আছে, তাহা পুনরায় হওয়া অসম্ভব বলিয়া যোগান চিরস্থায়ীভাবে সীমাবদ্ধ; যেমন কোন মৃত চিত্রকরের হস্তের চিত্র, পুরাতন প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তি, আকবরের মোহর ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্যের টান কখন কমে না। যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়া এই সকল দ্রব্যের টান এত অধিক হয় যে, মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অতি উচ্চসীমায় উঠে; তখন উহা সাধারণে দিতে পারে না, এবং স্বভাবতঃ কাটতি যোগানের অনুরূপ হইয়া আইসে।

মনুষ্যের অভাব ও অভিলাষ হইতেই পণ্য দ্রব্যের আবশ্যকতা হয়।

হঠাৎ মনুষ্যের রুচি বা মতিগতি অন্যরূপ হইয়া অনেক সময় উপস্থিত প্রস্তুত দ্রব্যের টান কমিয়া গিয়া একেবারে মূল্য কমিয়া যায়। ইতিহাসে মনুষ্যের এইরূপ মতি গতির পরিবর্ত্তন-বিবরণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। খ্রীঃ ১৭৬৫ সালে আমেরিকার ষ্ট্যাম্প আইন প্রবর্ত্তিত হইবার সময় আমেরিকাবাসিগণ একমত হইয়া বিলাতী সামগ্রী বর্জ্জন করিয়াছিল। সম্প্রতি চীনবাসিগণ আবার আমেরিকাবাসিগণের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া সেই দেশজাত পণ্য দ্রব্য বর্জ্জন করিয়াছে এবং বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে বিরক্ত হইয়া বাঙ্গালীরা বিলাতী পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন করিয়াছে। এইরূপ বর্জ্জনকে ইংরাজীতে "ব্যয়কট" বলে। বর্জ্জিত পণ্যদ্রব্যের অভাব থাকিলেও লোকে এই সময় ত্যাগস্বীকারগুণে অভাব অনুভূত হইতে দেয় না। এই অবস্থায় বিদেশীয় দ্রব্য দেশীয় দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পায় না। এই অবস্থায় যে সকল প্রস্তুত মাল বর্জ্জন করা হয়, তাহার মূল্য এত কমিয়া যায় এবং বর্জ্জিত মালের ব্যবসায়িদের এত অধিক ক্ষতি হয় যে, তাহার আর সীমা থাকে না। যে ব্যবসায় নূতন আরম্ভ করা হয় এবং সবে যাহার মাল বাজারে চালাইবার চেষ্টা করা হয় এবং কাট্‌তি অধিক হইবে বলিয়া এই সকল মাল যখন প্রথমে অল্প লাভে বিক্রয় করিতে হয়, সেই সময়ে সেই সকল ব্যবসায়ের মাল বর্জ্জিত হইলে ব্যবসাদারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে।

যাহারা বহুকাল হইতে ব্যবসা করিয়া অনেক লাভ পাইয়াছে, 'ব্যয়কট" উঠিয়া গেলে তাহারাই আবার ব্যবসা করিতে সমর্থ হইবে। যে দেশের লোক বর্জ্জন করে, সেই দেশে ব্যয়কটের পূর্ব্বে অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও যে সকল দেশীয় ব্যবসা ছিল বা আরম্ভ করা হইয়াছিল, হঠাৎ কাটতির আধিক্যে নূতন বলে বলীয়ান হইয়া সেই সকল ব্যবসায় এইরূপ উন্নতি সাধন করিয়া লয় যে, ব্যয়কটের পরে অবাধ বাণিজ্যের পুনরুত্থানে আবার চিরস্থায়ী হইবার সুবিধা পায়।

বর্জ্জনীয় সামগ্রীর মধ্যে যদি বিলাস ও মাদক সামগ্রী থাকে, তাহা হইলে বর্জ্জনকারীদের বিলাসিতা ও মাদকপ্রিয়তা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। ব্যয়কট জাতীয় বিদ্বেষ বা অভিমানের ফল বলিয়া, বিদ্বেষ বা অভিমানের কারণ অন্তর্হিত হইলে উহা কোন দেশে বহুকাল থাকে না। কিন্তু যতকাল থাকে, সেই সময়ে জাতীয় বুদ্ধির পরিচালনার গুণ থাকিলে দেশের উন্নতি হয় ও দোষ থাকিলে অবনতি হয়; অধিককাল স্থায়ী হইলে ব্যয়কটে দেশের বাণিজ্য-রক্ষা বুঝায়। দেশীয় বাণিজ্য-রক্ষা অর্থে দেশীয় নির্ম্মাতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা ভিন্ন আর কিছুই বুঝা যায় না। দেশীয় নির্ম্মাতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইলে মালের আমদানি অধিক হয় ও দর কম হইয়া থাকে।

(১) সস্তায় ও সুগমে মালের গতিবিধি,

(২) সহজে সুবিধাজনক হারে মূলধন-প্রাপ্তি,

এইগুলি ব্যাষ্টেবল সাহেবের "কমার্স অব নেশন্স" ("Commerce of nations" by C. F. Bastable) হইতে উদ্ধৃত হইল।

(১) এক রেল বিস্তারে আজ পর্য্যন্ত ২৪০০ শত লক্ষ মুদ্রা ভারতবর্ষে ব্যয়িত হইয়াছে; কত শত লক্ষ মুদ্রা খাল-খননে ও রথ্যা-নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এখন খালে পর্য্যন্ত ষ্টীমার নৌকা এত অধিক যাতায়াত করে, পাকা রাস্তায় এত অধিক গরুর গাড়ী চলিতেছে এবং বহু বিস্তৃত রেলপথে মাল গাড়ীর সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে ও হইতেছে, যে মালের গমনাগমন বিষয়ে ভারতবাসীকে আর অধিক চিন্তা করিতে হইবে না। আমেরিকানগণ যখন বিলাতী সামগ্রী বর্জ্জন করিয়াছিল, তখন এত অধিক অর্থব্যয়ে সমগ্র রাজ্যে রেল, খাল, বা রাস্তার বিস্তার হয় নাই। এই রেল, খাল ও রাস্তার বিস্তারের জন্য ভারতবাসী রাজার নিকট ঋণী।

(২) মূলধন আমাদের দেশে সহজে অল্প সুদে পাওয়া যায় না। ইহার একমাত্র কারণ আমাদের দেশীয় মূলধন অল্প ও দেশীয় ব্যাঙ্ক নাই।

(৩) কাঁচা মালপ্রস্তুতির নিমিত্ত বিস্তৃত জমির ব্যবহার,
(৪) এবং ব্যাবহারিক শিল্পশিক্ষার বিস্তার আরম্ভ,
হইলে দ্রব্যসামগ্রী অধিক পরিমাণে উৎপন্ন ও প্রস্তুত হয় এবং

বিজাতীয় যেসকল ব্যাঙ্কে আমাদের ধনিদের অর্থ প্রেরিত হয়, উহা ধনিদের হিসাবে জমা ও ব্যাঙ্কের হিসাবে ধার বলিয়া পরিগণিত হয়। এইরূপে বহু অর্থ বিজাতীয় ব্যাঙ্কারগণ অল্প সুদে ধার করিয়া তাহারা যাহাদের বিশ্বাস করে, তাহাদের আবার ধার দেয়। আজ পর্য্যন্ত আমরা বিশিষ্ট-রূপে কোন ব্যবসায় চালাইতে পারি নাই। আমাদের বাজারসম্ভ্রম অত্যন্ত অল্প বলিয়া আমরা সহজে ধার পাই না। ব্যয় সংযম করিয়া লোকে যে মূলধনের সৃষ্টি করে, উহা নিজে ব্যবহার করিতে না পারিলে ব্যাঙ্কে জমা দিয়া থাকে। এইরূপে দেশের অব্যবহৃত মূলধন ব্যাঙ্কের সাহায্যে কৃতকর্ম্মা লোক ব্যবহার করিয়া থাকে। আমাদের দেশীয় লোকের এত অধিক অর্থ ব্যাঙ্কে জমা আছে যে, তদ্দ্বারা বহুবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে। কিন্তু বিদেশীয় বণিকগণই এই অর্থের ব্যবহার করিতেছে। আমাদের দেশের অব্যবহৃত মূলধন লইয়া বিদেশীয় বণিকগণ ব্যবসায় কার্য্য সুরু করিয়া লইতেছে। ফল কথা আমাদের ব্যাঙ্কও নাই, বাজার-সম্ভ্রমও নাই, সুতরাং আমাদের দেশের অর্থ আমরা ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। ধনিদের ধনভাণ্ডারের কিঞ্চিৎ অংশ মূলধন করিয়া যদি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে দস্তুর মত ঐ অর্থের বিশ গুণ অর্থের ব্যবহার করিতে পারা যায়। নির্ম্মাতারা তাহাদের মাল দেখাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে "ক্যাশ ক্রেডিট" পাইতে পারেন। বিশিষ্ট লোকের মাতব্বরিতে উহাদের পরিচিত ব্যবসায়িগণ ধার করিতে সক্ষম হইবে। প্রকৃত পক্ষে যে সকল ধনিগণ একেবারে চাঁদা হিসাবে দান করিতে অনিচ্ছুক, এবং যে মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ দান করিতে অপারক,

মালের দর আরও কম হইতে থাকে। নির্ম্মাতাদিগের মধ্যে সুযোগ করিয়া যাঁহারা প্রস্তুতি খরচা অধিক কমাইতে পারেন ও অল্প লাভে মাল বিক্রয় করিতে পারেন, তাঁহারাই ভবিষ্যতে ব্যয়কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জগতের অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় স্থিতি লাভ

তাঁহারা ব্যাঙ্ককে মধ্যস্থ করিয়া সুদের লোভে কৃতকর্ম্মা লোকদিগকে সাহায্য করিতে পারিবেন।

"But ever let us beware of paternalism. Not charity but co-operation is the crying need of the hour." (H. H. The Gaikwar I. I. Conference.

থিয়রি অফ্ ব্যাঙ্কিং (Theory of Banking) গ্রন্থ-প্রণেতা স্বনাম ধন্য ম্যাক্‌লাউড (Macleod) সাহেব বলিয়াছেন "Several professions require a certain amount of ready capital to start with. In England those who enter such professions must have the actual capital; in Scotland it is done by means of a credit guaranteed by their friends."

"These credits are granted to all classes of society, to the poor as freely as to the rich. Everything depends upon character. Multitudes of men who have raised themselves from the humblest positions in life to enormous wealth began with nothing but a cash credit."

(৩) যথেষ্ট পরিমাণে জমী প্রস্তুত অথবা কাঁচা মাল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বিস্তৃত জমির ব্যবহার এখনও আমাদের দেশে হইতেছে না। যে বাঙ্গালায় দেশীয় বাণিজ্যরক্ষার নিমিত্ত এত আন্দোলন, সুখের বিষয় সেই বাঙ্গালার জমীর কর্ত্তা জমীদার। জমীদার মহাশয়গণ যদি অকর্ষিত ভূমিগুলি সস্তায় বিলি করিয়া আবাদ করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে জমীর উৎকর্ষ বাড়িতে আরম্ভ হইবে। কাঁচা মাল বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইবে। যদি প্রজাগণ অর্থাভাবে অসমর্থ হয়,

করিতে পারেন। এইরূপে দেশে নির্ম্মাতাদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতায় কম খরচে ও অল্প লাভে অধিক পরিমাণে মাল প্রস্তুত বা উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইলে ক্রমশঃ ব্যয়কটের অবসান হইতে থাকে ও দেশীয় পণ্য-দ্রব্য অবাধ বাণিজ্যের শ্রেণীভুক্ত হইয়া দূরদেশেও প্রতিযোগিতা করিতে

দুই তিন জন জমীদার মিলিয়া কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন। প্রজাগণ নিজের মূলধন সমস্ত ব্যয় করিয়াও যাহাতে প্রয়োজন মত আরও মূলধন অল্প সুদে পাইয়া খাটাইতে পারে, জমীদার নিজে তাহাদের জামিন হইলে বা প্রজাদের বন্ধুদের মাতব্বরিতে ধার দিতে অনুমতি দিলে, ব্যাঙ্ক যাহাতে তাহাদিগকে ধার দেয়, তাহার বিধান নিতান্ত আবশ্যক। পুষা কলেজে শিক্ষিত হইয়া কৃষিকার্য্যে নিপুণ জমীদারদিগের আত্মীয়গণ যদি নিজ নিজ জমীদারিতে চাষের উন্নতি সাধন আরম্ভ করেন, তাহা হইলে কাঁচা মালে দেশ ভরিয়া যাইবে।

"Motherland is the source of all wealth, manufacturing as well as agricultural, and manufacturing industries rise and fall with the produce of the land, and therefore the man who holds the land of Bengal holds the key to his country's wealth."

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির হ্যামিণ্টন সাহেবের এই কথার আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। এই কাঁচা মাল-উৎপাদনের নিমিত্ত হ্যামিণ্টন সাহেবের উদ্যম সকল প্রশংসনীয়।

(৪) ব্যাবহারিক শিল্পবিষয়িণী শিক্ষার বিষয় বিস্তারিত বলিবার আবশ্যকতা নাই। ব্যাবহারিক শিল্পের হাতে-কলমে শিক্ষাবিস্তার না হইলে শিল্প দ্রব্য অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে না। এই যে দেশীয় কাঁচা মাল বিদেশে গিয়া প্রস্তুত মালে পরিণত হইতেছে, উহাকে এ দেশে প্রস্তুত মালে পরিণত না করিলে দেশে ধনাগম হইতে পারে না।

কৃতকার্য্য হয়। ধন-বিজ্ঞানবিদ লিষ্ট (List) বলিয়াছেন বাণিজ্যের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, উন্নতিশীল জাতির সহিত প্রথমে অবাধ বাণিজ্য করিয়া অসভ্যজাতি সভ্যতা প্রাপ্ত হয় ও কৃষিতে মনোনিবেশ করে এবং পরে বাণিজ্য রক্ষা করিয়া উৎপন্ন সামগ্রী হইতে নানাপ্রকার পণ্য প্রস্তুত করিবার মতলব করিয়া পুনরায় অবাধ বাণিজ্যকারীদের শ্রেণীভুক্ত হয় এবং বাণিজ্য—জগতে আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। ইটালী, নেদারল্যাণ্ড, স্পেন, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, রুষ ও যুক্তরাজ্য ইহার উদাহরণ স্থল।

এতাবৎ যে সকল সামগ্রীর যোগান ক্ষণকালের নিমিত্ত বা চিরস্থায়ি-

যাহারা শিল্পশিক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াও শিখিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা সকলে শিল্প শিক্ষা করিয়া ধনোৎপাদনে পারদর্শী হইবেন।' যে সকল পণ্য দ্রব্য স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার কঠোর পরীক্ষায় স্থিতি লাভ করিয়াছিল, আজ কাল অধিকতর কাটতির নব বলে বলীয়ান হইয়া নব শিল্পিদের বুদ্ধিমত্তায় ব্যয়পরিমাণ সংক্ষেপিত ও অল্প লাভে প্রস্তুত হইয়া অবাধ বাণিজ্যের শ্রেণী-ভুক্ত হইতে পারিবে। যে সকল দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া আজ উহা দেশে প্রস্তুত করিতে সকলেই ব্যস্ত ও চিন্তিত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল কথা ধন-বিজ্ঞান পাঠে বোধগম্য করিয়া ঐ সকল দ্রব্য উৎপাদন বা প্রস্তুত করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলে টেকনিক্যাল স্কুলের অধিক বেতনভোগী বিদেশীয় শিক্ষকের নিকট শিক্ষিত হইবার সুবিধা পাইলে তবে বাঙ্গালী যুবক উহার অভাব মোচন করিতে পারিবে। ছোট ছোট আদর্শ কলে কাপড়, দেশলাই, কাচের বাসন, তৈজস ইত্যাদি অল্প অল্প পরিমাণে প্রস্তুত করিতে করিতে তবে বাঙ্গালী মূলধনের আন্দাজ পাইবে, ব্যয় সংক্ষেপ শিখিবে, কাঁচামালের রূপান্তর করিতে শিখিবে, নচেৎ অসম্ভব।

ভাবে সীমাবদ্ধ, উঁহাদের বিষয় বিবেচনা করা গেল। এখন যে সকল দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাদের বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। বাজারে যদি কাট্‌তির অপেক্ষা মাল অধিক আইসে,তাহা হইলেও লোকে প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক মাল লয় না। তবে যদি দরে সুবিধা হয়, যে দ্রব্য মহার্ঘ বলিয়া পূর্ব্বে লোকে লইত না, অথচ যাহা লইবার উঁহাদের বাসনা ছিল, তাহা লোকে কিছু অধিক লইতে পারে। সুতরাং দ্রব্যের কাট্‌তিও কিছু বাড়িতে পারে। যদি সখের জিনিষ হয়, সৌখিন লোক অন্ত সময় কাজে লাগিবে বলিয়া কিছু অধিক লইতে পারে। যদি জীবন-ধারণোপযোগী দ্রব্য হয়, তাহা হইলে গৃহস্থ লোকও কিছু অধিক সঞ্চয় করিতে পারে। ফল কথা দরে সুবিধা না হইলে প্রয়োজনের অধিক দ্রব্য কেহই লইবে না। এস্থলে বিক্রেতাদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় এবং মূল্যের হ্রাস হওয়াতেই দ্রব্যের কাট্‌তি হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, যখন মালের যোগান কাট্‌তি অপেক্ষা অধিক বা সীমাবদ্ধ নহে, তখন কাট্‌তির উপর মূল্য নির্ভর করে না বরং মূল্যের উপর কাট্‌তি নির্ভর করে।

কিন্তু এস্থলেও যোগানের পরিমাণের সহিত মূল্যের পরিমাণ হ্রাস পায় না। যোগান যদি কাট্‌তি অপেক্ষা দ্বিগুণ অধিক হয়, মূল্য হয় ত চতুর্গুণ কম হইতে পারে। টানের আধিক্য হেতু, মূল্যের আধিক্য যদি সাধ্যাতীত হয়, লোকে আর ইহা খরিদ করে না ; এবং যোগান টানের অনুরূপ হয়। সেইরূপ যোগানের আধিক্য হেতু, যদি মূল্যের হ্রাস হয়, উঁহাও অধিক কাল থাকে না। কারণ যদি চাউল অধিক হয়, কৃষকেরা হয় ত কতক পরিমাণ না বেচিয়া আগামী বৎসরের জন্য গোলাজাত করে, কিম্বা আরিয়ৎদারেরা ও ব্যাপারীয়া সেই কার্য্য করিতে থাকে। যদি কলের প্রস্তুত দ্রব্য হয়, বড় ব্যবসায়ীরা মাল ধরিয়া রাখে এবং আগামী বৎসরে সেই মাল অল্প প্রস্তুত করিতে পরামর্শ দেয়। যদি তৈলের বিষয়

হয়, তাহা হইলে লোকে অধিক তৈল না প্রস্তুত করিয়া সরিষা মজুত করিতে পরামর্শ দেয়। এইরূপে যত দিন না আবার যোগান কাটতির অনুরূপ হয়, ততদিন এইভাবে কার্য্য চলিতে থাকে।

চিত্রের মূল্য যেমন চিত্রকরের মৃত্যুর পর বহুকালের নিমিত্ত দুষ্প্রাপ্য বলিয়া চড়া দামে বিক্রয় হয়, সেইরূপ আর এক প্রকার দ্রব্য আছে, যাহার মূল্য একবার কমিয়া গেলে বহু কালের নিমিত্ত তাহার দাম বাড়ে না।

এই সকল দ্রব্য বহুকাল স্থায়ী, এবং শীঘ্র ভোগ করিয়াও নষ্ট হয় না, যেমন রৌপ্য, ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী ইত্যাদি। আজ কাল রূপা সস্তা হইয়াছে এবং ভূগর্ভ হইতে যদি আরও অধিক রূপা পাওয়া যায়, মূল্য আরও সস্তা হইবে। কিন্তু এই সস্তার দরুণ অন্য দ্রব্যের মত, শীঘ্র কি আবার রূপার মূল্য বাড়িবে? বাড়িতে অনেক দেরি। এ জিনিস শীঘ্র নষ্ট হয় না; সস্তা হওয়াতে হয়ত রূপার ব্যবহার অধিক হইতে পারে। পূর্ব্বে যাহারা রূপার সামগ্রী করিতে পারিত না, তাহারা এখন করিবে; কিন্তু ব্যবহার করিলেও রূপা শীঘ্র ক্ষয় হইবার নহে এবং যত দিন না, ক্ষয় প্রাপ্তির জন্য যোগান অপেক্ষা উহার কাটতি না বাড়িবে, ততদিন উহার মূল্য বাড়িবে না। পাকা বাটীর যদি একবার দর কমে, তাহা হইলে যে কারণে উহার পূর্ব্বে দর বাড়িয়াছিল, সেই কারণ পুনরায় না উপস্থিত হইলে আর দর বাড়ে না। কলিকাতার ন্যায় মহা নগরীতে লোকে কেবল বসত বাটী ব্যতীত, অনেক বাটী ভাড়া দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত করে। ইহা এক প্রকার ব্যবসা। লোকে অনেক বিবেচনা করিয়া এই সকল কার্য্য করে। মফস্বলে জমিদারী না করিয়া অনেকে কলিকাতায় বাটী করে, কারণ উহা সহজে পরিদর্শন করা যায়।

এতদ্ব্যতীত অস্থাবর সম্পত্তির যে সকল গুণ, কলিকাতার বাটীতে তৎসমস্তই বর্ত্তমান আছে। কলিকাতা রাজধানী বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে

অনেকে লেখা পড়া, চাকরী ও ব্যবসার খাতিরে এস্থলে আসিয়া থাকে। যদি এই লেখা পড়া বা ব্যবসায় পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকাতে অনায়াসে সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে দেশ ছাড়িয়া, তাহারা এখানে আসিয়া আর বাস করিবে না, এবং ঐ সকল বাড়ী খালি থাকিবে। লোকে মনে করিতে পারে, অন্য লোক আসিয়া সেই সকল বাড়ী ভাড়া দিয়া বা ক্রয় করিয়া, অধিকার করিবে। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যদি পাঁচশত বাটী থাকে এবং উহাতে যে সকল লোক এখন বাস করে, উহাদের প্রত্যেকের যদি পনর টাকা করিয়া খরচ হয় এবং প্রত্যেক বাড়ীতে যদি বিশ জন করিয়া লোক থাকে, তাহা হইলে মাসিক এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচা করিতে পারে, এমন দশ সহস্রের অনধিক ব্যক্তি আবশ্যক। যদি এক একটী বাড়ীতে, এক একটী গৃহস্থ আসিয়া বাস করে, তাহা হইলে প্রায় তিন শত টাকা খরচ করিতে পারে, এমন পাঁচ শত ঘর, গৃহস্থ আবশ্যক; এবং দশ সহস্রের অনধিক লোক বা পাঁচ শত গৃহস্থ দুই এক বৎসরের মধ্যে পাওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সেই হেতু এই সকল বাটীর ভাড়া পুনরায় শীঘ্র বাড়িবে বলিয়া বোধ হয় না। বাড়ী-ভাড়া হিসাবে বাড়ীর মূল্য ধার্য্য হয়, অর্থাৎ বাটী খরিদ করিতে যে টাকা লাগিবে, সেই টাকায় যদি ভাড়ার হিসাবে সুদ না পোষায়, সে দামে লোকে বাটী খরিদ করিবে না। তবে যেমন সকল দ্রব্যের এই নিয়ম আছে যে যোগান কাটতির অনুরূপ হয়, সেইরূপ এই স্থলেও হইবে। এক্ষেত্রে তাহা কেবল অধিক সময়সাপেক্ষ। এই দশ সহস্র লোক চলিয়া গেলে হয়ত বাজারে মাছ, শাক, দুগ্ধ সস্তা হইতে পারে এবং বাটী-ভাড়া কম বলিয়া অনেক ছাত্র, যাহারা মফস্বলে থাকে, তাহারা যদি ঐ স্থান অপেক্ষা এখন কলিকাতায় থাকা সুবিধা মনে করে ত আসিতে আরম্ভ করিবে। যাহারা ভাড়া অধিক বলিয়া ছোট বাড়ীতে থাকিত, তাহারা বড় বাড়ীতে যাইবে; যাহারা খোলার ঘরে থাকিত,

তাহারা ছোট বাড়ীতে যাইবে এবং যাহারা কলিকাতার উপকণ্ঠে থাকিত, তাহারা কলিকাতার খোলার ঘরে আসিবে। এইরূপে আবার পুনরায় বাটীর টান হইবে।

খরচা ও মূল্য—মালের টান ধরিলে এবং যোগান কমিলে, দ্রব্যের মূল্য বাড়ে, কিন্তু টান অপেক্ষা যোগান অধিক হইলে মূল্য কমে, এবং কিছু কালের মধ্যে আবার যোগান টানের অনুরূপ হয়। যদি বাজারে মাল কম থাকে এবং কাট্‌তি অধিক হয়, মালবিক্রেতাদের লাভও অধিক হয়। অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত থাকায় কেবল গ্রামান্তরে নহে দেশ দেশান্তরে এবং খরিদ্দারদিগের মধ্যেও প্রবল প্রতিযোগিতা দেখা যায়। লাভ অধিক পাইবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে মালের আমদানি এত অধিক হয় যে, যোগান কম বলিয়া যে দর বাড়িয়া থাকে, তাহা হয়ত একেবারে কমিয়া যায়, লাভের আশা দূরে থাকে, এবং মালের আমদানি আবার কমিয়া যায়। সেই জন্য কি যোগান একেবারে কমিয়া যায়? যাহাদের লোকশান হয়, তাহারা আর মাল যোগাইতে ইচ্ছা করে না এবং যাহাদের কিছু লাভ থাকে, তাহারাই মাল যোগাইতে পারে। অতএব যে দ্রব্য জন্মাইতে মূলধন এবং শ্রামিকের মজুরী আবশ্যক, তথায় মজুরীর খরচা এবং মূল ধনের প্রাপ্য লাভ না পাইলে উহার চিরস্থায়ী ভাবে যোগান হইতে পারে না; কারণ এমন ধনী বা মহাজন কে আছে যে খরচা না পোষাইলেও মাল বেচিবে, অথবা যদি কেবল খরচা পোষায় নিজের লাভের নিমিত্ত কিছু না পাইলেও বহু কালের নিমিত্ত ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিবে? অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় এই লাভের পরিমাণ আজ কাল অধিক হইতে পারে না।

কয়েক ব্যক্তিকে কোনও এক ব্যবসায়ে অধিক লাভ পাইতে দেখিলে আরও অনেক লোক সেই ব্যবসা করিতে ইচ্ছা করে এবং ব্যবসাদার-দিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকায় লাভের পরিমাণ অল্প হইয়া যায়।

অতএব যে স্থলে প্রতিযোগিতা স্বাধীনভাবে চলিতে পারে, তথায় যথাসম্ভব অল্প লাভই লাভের চরম সীমা; এবং সরবরাহ ও কাট্‌তির তারতম্য দেখিয়া যে দ্রব্যের মূল্য ধার্য্য হয়, তাহাতে কলকারখানার সাহায্যে যখন খরচাংশ কম হইয়া যায়, তখন অধিক লাভ হয়; নচেৎ কর্ম্মকর্ত্তার অল্প লাভ হয় এবং শ্রামিক মহাজন ও জমিদার পূর্ব্ববৎ আপন আপন প্রাপ্য পাইতে থাকে।

এখন হইতে যদি খরচা ও যথাসম্ভব অল্প লাভের উপর যে মূল্য নির্ভর করে তাহাকে **আসল পণ** বলা যায় এবং অল্প যোগান ও অধিক টানের দরুণ বা অল্প টান ও অধিক যোগান হেতু মূল্যের যে ক্ষণস্থায়ী কম বেশ হয়, তাহাকে কেবল **বাজার দর** বলা যায়, তাহা হইলে যদিও নানা কারণে অস্থায়ী ভাবে বাজার দর কম বেশ হইতে পারে, তথাপি যোগান চিরস্থায়ী ভাবে টানের অনুরূপ হইতে দেখা যায়, কারণ সকল দ্রব্যই উহার আসল মূল্যে বিক্রীত না হইলে, সেই সকল দ্রব্য সংক্রান্ত ব্যবসা, অধিক কাল স্থিতি লাভ করে না।

খরচার বিভাগ। এক দ্রব্য উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিতে হইলে উহার নিমিত্ত যে টাকা খরচ করা হয়, তাহার নামই খরচা। সচরাচর আমরা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ব্যাপারের আগাগোড়া খরচার হিসাব করিয়া ঐ দ্রব্য ব্যবহার করি না। সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপন্ন করিতে যে খরচ বা পরিশ্রম আবশ্যক হয়, তাহাদের শ্রেণী-বিভাগ করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

দেখা যাক এক সের মুগেড় লাড়ু প্রস্তুত করিতে হইলে আগাগোড়া কিরূপ পরিশ্রম ও কত অর্থ আবশ্যক। মুগের লাড়ু প্রস্তুত করিতে হইলে, আমাদের ঘৃত, শর্করা, মুগ, অগ্নি, কড়া, ঝাঁজরী, হালুইকর ও স্থান আবশ্যক। এখন প্রত্যেকটী পাইতে গেলে কত পরিশ্রম ও খরচ? ঘৃত আবশ্যক হইলে, গাভী, গোয়ালা, বিচালী, মাঠ প্রভৃতি দরকার এবং ঐ

সকল সংগ্রহ করিতে কত পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ শর্করা প্রস্তুত করিতে ইক্ষুর চাষ আবশ্যক, তজ্জন্য চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ সকল সঞ্চয় করিতে বহু পরিশ্রম ও বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। তবেই এক মুগের লাড়ুর জন্য বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিলে দেখা যায় যে পৃথিবীর বহু সংখ্যক লোক বহুল অর্থরাশি ব্যয় করিয়া উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

ব্যবসায়িগণ যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্যবসা চালাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে, তবে কি তাহাদের ব্যবসা করা সম্ভব হয়? সে কেবল তাহার আবশ্যক দ্রব্য সকলের সংগ্রহ জন্য যে খরচা করে, তাহারই বিষয় ভাবে এবং তদনুরূপ লাভ কিসে হইবে তাহার চেষ্টাতেই ব্যস্ত থাকে। এ স্থলে এই মোটামুটি খরচের বিষয় আলোচনা করা হইবে।

কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে, তজ্জন্য খরচা বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হয়, কতক স্থায়ী ও কতক পরিবর্ত্তনশীল। এই স্থায়ী খরচা যত প্রকারেরই হউক না কেন, সমস্তই শ্রম ও মূল ধনের অন্তর্গত। রাজার কর ও অভাব জনিত আনুষঙ্গিক দ্রব্যের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি পরিবর্ত্তশীল খরচের অন্তর্গত। স্থায়ী খরচার বিষয় আলোচনা করিলে বোধ হইবে, শ্রম ও মজুরী একই পদার্থ এবং মূলধন কেবল শ্রমের বা মজুরীর হেতু মাত্র, অর্থাৎ ইহা বৈতনিক ধন সরবরাহ করিতে প্রযুক্ত হয়।

পূর্ব্বোক্ত মুগের লাড়ুর বিষয় জানিলে দেখিতে পাওয়া যায় সমস্ত দ্রব্যই শ্রমের বা মজুরীর ফল, অর্থাৎ শ্রমজীবিরা তাহাদের শ্রম জন্য পুরস্কার না পাইলে নিশ্চয় কখনও দ্রব্য প্রস্তুত করিত না এবং আমাদের দ্রব্য সকল পাওয়া দুর্ঘট হইত। দ্রব্য সকল পাইতে হইলে মজুরী দিতেই হইবে, এবং মজুরী দিতে হইলেই মূলধন আবশ্যক হইবে।

মূলধন ধনোৎপাদন-উদ্দেশে সঞ্চয় করা যায় এবং উহা লোকের

ব্যয় সংযমের ফল। উপস্থিত সুখভোগ ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতে সুখভোগ করিবার ইচ্ছা থাকিলে লোকের মূলধনের উৎপত্তি হয়। অনেকে সুখভোগ করিয়াও মূলধন করিয়া যান; এ স্থলে তাহার অবস্থার অন্য লোকের যদি অধিক খরচা হয়, বুঝিতে পারা যায় যে প্রথম ব্যক্তি তাহার সমান অবস্থার অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা নিশ্চয় ব্যয়সংযম করিতে পারেন। এই ব্যয়-সংযমের ফল, যাহাকে মূলধন বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা যদি কোনও কার্য্য করা যায় এবং কার্য্যকালে যদি কেবল মূল ধনই ফেরত পাওয়া যায়, তাহা হইলে ব্যয়সংযমকারীর কোন লাভই হইল না, উপরন্তু মূলধনের প্রাপ্য (সুদ) হইতে বঞ্চিত হইল। যে ব্যক্তি সহিষ্ণুতা-গুণে ব্যয়সংযম করিয়া উপস্থিত সুখ কমাইয়া ভবিষ্যতের নিমিত্ত মূলধন সঞ্চয় করে, সে ঐ মূলধনের নিমিত্ত আরও কিছু অধিক আশা করে অর্থাৎ মূলধন ফেরৎ পাওয়া বাদে আর কিঞ্চিৎ মূলধনের নিমিত্ত তাহার পাওনা থাকে। মূলধন বাদে অতিরিক্ত যাহা আশা করা যায়, তাহাই সুদ বা মূলধনের প্রাপ্য। এই মূলধন প্রায়ই মজুরীতে ব্যয় হইয়া যায়। যদি কোনও ব্যক্তি একটী বাটী নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইলে জমীর খাজনা বাদে যাহা কিছু সকল দ্রব্যই শ্রম জনিত দেখিতে পাওয়া যায় এবং শ্রম জনিত প্রস্তুত দ্রব্য যাহাতে মূলধন ব্যয়িত হয়, তাহা পারিশ্রমিক বলিয়াই দেওয়া হয়। ইষ্টক করিতে বা জঙ্গলের কাষ্ঠ আনিতে এবং ইষ্টক কাষ্ঠ চূণ ইত্যাদি দ্বারা রাজ মজুরের পরিশ্রমে যে বাটী নির্ম্মিত হয়, উহাতে যাহা কিছু ব্যয়িত হইয়াছে, সমস্তই শ্রেণী বিভাগ করিয়া বিশেষরূপে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সমস্তই পরিশ্রমের ফল এবং মূলধনের টাকা শ্রামিকের পরিশ্রমের মজুরী দিতে ব্যয়িত হয়। কিন্তু বাটী প্রস্তুত হইলে উহার মূল্য কিরূপে নিরূপিত হইবে? কেবল শ্রামিকের পরিশ্রমের মজুরীতে যে মূলধন ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আরও কিছু অধিক ধরিয়া মূল্য নিরূপিত হয়। অতএব শ্রামিকের পরিশ্রমের মজুরীতে ব্যয়িত

মূলধন বা খরচা এবং মূলধনের প্রাপ্য (সুদ) ও তত্ত্বাবধানের প্রাপ্য এই তিনটী বস্তু দ্বারা বাটীর মূল্য নিরূপিত হইবে। কলিকাতার বাটীর প্রস্তুতি-ব্যয়ে লোকে বলে ইট্ সুরকি চূণে যত খরচ কাঠে তত খরচ ও মজুরিতে প্রায় তত খরচ। এস্থলে কাঠের মালিক, মালমসলার মালিক ও মজুরগণ যদি একান্ন হইয়া কার্য্য করিত, তাহা হইলে বাটীর মূল্য কিরূপে নির্দ্ধারিত হইত? বাটীর খরচের পড়্তা বলিলে বাস্তবিক ধনবিজ্ঞানবিদেরা শ্রামিকের শ্রম বিনিময় ব্যতীত আর কিছুই ধরেন না। সমগ্র সমাজের হিসাবে ধরিতে গেলে বেতন, সুদ ও লাভ বাস্তবিক প্রস্তুতি ব্যয়ের অংশ নহে, তাহারা প্রস্তুত সামগ্রীর অংশ মাত্র। এই নিমিত্ত কর্ম্মকর্ত্তার হিসাবে যাহা খরচা বলিয়া ধর্ত্তব্য, ধনবিজ্ঞানবিদেরা তাহা দেশের ধন বলিয়া বিবেচনা করেন। কর্ম্মকর্ত্তা নিজের লাভের হার বৃদ্ধি হইবে বলিয়া স্বতই শ্রামিকের বেতন হ্রাস ইত্যাদি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করেন। কিন্তু বেতন বৃদ্ধি হইলে দেশের অনেকেই অধিক ধন ভোগ করিতে পারে; অর্থাৎ উৎপন্ন সামগ্রীতে দেশের অধিকাংশ লোকের অংশ বৃদ্ধি পাইবে বা দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইবে।

এই পরিশ্রমের মজুরী যদি সকল দ্রব্যের একভাবে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যের পূর্ব্বেকার পরস্পরের সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন হইবে না। যখন মজুরী এক আনা মাত্র ছিল এক মণ চাউলে যদি পূর্ব্বে দশ সের তৈল পাওয়া যাইত, এবং এখন যদি মজুরের পাওনা উভয় দ্রব্য সম্বন্ধে চতুর্গুণ হয় অর্থাৎ চারি আনা করিয়া হয়, তাহা হইলে এখনও এক মণ চাউলের পরিবর্ত্তে দশ সের তৈল পাওয়া যাইবে, সেইরূপ পূর্ব্বে যদি একমণ চাউল ও দশ সের তৈলের দাম এক টাকা মাত্র হইয়া থাকে এবং লোকে টাকায় এক আনা লাভ পাইত এবং এখন একমণ চাউল ও দশ সের তৈলের দাম যদি চারি টাকা হয় এবং চারি টাকায় উভয় দ্রব্যে চারি আনা লাভ হয়, তাহা হইলে এখনও

লোকে একমণ চাউলে দশ সের তৈল পাইবে অর্থাৎ তৈলের সম্বন্ধে চাউলের মূল্যের তারতম্য হইবে না। তবে যদি উভয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পূর্ব্বে মজুরকে এক আনা দিতে হইত এবং এখন চাউল করিতে মজুরকে চারি আনা এবং তৈল করিতে মজুরকে পাঁচ আনা দিতে হয়, তাহা হইলে এখন এক মণ চাউলে দশ সের তৈল না পাইয়া আরও কম পাওয়া যাইবে অর্থাৎ যে পরিমাণে মজুরী অধিক দিতে হয়, সেই পরিমাণে মাল কম পাওয়া যাইবে। সেইরূপ চাউলে টাকায় এক আনা লাভ ও তৈলে টাকায় দুই আনা লাভ হইলে, এক মণ চাউলে দশ সের তৈলের কম পাওয়া যাইবে অর্থাৎ যে পরিমাণে তৈলের লাভ অধিক লওয়া হইবে, সেই পরিমাণে চাউলের তুলনায় কম তৈল পাওয়া যাইবে।

পরিশ্রম দুই প্রকার;—এক নিপুণের পরিশ্রম ও অপর মোটামুটি পরিশ্রম। সূত্রধরের যদি আট আনা রোজ হয় "ক" চিহ্নিত সমান মাপের দুই খানি কাষ্ঠে যদি একটী বাক্স ও একটী ডেক্সো প্রস্তুত করা যায় এবং উভয়ের পরিশ্রমের পরিমাণ যদি এক প্রকারের হয়, তাহা হইলে বাক্সটীর পরিবর্ত্তে ডেক্সোটী পাওয়া যাইবে এবং ডেক্সোটী করিতে যদি দ্বিগুণ পরিশ্রম হয়, তাহা হইলে একটী বাক্সের কাষ্ঠের মূল্য বাদে দুইটী বাক্স দিয়া একটী ডেক্সো পাওয়া যাইবে। কিন্তু মোটামুটি পরিশ্রমের মজুরী যদি চারি আনা রোজ হয়, তাহা হইলে নিপুণের পরিশ্রম জনিত কোনও দ্রব্য দ্বারা মোটামুটি সমান পরিশ্রম জনিত কোন দ্রব্যই পাওয়া যাইবে না; তবে নিপুণের পরিশ্রম জনিত দ্রব্য দ্বারা দ্বিগুণ [illegible] অনেক গুণ মোটামুটি পরিশ্রম-জনিত দ্রব্য পাওয়া যাইতে পা[illegible]তু অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন মজুরীর খরচা দেখিতে [illegible] সেই হেতু এই মজুরীর খরচার পরিমাণ মত দ্রব্যাদির বিনিময় হই[illegible]থাকে; কিন্তু অধিক নিপুণের পরিশ্রম জনিত কোন সামগ্রীর যদি [illegible]

অপেক্ষা অভাব কম হয়, তাহা হইলে অধিক শ্রম নিযুক্ত হইলেও উহা অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হইবে,অর্থাৎ শ্রম নিযুক্ত হইয়াছে বলিয়াই উহা মূল্যপ্রদ হইবে না। মূল্যপ্রদ না হইলে শ্রামিকেরা উহাতে শ্রমনিয়োগ করিবে না। পল্লীগ্রামে কত কারুকার্য্য-খচিত হর্ম্ম্যরাজি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু সেগুলি ইষ্টক ও কাষ্ঠের মূল্যেও বিক্রীত হইতেছে না। এই সকল হর্ম্ম্যে কি কারু ও শিল্পীদের পরিশ্রম নিযুক্ত হয় নাই। এই গুলির মূল্য এখন মজুরীর অনুপাতে স্থির হইলেই বা উহাদের বিনিময় অসম্ভব কেন? ইহাদের অভাব হেতু অসুবিধা তত্রত্য অতি অল্প লোকেই বোধ করিয়া থাকে। যখন অনেকে আবার ঐ স্থানে ঐরূপ হর্ম্ম্য পাইতে ইচ্ছা করিবে, তখন উহার মূল্য অধিক হইবে নচেৎ অধিক পরিশ্রম নিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া উহারা মূল্যবান্ বলিয়া অনুমিত হইবে না।

মূলধনের প্রাপ্য ও তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত লাভের বিষয় দেখিলেও বুঝিতে পারা যায়, দ্রব্য বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন লাভের পরিমাণ নিরূপিত আছে। বাজারে পুরাতন চাউল ও নূতন চাউলের দরের অনেক প্রভেদ। এই স্থলে একই চাউলের উৎপাদনে খরচার প্রভেদ না থাকাতেও নূতনের সম্বন্ধে একদর ও পুরাতনের সম্বন্ধে অপর দর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই দরের তারতম্যের কারণ আর কিছুই নহে,—নূতন চাউলের ব্যবসায়ী মূলধন অতি শীঘ্রই ফিরিয়া পান এবং মূলধন মায় সুদ ও তত্ত্বাবধান হেতু লাভে চাউল খরিদ করেন এবং ঐ প্রকারে অনেক বার খরিদ বিক্রয় করেন, অথবা অনেকবার মূলধন মায় সুদ ও তত্ত্বাবধান হেতু লাভ ফিরিয়া পান। সেই জন্য নূতন চাউলের ব্যবসায়ী অল্প লাভে, ব্যবসায় করিলেও তাহার ক্ষতি হয় না। লাভ অল্প হইলেও বহুবারের সমষ্টিতে উহা অনেক হইয়া দাঁড়ায়। পুরাতন চাউলের ব্যবসায়ীকে লাভের নিমিত্ত বহুকাল অপেক্ষা করিতে হয়। যে সময়ের মধ্যে নূতন চাউলের ব্যবসায়ী বহুবার মূলধন ফেরৎ পাইয়া থাকেন, সেই সময়ের মধ্যে

পুরাতন চাউলের ব্যবসায়ী কেবল একবার মূলধনের ব্যবহার করিতে পারেন। অতএব পুরাতন চাউলের ব্যবসায়ীকে নূতন চাউলের ব্যবসায়ীর বহুবার ব্যবহৃত মূলধনের চক্রবৃদ্ধি হিসাবে বহুবার লাভের সমষ্টির এবং কীটদংশন, অগ্নিদাহ জনিত লোকসানের ঝুঁকি ও তত্ত্বাবধানের অনুপাতে লাভ গণনা করিতে হইবে, অর্থাৎ এই সকল কারণে অনেকেই এ ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করে না। এইজন্য এই সকল সামগ্রীর অভাবমত সরবরাহ হয় না এবং উহারা অধিক মূল্যপ্রদ হয়।

আর এক প্রকার ব্যবসা আছে, তাহা অনেকে করিতে ইচ্ছা করে না; সেই জন্য এই সকল ব্যবসায়ী প্রতিযোগিতার অভাবে অধিক লাভ করিয়া থাকে; যথা মাংসবিক্রয়কারী, কুলির ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

যে সকল পণ্য দ্রব্য বিশেষ যত্ন সত্ত্বেও হঠাৎ বিনষ্ট হইতে পারে, সেই সকল দ্রব্যের ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ অধিক না হইলে কারবার চলে না। যাহারা বারুদের মত সামগ্রীর ব্যবসা করে, তাহারা মধ্যে মধ্যে এত অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, খরচার অনুপাতে উহাদের মূল্য নিরূপিত না হইয়া লোকসানের ঝুঁকির অনুপাতে উহাদের মূল্য ধার্য্য হয়, অর্থাৎ লোকসানের ঝুঁকি সকলে বহন করিতে ইচ্ছা করে না বলিয়া এই সকল সামগ্রীর অভাবমত সরবরাহ হয় না এবং ইহারা অধিক মূল্যপ্রদ হয়।

ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধনই ধনাগমের প্রধান উপায়; অর্থাৎ দ্রব্যাদির উৎপাদন হইতে উহা যতদিন না কোন প্রকারে রূপান্তরিত হইয়া মূল্যযুক্ত হয়, ততদিন ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন আবশ্যক। উৎপন্ন দ্রব্য হইতেই যাবতীয় সামগ্রী প্রস্তুত * হইয়া থাকে।

---

* উৎপন্ন—উৎ উপরি—পদ্ গমন করা, সাধন করা+ক্ত; অর্থ ভিতর হইতে উপরে আনয়ন। প্রস্তুত—প্র—স্তু—স্তব করা, নিষ্পন্ন করা ইত্যাদি+ক্ত। উৎপন্ন দ্রব্য হইতে কোন সামগ্রীর বিশেষ রূপান্তর নিষ্পন্ন করা বুঝায়।

ভূমি।

বাণিজ্যের প্রসারবৃদ্ধির সহিত আমরা আজ কাল দেশ হইতে দেশান্তরে আনীত যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় বা সৌখীন পণ্যসম্ভারের সমাবেশ দেখিতে পাই, তাহা ভূগর্ভ বা নদীগর্ভ অথবা সমুদ্রে উৎপন্ন হয়, পরে মূলধন ও পরিশ্রমের সাহায্যে নানা আকারে রূপান্তরিত হইয়া বণিকগণের ব্যবসায়ের মূলাধার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। নদী বা সমুদ্র হইতে আমরা আহারীয় মৎস্য, তিমি মৎস্য, মৎস্যের তৈল, নানাবিধ জলজন্তুর চর্ম্ম ও মুক্তা, শম্বূক ব্যতীত অন্য সামগ্রী অতি অল্পই প্রাপ্ত হই। এইজন্য ভূমি বলিলে ধনবিজ্ঞানবিদেরা নদী ও সমুদ্র উহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন।

নির্ব্বচন।

এই ভূমি বা নদী, অথবা সমুদ্রগর্ভে জাত বা উৎপন্ন সামগ্রী পরিশ্রম ও মূলধনের সাহায্যে ধনরূপে পরিগণিত হয়। অপরিমিত পরিশ্রম ও মূলধনের প্রয়োগে দ্রব্যগুলিকে মূল্যযুক্ত করিতে হইলে লাভের পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকে। ভূমিতে উৎপন্ন সামগ্রী একটী আবশ্যক নিয়মের অনুসারে মূল্যযুক্ত হইয়া লাভ প্রদান করে। সেই নিয়মকে ক্রমিক আয়-হ্রাসের নিয়ম (Law of diminishing returns) বলা যায়। যখন কিছুকাল ভূমিতে চাষ করার পর উহা এরূপ অবস্থায় পরিণত হয় যে, ক্রমান্বয়ে মূলধন ও পরিশ্রম প্রয়োগ করিতে করিতে সেই অনুপাতে লাভের ক্রমবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না; অথবা অপেক্ষাকৃত অধিক ফসল পাইবার নিমিত্ত অধিক ব্যয়স্বীকার করিতে হয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে কর্ষণীয় ভূমি, খনি, জঙ্গল, নদী ও সমুদ্রজাত সামগ্রী হইতে লাভ হয় না। কৃষিতত্ত্বের নিয়মানুসারে লাভের নিমিত্ত কোন নির্দ্দিষ্ট জমিতে মূলধন ও পরিশ্রম নিয়োগ করিবার একটী সীমা নির্দ্ধারিত আছে। সেই সীমা

একটি বিশেষ নিয়ম।

অতিক্রম করিয়া যদি সেই জমিতে অধিক পরিশ্রম বা মূলধনে সংসাধিত কৃষিকার্য্যের উপকরণাদি ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে অংশীদারদিগকে অল্প ফসল লইতে হয়।

ভূমিজাত সকল সামগ্রী হইতে লাভপ্রাপ্তি ঐ নিয়মের অধীন। বাঙ্গালাদেশে বহুকাল হইতে ভূগর্ভে কয়লা ও লৌহ নিহিত আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে এই সকল সামগ্রী হইতে ধনাগম হইত না, কারণ পরিশ্রম ও মূলধনের সাহায্যে ঐ সকল পদার্থ উত্তোলন করিয়া মনুষ্যের ব্যবহারে না আনিতে পারিলে উহারা ধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আজ কাল অনেকে পারদর্শী ব্যবসায়িগণের অনুকরণে খনি হইতে কয়লা তুলিয়া ধনরূপে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে উত্তোলিত কয়লা হইতে ধনাগম না হইয়া ধননাশই হইবে। কয়লা তুলিতে তুলিতে খনির গভীরতা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। খনি যতই গভীর হইতে থাকিবে, ততই মণ প্রতি উত্তোলন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে এবং মূলধন ও পরিশ্রমের অনুপাতে পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা নব নিযুক্ত মূলধনের টাকা প্রতি লাভের পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকিবে।

একটি দৃষ্টান্ত।

পরিশ্রম।

পরিশ্রম ব্যতীত কোন বিনিময়সাধ্য সামগ্রী প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, কারণ যে সামগ্রী বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যায়, তাহার বিনিময়ে কেহ কিছু দিতে স্বীকার করে না। মনুষ্যের অভাব প্রযুক্ত দ্রব্য সামগ্রীর আবশ্যকতা অনুভূত হয় এবং সমাজে সভ্যতার অভ্যুদয়ে অভাবের বহুলতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অসভ্য অবস্থায় বল্কল পরিধান ও ক্ষুন্নিবৃত্তি প্রকৃতিজাত দ্রব্য সামগ্রী হইতে সাধিত হয়। যতকাল না অভাবের সৃষ্টি হয়,

ততকাল দ্রব্যাদি বহুল পরিমাণে উৎপন্ন ও প্রস্তুত ও নানাপ্রকারে রূপান্তরিত হইয়া মূল্যযুক্ত বা বিনিময়সাধ্য হয় না এবং ধনাগমের সম্ভব দেখা যায় না। ফলমূলাদিপূর্ণ বনমধ্যে বাস করিয়া, পতিত কিন্তু উর্ব্বরা জমির তৃণ শস্য ভক্ষণ করিয়া, সামান্য বল্কলে লজ্জা নিবারণ পূর্ব্বক জীবনযাপন করা ভাল কি মন্দ, তাহা "সৌন্দর্য্য সম্পদ মাঝে বসি" নিত্য নূতন বাসনাযুক্ত সভ্যগণের বিচার করা যেরূপ কঠিন; জ্ঞানালোকে বুদ্ধি মার্জ্জিত করিয়া, নির্ম্মিত গৃহে ঝড় বৃষ্টি হইতে রক্ষিত হইয়া, নানাবিধ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য সামগ্রী উপভোগ করিয়া, শীতগ্রীষ্মোপযোগী বস্ত্রে আবৃত হইয়া জীবনধারণ করা ভাল কি মন্দ, তাহা নানাপ্রকার দ্রব্যের ভোগাভিলাষশূন্য অসভ্যের পক্ষে বিচার করাও তদ্রূপ কঠিন। অসভ্য জাতি কিন্তু "নিকৃষ্ট সুখাধিকারী নিকৃষ্ট জীবমধ্যে গণনীয়"। "মানবজাতি বিজ্ঞানের কিরূপ প্রভাব ও শিল্পকার্য্যের কিরূপ উন্নতি সম্পাদন করিয়া উত্তরোত্তর অলক্ষিতপূর্ব্ব অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি-সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাহার কিছুই অবগত নহে।" খাদ্য সামগ্রীর আহরণে সমস্ত সময় ক্ষেপণ করিয়া লভ্য বস্তু পাইতে পরস্পর বিবাদশীল নিকৃষ্ট জীব মধ্যে গণনীয় অসভ্য মানবজাতির নিমিত্ত ধনবিজ্ঞানের আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রকৃতিজাত সামগ্রীর উপর নির্ভর করিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল মানবজাতির ক্ষুৎপিপাসা যখন দূরীভূত হয় না, তখন হইতেই প্রকৃতিপ্রদত্ত বস্তু হইতে কর্ম্মফলা বুদ্ধির ও পরিশ্রমের সাহায্যে দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন ও প্রস্তুত হইতে থাকে অর্থাৎ পরিশ্রমের সাহায্যে স্বভাবজাত সামগ্রীতে ধনাগম হইতে থাকে। ফলভরে অবনত বৃক্ষলতাদি পরিশোভিত উর্ব্বর রত্নগর্ভ ক্ষেত্র মধ্যে বাস করিয়া কর্ম্মফলাবুদ্ধি ও পরিশ্রমের অভাবে অসভ্য মানবজাতি আহারের জন্ত লালায়িত হয়, এ বিষয় ভাবিলে প্রকৃতিদত্ত ভূমি ও বৃক্ষলতাদির স্বাভাবিক অবস্থাতেই যে ধনাগম হয় এ কথার অসারতা কে না উপলব্ধি করিতে

সভ্য ও অসভ্য।

পারে? কি বৃক্ষের ফল, কি অরণ্যের পশু, কি জলের মৎস্য, কি খনিজ ধাতুতে, যে পর্য্যন্ত না পরিশ্রমের সাহায্যে মানবজাতির অভাব মোচন করিতে সমর্থ হয়,সে পর্য্যন্ত কিছুই ধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অসভ্যজাতি হইতে সভ্যজাতির অভ্যুদয়ে পরিশ্রম সবিশেষ সহায়তা করিয়াছে। বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া গৃহনির্ম্মাণ করিতে, বল্কল পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্র পরিধান করিতে, এবং আহারীয় সামগ্রী যথানিয়মে প্রতিদিন পাইতে প্রকৃতিদত্ত সামগ্রী অপেক্ষা কর্ম্মকলাবুদ্ধি ও পরিশ্রম অধিকতর আবশ্যক। কারণ প্রকৃতির দান ত আছেই উহা কর্ম্মকলাবুদ্ধি ও পরিশ্রমের সাহায্যে ভোগে না আসিলে স্বস্থানে থাকা না থাকা সমান কথা।

অনন্যমনে কোন এক বিষয়ে পরিশ্রম না করিলে সে কার্য্যে উৎকর্ষ লাভ হয় না এবং অবসর ব্যতীত অনন্যমনে কার্য্য করাও সম্ভবপর নহে। কৃষককে কৃষিকার্য্য করিতে করিতে যদি উদরান্নের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ফল-মূলাহরণে যাইতে হয়, তাহা হইলে তাহার কৃষিকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। কৃষকের শস্যোৎপাদন করিবার নিমিত্ত লাঙ্গল, কাস্তে, কোদাল, বলদ ইত্যাদি কৃষিকার্য্যের উপকরণ সংগ্রহ করিতে অনেক সময় আবশ্যক এবং এতাবৎকাল তাহার শরীর ধারণোপযোগী আহার দ্রব্যেরও সংস্থান চাই। সর্ব্বজনসম্পত্তি অরণ্যে বিচরণশীল পশু ও জলের মৎস্য শিকার ও পালনই বিনা সংস্থানে কেবল পরিশ্রমের সাহায্যে সম্পাদিত হইতে পারে। প্রকৃতির নিয়মানুসারে গো, ছাগ, মহিষ ও অশ্বাদি প্রতিপালিত হইতে হইতে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং মনুষ্যের বশীভূত হইয়া আহৃত কাষ্ঠাদি বহন, ভূমিকর্ষণ ইত্যাদি নানা কর্ম্মে ব্যবহারে আইসে। এই গৃহপালিত জন্তুর আবশ্যকতা অনুভূত হইলে তাহাদের আহার, পানীয় ও বাসস্থান এবং তাহাদিগকে হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষার বিষয়ে মানবজাতিকে যত্নশীল হইতে হয়। যে

অতীত ও বর্ত্তমান।

সকল জন্তু পূর্ব্বে বনে বিচরণকালে ধনসম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত না, অধুনা পরিশ্রম ও যত্নের ফলে কেবল মাংস ও চর্ম্মের নিমিত্ত হত না হইয়া মিতব্যয়িতার অনুরোধে ঊর্ণা, দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর ও নবনীতের নিমিত্ত ধনসম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইতে থাকে।*

পরিশ্রমের সাহায্যেই মানবজাতি প্রাত্যহিক আহার সংগ্রহ করিতেছে, বল্কলের পরিবর্ত্তে বস্ত্র পরিধান ও বলদের সাহায্যে ভূমি কর্ষণ ইত্যাদি নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। এতদ্ব্যতীত উদ্বৃত্ত আহার্য্যের বিনিময়ে অপরের কার্য্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনাও দেখা যায়। এই সময়ের পর হইতেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সেই বৃদ্ধির অনুপাতে অধিক আহারের সংস্থান হইলেই এবং মানব অধিক অবসর পাইলেই তাহার নিত্য নূতন অভাব পরিলক্ষিত হয়, এবং অভাব বৃদ্ধির সহিত মনুষ্য পরিশ্রমের সদ্ব্যবহার করিতে থাকে। এস্থলে এ কথা বলা আবশ্যক,—এক ব্যক্তি দ্বারা যত অধিক কাজ পাওয়া যায়, তাহাই লাভজনক, এবং ঐরূপ পরিশ্রম যাহাতে উপযুক্তভাবে ও সুব্যবস্থামত নিয়োজিত হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ক্রমিক উন্নতি।

যাহার মনের সুখ ও দেহের বল আছে, তাহা দ্বারা যে পরিমাণ কাজ পাওয়া যায়, সুস্থকায় কিন্তু মনমরা লোকদ্বারা সেই পরিমাণ কাজ পাওয়া যায় না। সুস্থকায় প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির পরিশ্রমের সহিত বলবান্ ক্রীতদাসের পরিশ্রমের তুলনাই হয় না; আবার নিজের কর্ম্মের জন্য লোকে যে পরিমাণ পরিশ্রম করে, পরের কাছে মজুরি লইয়া সে পরিমাণ পরিশ্রম করে না। অল্পাহারপ্রযুক্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি যে প্রকার কার্য্য করে, পরিমিতাহারী

শ্রামিকের নির্ব্বাচন।

* হিন্দুরা চিরকাল মিতব্যয়ী; বোধ হয় তাহাদিগের পশুভোজী অবস্থার পর পশুপালন (pastoral life) ও নিরামিষ জীবনের অভ্যুদয় এই কাল হইতে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

দ্বারা তদধিক কাজ পাওয়া যায়। অল্পাহারপ্রাপ্ত বলীবৰ্দ্ধ যে পরিমাণ মাল বহন করিতে পারে, পরিমিতাহারপ্রাপ্ত বলীবৰ্দ্ধ তদপেক্ষা অনেক বেশী মাল বহন করিয়া শকটাধিকারীর বহুগুণ লাভ বাড়াইতে পারে। পূর্ব্বে এদেশে শ্রামিকের আহার, পরিধান ও বাসস্থান যোগাইয়া দিবার ভার ক্ষেত্রস্বামী বা শিল্পকর্ত্তাদের উপর ন্যস্ত ছিল। অল্পাহার দিলে অল্প কাজ পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহারা শ্রামিকদিগের নিমিত্ত পরিমিত আহার, মজবুত কাপড় ইত্যাদির উপর লক্ষ্য রাখিতেন। অধুনা দ্রব্য সামগ্রী মহার্ঘ বলিয়াই হউক বা লোকজনের মতিগতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়াই হউক, সে রীতির আর প্রচলন নাই। বঙ্গদেশবাসী শ্রামিক নিজেই এখন অনেক পরিমাণে বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে। সে এখন আহারের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া বহুমূল্য ধূমপান ও অল্প টিক্‌সই বাহারে ধুতি ও সৌখীন দ্রব্য ব্যবহারে বাজে খরচ করিতেছে; কাজেই তাহার শরীর ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইতেছে এবং পরিশ্রম করিবার ক্ষমতাও হ্রাস পাইতেছে।

শ্রামিকের কার্য্য করিবার ক্ষমতা যেমন লোক বিশেষে দৃষ্ট হয়, সেই-রূপ জাতিবিশেষেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বেহারীদের কূপ হইতে জল উত্তোলন ও মোট বহিবার ক্ষমতা, সাঁওতালদের কোদাল পাড়িবার ক্ষমতা, উৎকলবাসিদের পাইপ বসাইবার ক্ষমতা কাহারও অবিদিত নাই। এই সকল জাতির আহার্য্যেরও প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রামিক ও পোষণ।

বেহারীরা ছাতু, ডাল, রুটী খায়, সাঁওতালেরা মাংস ভোজন করে, উৎকল ও বঙ্গদেশবাসী দুগ্ধ, মৎস্য ও লঘু আহারপ্রিয়। বঙ্গদেশবাসী শ্রামিক চতুর বলিয়া সহজে কার্য্য শিক্ষা করিতে পারে। উপরওয়ালা তাহার উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। কোন্ কার্য্য দ্বারা কি ফল উৎপন্ন হইতেছে, বাঙ্গালী শ্রমজীবী তাহা সহজেই বুঝিতে পারে। কিছু পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে

বঙ্গদেশবাসী প্রত্যেক শ্রামিকের গৃহেই গোধন বিরাজ করিত। অধুনা বঙ্গদেশবাসী শ্রামিক মাত্রই বিলাসপরতন্ত্র হইয়া নানাবিধ দ্রব্যের ভোগাভিলাষে এবং অপর দিকে মহাজনের ঋণজালে বিজড়িত হইয়া গোধন হারাইতেছে। বঙ্গদেশের জল হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে তত ভাল নহে। এদেশে দুগ্ধ অতি সহজে হজম হয়। সুতরাং যে দুগ্ধই ইতিপূর্ব্বে তাহাদের মস্তিষ্ক ও পেশীর বলাধান করিত, শ্রামিক সেই অপূর্ব্ব পোষণ দ্রব্যে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। যে বঙ্গদেশ পূর্ব্বে গোধনে পূর্ণ ছিল, যে দেশে ধনীরা দুগ্ধবতী-গাভীজাত পরিপুষ্ট বৃষ শ্রাদ্ধে দান করিয়া গোজাতির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেন, * যে দেশে গোচারণের মাঠের অভাব ছিল না, সেই দেশে আজ গাভী অপ্রতুল।

গোজাতির অধঃপতন হওয়াতে আজকাল বলিষ্ঠ বৃষ আর বড় দেখা যায় না। আজকাল ধনী ব্যক্তিরাও শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ করিবার সময় গোয়ালার নিকট ভাড়া করিয়া, অথবা অন্য স্থান হইতে অজ্ঞাতকুল ক্ষুদ্রকায় দুর্ব্বল বৃষ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। দেশে ক্রমেই লোকবৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু ভূমিসম্পত্তির বৃদ্ধি হইতেছে না। লোকবৃদ্ধি হেতু পৈতৃক সম্পত্তির বিভাগ হইতেছে, তাহাতে বঙ্গীয় শ্রামিকের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে; তথাপি তাহারা জন্মভূমি ছাড়িয়া ভিন্ন দেশে যাইবে না। এদিকে শস্য-ক্ষেত্রের স্বল্পতা বশতঃ তাহারা গোচারণের মাঠ আবাদে পরিণত করিতেছে। এইরূপে গোজাতির পোষণের উপায় ক্রমে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ইহার উপর সমাজ-বন্ধন শিথিল হওয়াতে এবং দেশের ধনবৃদ্ধির উপায় দেশীয় লোকের বিদিত না থাকাতে শত শত গাভী কলিকাতার কসাইয়ের হস্তে সামান্য অর্থের নিমিত্ত বিক্রীত হইতেছে। একটী মাড়োয়ারী সমাজ সৎ প্রবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয়ে ভদ্রলোকদের বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য

গোজাতির অধঃপতন।

* "A Bull is half the herd."

গোমহিষাদি পোষণ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের এই কার্য্য ছিন্ন মূলে জল-সেচনের ন্যায় বলিতে হইবে; কারণ যে প্রকারের সদ্যপ্রসূত গাভীগুলি বৎস বৃদ্ধি করিয়া গোখাদকের দেশেও রক্ষিত হয় এবং কোটী কোটী ধন উৎপাদন করিতে থাকে, কিছুকালের জন্য দুগ্ধ বন্ধ হইলেই সেই প্রকারের দুগ্ধবতী গাভীগুলি হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে কষাইয়ের হস্তে ধ্বংস ও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে এবং যে গুলি বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য সেগুলি মাড়োয়ারী সমাজের সাহায্যে রক্ষিত হইতেছে! ঐ সকল জীবের মৃত্যুর পর তাঁহারা তাহাদিগকে ফেলিয়া দিতেছেন; অস্থিসংগ্রহকারীরা তাহাদিগের কঙ্কালগুলি সংগ্রহ করিয়া দেশান্তরে প্রেরণ করিতেছে; তাহাতে এদেশের ভূমির উর্ব্বরাশক্তি-বৃদ্ধির একটী প্রধান উপায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে। যে কারণে বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে গোজাতির এত আদর, সেই মূল কারণের বিষয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া এখন কেবল ধর্ম্মের ঠাট বজায় রাখিতে অনেক গোরক্ষিণীসমিতি হইতেছে বটে; কিন্তু দূরদর্শিতার অভাবে গাভীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে দেশে গাভীর মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে এবং নিম্নশ্রেণীর ভারতবাসী গাভী বিক্রয় করিয়া ঋণজাল হইতে মুক্ত হইতেছে। গাভীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে তাহারা আর পূর্ব্বের মত দুগ্ধ খাইতে পাইতেছে না, কাজেই তাহারা শারীরিক ও মানসিক বলে বঞ্চিত হইয়া আপনারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে এবং দুর্ব্বল ক্ষুদ্রকায় ও মেধাহীন সন্তান-সন্ততিতে বংশ বৃদ্ধি করিয়া দেশে দরিদ্রতা আহ্বান করিতেছে।

জগতের অন্যান্য দেশের শ্রামিকের সহিত তুলনায় বঙ্গের শ্রামিকগণের বাসস্থান বিষয়ে বিশেষ সুবিধা আছে। বিশুদ্ধবায়ুসঞ্চারশীল গৃহে যাহারা বাস করে, তাহারা বায়ুসঞ্চারশূন্য অবিশুদ্ধ স্থানবাসীদের অপেক্ষা অধিক কার্য্যক্ষম। ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের অধিবাসীরা যেরূপ একত্রে বহুসংখ্যক লোক সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস করে, বঙ্গদেশে সেরূপ নিয়ম নাই। পল্লীগ্রামে স্থান সুলভ, এজন্য বাটীর

শ্রামিকের তুলনা।

চতুর্দ্দিকেই উদ্বাস্ত থাকে, উচু ভিটায় অল্প খরচে খড়ের চালে, বঙ্গদেশ-বাসী শ্রামিক সপরিবারে বসবাস করে।" ভোর না হতে আঙ্গিনাতে গোবর ছড়া পড়ে এবং সন্ধ্যাকালে সকল ঘরে ধুনার ধোঁয়া দেওয়া হয়।

প্রাণধারণোপযোগী সামগ্রী অধিকতর সুলভ বলিয়া এক গৃহে ভাড়া দিয়া অনেক লোক বাস করে না। বঙ্গদেশবাসী শ্রামিকের নিজ পরিবারে বাসপ্রিয়তা, ধর্ম্মভীরুতা, ভদ্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত ইউরোপবাসী শ্রামিকদের কদর্য্য অবস্থার তুলনা করিলে যুগপৎ হর্ষ ও দুঃখের আবির্ভাব হয়। এক পক্ষে বঙ্গদেশবাসী শ্রামিকের তুলনায় তাহাদের অনেকেই "নিকৃষ্ট সুখাধিকারী ও নিকৃষ্ট জীব মধ্যে গণনীয়" অপরদিকে ম্যালেরিয়া জ্বরে জর্জ্জরিত, প্রফুল্লতাবর্জ্জিত অতএব অলস বঙ্গদেশবাসী শ্রামিকের তুলনায় তাহারা সবল ও কার্য্যক্ষম।

কলিকাতার নিকটে যে সকল কল হইয়াছে, তৎসমুদয়ের অতি সন্নিকটে কলওলারা বা জমিদারেরা লম্বা লম্বা চালা প্রস্তুত করিয়া শ্রামিকদিগের বাসস্থান করিয়া দিয়াছেন। এই সকল স্থানে এক এক অপ্রশস্ত কামরায় ভিন্নদেশবাসী শ্রামিকেরা একত্র বাস করে। তাহাদের মধ্যে পুরুষেরা নিকা করিয়া কখন কাহাকে স্ত্রী বলিতেছে, আবার তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপরের সহিত নিকা করিতেছে। তাহারা নেশা ও গোলমাল করিয়া রাত্রিযাপন করিতেছে। বঙ্গদেশবাসী শ্রামিক কিন্তু দূর হইতে আসিয়া কর্ম্ম শেষে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করে।

এই সকল কলে যাহারা কার্য্য করিতেছে, তাহাদের কার্য্যের তুলনায় অন্যান্য শ্রামিকদের কার্য্যের অনেক পার্থক্য অনুভূত হয়। এই সকল কলের শ্রামিকেরা সকলেই প্রফুল্লচিত্ত। ইহার এক মাত্র কারণ তাহারা সপ্তাহে সপ্তাহে বেতন পায় ও অধিক কর্ম্ম করিলে অধিক অর্থ উপার্জ্জন করে এবং কর্ম্মপটু হইলে ভবিষ্যতে অধিক উপার্জ্জন করিবার আশায় থাকে। বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় ভবিষ্যতে উন্নতির আশা

থাকিলে এবং অভাবমত যথাসময়ে অর্থ পাইলে শ্রামিকেরা অধিক পরিশ্রম করিয়া থাকে।

কোন কর্ম্ম সম্পাদন করিতে বা কোন দ্রব্য উৎপাদন বা প্রস্তুত করিতে এক ব্যক্তি শ্রম না করিয়া ঐ কর্ম্ম বা দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পরিশ্রমে সম্পাদিত হইলে তাহাকে **শ্রমবিভাগ** কহে। অতএব শ্রমবিভাগ বলিলে ব্যবস্থামত শ্রম-নিয়োগ করা বুঝায়। ফল কথা যে দেশে যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অল্প খরচায় অনায়াসে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ কর্ম্ম সম্পন্ন, বা দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন, বা প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা দ্বারাই সেই কার্য্য সম্পাদিত হইলে অধিক লাভ পাওয়া যায়।

শ্রমবিভাগ।

ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় এক এক জাতীয় লোকের এক এক প্রকার ব্যবসায় বা কার্য্য নিরূপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের কার্য্য অধ্যাপন ও যাজন, বৈদ্যগণের ব্যবসায় রোগচিকিৎসা ও ঔষধ-প্রস্তুতকরণ, ক্ষত্রিয়গণের কার্য্য সৈনিকবৃত্তি ও দেশরক্ষা, কায়স্থগণের লিখন কার্য্য, বৈশ্যগণের কৃষি, পশু-পালন ও বাণিজ্য এবং শূদ্রগণের ব্যবসায়, সেবা বা ভৃত্যরূপে পূর্ব্বোক্ত জাতি সকলের কার্য্যে সহায়তা করা। সমাজের বিস্তৃতি ও উন্নতির সহিত ব্যবসায়ী জাতির সংখ্যাও বাড়িয়াছে। সূত্রধর, তন্তুবায়, নাপিত, রজক, কর্ম্মকার, সূচিক (দরজি), রঙ্গাজীব, চিত্রকর, মালাকর, স্বর্ণকার, কৈবর্ত্ত (মৎস্য-জীবি), তৈলিক প্রভৃতি বিবিধ জাতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় করিয়া দিনযাপন করে।

বর্ণভেদ।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে এক ব্যক্তি দ্বারা যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না। এক ব্যক্তি সকল দ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপাদন করিতে পারে না। একজনকে সকল কার্য্য করিতে হইলে তাহার কোনও কার্য্যেরই উৎকর্ষ ঘটে না। যদি কর্ম্মকারকে স্বর্ণালঙ্কার বা সুবর্ণ-পাত্রাদি

নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করা হয়, তাহা হইলে সে কখনও সেই কার্য্য সুচারু-রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে না ; কারণ অভ্যাসই শিল্প-কর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধনের প্রধান উপায় ; যাহার যে কার্য্য অভ্যস্ত নহে, তাহা দ্বারা সেই কার্য্য কখনই সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হয় না। তাই আমাদের দেশে "যার কর্ম্ম তারে সাজে" প্রভৃতি প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। অভ্যাসের সহিত অবসরের কথাও বিবেচ্য। অবসর ভিন্ন অভ্যাস সম্ভবপর নহে। কৃষককে যদি ভূমি কর্ষণ ও তদানুষঙ্গিক বিবিধ কৃষি কার্য্য সম্পাদন করিতে করিতে সীর-সীরাগ্র-লাঙ্গলাদি উপকরণ-নির্ম্মাণ, তৈল-নিষ্কাশন, বস্ত্র-বয়ন প্রভৃতি কার্য্যের সম্পাদনে মনোযোগ করিতে হয়, তাহা হইলে অবসরের অভাবে তাহা দ্বারা কৃষিকার্য্যও সম্যক্ সাধিত হয় না, অন্যান্য কার্য্য করাও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। একাধিক কার্য্য সম্পাদন মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য না হইলেও শ্রমসাধ্য বটে, কিন্তু একটী কার্য্যের প্রতি সমধিক মনোযোগ ও শ্রমনিয়োগ করিতে পারিলে সেই কার্য্যটির যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয়, এককালে বহুকার্য্যের আরম্ভ করিলে কোনও কার্য্যেই সেরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারা যায় না। কৃষক অনন্যমনে কেবল শস্য-উৎপাদনের জন্য শ্রম স্বীকার করিলে তাহার চেষ্টায় এত শস্য উৎপন্ন হইতে পারে যে, তাহাতে তাহার সংবৎসরের উদরান্নের সংস্থান হইয়া বহুল শস্য উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে সর্ব্বত্র সকলে এই প্রকারেই অনন্যচিত্ত হইয়া নিজ ব্যবসায়ের বিস্তারের চেষ্টা পূর্ব্বক বহু সামগ্রীর উৎপাদন বা রচনা করিয়া থাকে। শ্রম বিভাগে এইরূপ বহু সামগ্রী নিজের ব্যবহারের পর উৎপাদকের বা নির্ম্মাতার নিকটে পণ্যসামগ্রী (মাল পত্র) উদ্বৃত্ত থাকিলেই বিনিময় বা এক দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য পাইবার সূত্রপাত হয়।

শ্রমবিভাগ করিয়া লইলে যে অধিক সামগ্রী প্রস্তুত বা উৎপন্ন হয় বা অধিক কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে।

মনে কর একটী বৃদ্ধ কৃষক ও একটী যুবা কৃষক চাষ করিতেছে। বৃদ্ধ কৃষক গভীর করিয়া ভূমি কর্ষণ করিতে পারে না বলিয়া তাহার ক্ষেত্রের মূলা তত লম্বা হয় না। তবে সে জমি ভাল পাট করে, ও নিড়ায় বলিয়া তাহার মূলা মোটা হয় এবং মোটের উপর বিঘা প্রতি একশত মণ জন্মায়। এদিকে যুবা কৃষক গভীর করিয়া ভূমি কর্ষণ করিতে পারে কিন্তু তাহার হাত চঞ্চল বলিয়া ভালরূপ নিড়াইতে পারে না ও নিড়াইবার সময় অনেক মূলা নষ্ট করে। তাহার মূলা লম্বা হয় বটে তবে সে ভাল পাট করে না বলিয়া মূলা বেশ মোটা হয় না ও মোটের উপর বিঘা প্রতি একশত মণ হয়। এস্থলে যদি উহারা একত্র হইয়া শ্রম বিভাগপূর্ব্বক কার্য্য করে অর্থাৎ যুবা উভয় ক্ষেত্রই কর্ষণ করে, ও বৃদ্ধ উভয় ক্ষেত্রই পাট করিয়া নিড়ায়, তাহা হইলে মূলাগুলি মোটা ও লম্বা হইবে ও বিঘা প্রতি দেড় শত মণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইবে। এই ত গেল উৎপন্ন সামগ্রীর কথা। এইরূপে গৃহকর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায়, মস্তিষ্ক চালনা বা কায়িক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জনের ভার গৃহস্বামীর উপর ন্যস্ত থাকে। বালক বালিকাদিগের উপর আমস্বত্ত শুকাইবার মত সামান্য কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। দরজীর দোকানে দেখিতে পাওয়া যায়, জামা কাটার লোক, হাতে সেলাইয়ের লোক, কলে সেলাইয়ের লোক, আলাহিদা। যে ব্যক্তি জামা কাটে, তাহার কাটিতে কাটিতে এরূপ হাত দোরস্ত হয় যে, যে ব্যক্তি কেবল জামা কিরূপে কাটিতে হয় শিক্ষা দেয়, তাহার সেরূপ শীঘ্র কাটা সম্ভব হয় না। জামা কাটায় অভ্যস্ত ব্যক্তির যদি কলে সেলাই করা শিক্ষা থাকে অথচ অভ্যাস না থাকে, এবং যে কলে সেলাই করে, যদি তাহার জামা কাটা শিক্ষা থাকে অথচ অভ্যাস না থাকে, এবং উভয়কেই যদি জামা কাটিয়া সেলাই করিতে হয়, তাহা হইলে মোটের উপর দোকানে অনেক কম জামা প্রস্তুত হয়। 'এই দুই ব্যক্তির শ্রম ব্যবস্থামত নিযুক্ত

কয়েকটী দৃষ্টান্ত।

করিলে অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে কাটিতে দিলে ও অপর ব্যক্তিকে সেলাই করিতে দিলে অনেক অধিক জামা প্রস্তুত হইবে। ঐরূপ যে ব্যক্তি কোট কাটিবে, তাহা দ্বারা সার্ট না কাটাইয়া সার্টের পৃথক দরজী দ্বারা সার্ট কাটাইলে আরও অধিক জামা প্রস্তুত হইতে পারে।

শ্রমবিভাগ করিয়া যেরূপ দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হয় এবং কর্ম্ম অধিক পরিমাণে নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ দ্রব্যাদি ও কর্ম্মের খরচাও কমিয়া যায়। দুই সহস্র টাকার বেতনে বড় কর্ম্মচারী দ্বারা আফিসের সমস্ত কর্ম্ম করাইলে যে পরিমাণ কার্য্য পাওয়া যায় ও যে পরিমাণ খরচা পড়ে, ঐ মাহিনার এক জন বড় কর্ম্মচারী তাহার সহকারী, কেরাণী, খাতাঞ্জি ইত্যাদি দ্বারা সেই অনুপাতে বহুগুণ কার্য্য পাওয়া যায় ও অল্প খরচ পড়ে। এক ব্যক্তিকে গাড়ী ভাড়া দিয়া পত্র প্রেরণ করিতে যে কি পরিমাণ খরচ পড়ে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে, কিন্তু বন্দোবস্তের সহিত পোষ্টাফিসের মত শ্রম বিভাগ করিয়া কার্য্য করিলে অতিশয় অল্প ব্যয়ে পত্রাদি যথাস্থানে শীঘ্র পৌঁছায়। পল্লীগ্রামে দুই একটী দরজী থাকে, এইজন্য তাহাদিগকে দিয়া একটী সার্ট করাইতে যে খরচা পড়ে, কলিকাতার চাঁদনীতে তাহার অনেক কমে সার্ট প্রস্তুত করান যায়।

শ্রমবিভাগে ব্যয়ের স্বল্পতা।

শ্রমবিভাগ করিলে কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হয়, ইহা বুঝিতে যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে, অর্থাৎ ব্যবস্থামত ব্যক্তিবিশেষের শ্রম নিয়োগ করিয়া যে ব্যক্তি যে পরিমাণ কার্য্য করিতে সক্ষম, তাহা দ্বারা সেই পরিমাণ কার্য্য করান কার্য্যক্ষম লোকের বুদ্ধিসাপেক্ষ। কোন এক ব্যক্তি কার্য্যের ভার লইয়া ব্যক্তিবিশেষের শ্রম ঐ কার্য্যে নিয়োজিত না করিলে বাস্তবিক পক্ষে শ্রমবিভাগের উপকারিতা অনুভব করা যায় না। শ্রামিক স্বকীয় পরিশ্রম, কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলে অনেক সময় তাহাকে কার্য্য

সুশৃঙ্খলা।

অন্বেষণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি জামা প্রস্তুত শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়াছে, তাহাকে জামার ফরমাইস পাইবার নিমিত্ত বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান করিতে অনেক সময় নষ্ট করিতে হয়। সেই সময়ে সে দশ পনরটী জামা কাটিতে পারে। যদি সেই ব্যক্তি দোকান খোলে, তাহা হইলেও খরিদদারকে কাপড় দেখাইতে ও দাম বলিতে ও অন্য কারিকরের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতে তাহার যে পরিমাণ সময় নষ্ট হয়, সেই সময়ে সে ব্যক্তি আরও কয়েকটী জামা কাটিতে পারে। যে যে কার্য্য যতদূর সম্ভব পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সমাধা করিতে পারে, তাহা দ্বারা সেই পরিমাণ সম্পন্ন হইলে শ্রম বিভাগের সাফল্য অনুভূত হইবে। অতএব সমাজের কার্য্যক্ষম ব্যক্তিদের কর্ম্মফলা বুদ্ধির প্রভাবে শ্রামিক বিশেষের শ্রম ব্যবস্থামত নিযুক্ত হইলেই দ্রব্যাদি পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত হইতে পারে এবং কার্য্যগুলিও সহজে অধিক পরিমাণে নিষ্পন্ন হইতে পারে। শ্রামিকগণের কার্য্যক্ষেত্রে অপর এক ব্যক্তির অভ্যুদয় দেখিলে মনে হইতে পারে যে শ্রামিকদের প্রাপ্য কেন অপরে গ্রহণ করিবে। কিন্তু ঐ কার্য্য সমুদায় নির্ব্বাহের নিমিত্ত একজন মাত্র কর্ম্মকর্ত্তা থাকিলে প্রযুজ্যমান শ্রম বিশেষে দ্রব্য সামগ্রী বা কর্ম্ম যেরূপ অধিক পরিমাণে প্রস্তুত বা নিষ্পন্ন হয়, কর্ম্মকর্ত্তার অবর্ত্তমানে শ্রামিকদিগের অনধিকার চর্চ্চায় তাহার অনেক কম দ্রব্য বা কর্ম্ম প্রস্তুত বা নিষ্পন্ন হয় এবং প্রস্তুত দ্রব্যের অল্পতাহেতু ঐ দ্রব্যগুলি মহার্ঘ্য হইয়া থাকে।

শ্রমবিভাগের উপকারিতা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক) শ্রমবিভাগে এক ব্যক্তি অনন্যমনে একই কার্য্য করিতে করিতে সেই কার্য্যে নিপুণতা লাভ করে।

(খ) শ্রমবিভাগ করিলে সময়ের সদ্ব্যবহার হয়, অর্থাৎ এক জাতীয় কার্য্য ত্যাগ করিয়া অন্য জাতীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে যে সময় নষ্ট হয়, সেই সময়েই পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সুচারুরূপে ও অধিক পরিমাণে সম্পন্ন হইতে পারে।

(গ) শ্রমবিভাগ করিলে অনন্য মনে এক কার্য্য করিতে করিতে সেই কার্য্য লঘু পরিশ্রমে সম্পন্ন হইবার উপায় উদ্ভাবিত হয়।

(ঘ) শ্রম বিভাগে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলে স্ত্রীলোক, বালক বা কোন অঙ্গহীন মানব দ্বারাও অংশত কার্য্য পাওয়া যাইতে পারে। যে ব্যক্তির পা নাই, তাহাকে দরজীর দোকানে বসাইয়া দিলে সে হাতে সেলাইয়ের কাজগুলি অক্লেশে সমাধা করিতে পারে এবং যে ব্যক্তির হাত নাই সে সেলাইয়ের কল পায়ে চালাইতে পারে। বঙ্গদেশে যে সকল স্ত্রীলোক বাটীর বাহিরে কার্য্য করিতে অপারক এবং অধুনা সংসারে নিষ্কর্ম্মা বলিয়া পরিগণিত, তাহারাও পুর্ব্বে চরকায় সূতা কাটিয়া দুই এক জনের অন্ন সংস্থানের উপায় করিয়াছে।

অনন্যমনে এক একটী কার্য্যের অংশ শ্রম বিভাগে সম্পন্ন করিতে হইলে মনুষ্যের ধীশক্তি প্রশস্ত না হইয়া সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে। মাছি মারা কেরাণী কিরূপে আফিসের কার্য্য চলিতেছে তাহার কিছুই বুঝে না ও অধ্যক্ষ হইতে সাহস পায় না।

শ্রমবিভাগ প্রথায় যেমন এক এক গ্রামে কর্ম্মকার, সূত্রধর, তৈলিক ও কৃষক বিবিধ সামগ্রী অন্যের অপেক্ষা সুলভে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া পরস্পরের অভাব মোচন করে, সেইরূপ অন্য স্থানের লোক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সামগ্রী প্রস্তুত বা উৎপন্ন করিয়া নিজেদের মত রাখিয়া উদ্বৃত্ত মালে সেই দেশের ও অন্যান্য স্থানের অভাব মোচন করে। বাখরগঞ্জের ও দোরোর লোকে উদ্বৃত্ত চাউল দ্বারা প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশবাসীর অন্নের সংস্থান করে। দক্ষিণ বঙ্গদেশ নারিকেল ও সুপারী দ্বারা উত্তরবঙ্গের অভাব মোচন করে। উত্তর পশ্চিম বঙ্গ ডাল ও আলু পাঠাইয়া অবশিষ্ট বঙ্গদেশের অভাব মোচন করে। আবার জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতি অনন্য মনে এক একটী সামগ্রী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিয়া নিজেদের মত রাখিয়া উদ্বৃত্ত মালে ভিন্ন ভিন্ন জাতিনিচয়ের

পরস্পরের অভাব মোচন করে। অষ্ট্রীয়া ও সুইডেন দিয়াশলাই, ইংলণ্ড তুলার বস্ত্র, ভারতবর্ষ চা, গম, পাট, ফ্রান্স রেশমী কাপড়, মদ্য, জার্ম্মাণী শর্করা, রঙ ইত্যাদি নিজের মত রাখিয়া অপর জাতিকে অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে এই সকল সরবরাহ করিয়া থাকে।

ফল কথা যেমন সংসারে শ্রম বিভাগে স্ত্রী পুত্র কর্ত্তা কার্য্য করিয়া সাংসারিক কর্ম্ম পূর্ণ মাত্রায় সম্পন্ন করিতেছে, সেইরূপ এক এক গ্রামে এক এক ব্যক্তি নিজ নিজ পরিশ্রমে নিজের ব্যবহার বাদে দ্রব্য সামগ্রী অধিক পরিমাণে উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিতেছে। এক এক দেশে আবার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোক অনন্যমনে দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিয়া অন্যদেশের অভাব মোচন করিতেছে এবং জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতিও সেইরূপ অনন্য-মনে কোন কোন সামগ্রী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিয়া নিজেদের ভোগের মত রাখিয়া অপর জাতির ভোগের নিমিত্ত পণ্য সম্ভারে জগৎ পরিপূর্ণ করিতেছে।

মূলধন।

ধন বিশেষের নাম মূলধন। অতএব সকল মূলধনই ধনের অন্তর্গত, কিন্তু সকল ধন মূলধন নহে। যে ধন হইতে অন্য ধনের উৎপত্তি হয়, তাহাই মূলধন। এই মূলধনের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিশব্দ আছে যথা নীবী, পরিপণ, পুঁজি। নীবী ও পরিপণের কথা বাণিজ্যে আলোচিত হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন, ধনোৎপাদনে সহায়তা করে। ভূমি প্রকৃতিদত্ত, পরিশ্রমক্ষমতা মনুষ্যে নিহিত এবং প্রথম মূলধন এই উভয়ের ফল। প্রকৃতিদত্ত অনেক বস্তু আছে, যাহাতে কেবল পরিশ্রম নিযুক্ত করিলে তাহাতে ধনাগম হয়। অরণ্যে ফল মূল আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে করিতে অনেক জীব জন্তু বা নদীর মৎস্য ধরিতে

পারা যায় বা শিকার করা যায়। ধৃত জীবগুলির সকলগুলিকে আহারের নিমিত্ত বধ না করিয়া ফল মূল খাইয়া উহাদিগের কতকগুলিকে প্রতিপালন করিলে বা মৎস্যগুলিকে শুষ্ক করিয়া রাখিলে প্রতিপালিত পশুদিগের বৃদ্ধির সহিত দুগ্ধ ঘৃত, পশমী বস্ত্র, মাংস ও শুষ্ক মৎস্য দ্বারা আহারের সংস্থান হয় ও পশুগুলির সাহায্যে ভূমি কর্ষণ বা কাষ্ঠ বহন ইত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হইতে থাকে। ভবিষ্যতের নিত্য আহারের সংস্থান ও পশুর সাহায্য পাইলে বনবিহারী মনুষ্য নানাবিধ উপায়ে ধনোৎপাদন করিতে পারে। নিত্য ঘৃত দুগ্ধ মাংস ও শুষ্ক মৎস্যের সংস্থান দেখিয়া যদি সেইগুলি দ্বারা উদর পরিতৃপ্তি করা হয়, তাহা হইলে ঐ দুগ্ধ ঘৃত মাংস মৎস্য ও জীবিত পশুগুলি ধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে বটে, কিন্তু উহারা মূল ধন নহে। কিন্তু ঐ দুগ্ধ বা মৎস্য বা মাংস খাইয়া বা অপরকে খাওয়াইয়া যদি নিজের বা পরের পরিশ্রমে ও পালিত পশ্বাদির সাহায্যে কাষ্ঠাদি আনয়ন পূর্ব্বক গৃহ নির্ম্মাণ করা হয় বা পশ্বাদি হইতে বয়নোপযোগী ঊর্ণা দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়, ভূমি কর্ষণ করিয়া খাদ্যোপযোগী "ফলমূলদায়ক বা তন্তুসার বৃক্ষরোপণ করিয়া আহারের বা বস্ত্রের বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে ঐগুলি মূলধন বলিয়া পরিগণিত হইবে। ফলত ধনের ব্যবহার বিশেষে উহাকে ধন বা মূলধন বলা যাইতে পারে। প্রথম গৃহ নির্ম্মাণ বা ঊর্ণাজাত বস্ত্র প্রস্তুত বা ভূমিকর্ষণ ও ফলমূলদায়ক রোপিত বৃক্ষের ফলোৎপাদন করিতে পূর্ব্ব হইতেই আহারীয়ের সংস্থান করিতে হইয়াছে দেখা যাইতেছে। সংস্থিত আহার্য্যের বর্ত্তমান ভোগাভিলাষ কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্তি করিয়া অন্য ধনোৎপাদনের নিমিত্ত যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাই পূর্ব্বেকার মূলধন। এক কথায় প্রযুজ্য পরিশ্রমে ও ব্যয়সংযমে মূলধনের সংস্থান না করিয়া মনুষ্য প্রথম গৃহ বা ঊর্ণাবস্ত্র নির্ম্মাণ বা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয় নাই।

এক ব্যক্তির পশুপালন হেতু নিরুদ্বেগে প্রত্যহ যথানিয়মে আহার-

প্রাপ্তি, আহারীয় দ্রব্য দান করিয়া অপর ব্যক্তির পরিশ্রমের সাহায্যে লাভ, দেখিয়া অন্য অন্য লোকও সেই প্রথার অনুকরণ করিতে থাকে, এবং ক্রমশঃ সেই স্থানের মূল ধন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্রমে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ সমাজের কতক অংশ মাত্র পশুপালন করিয়া সকলের বস্ত্র ও আহারের অভাব মোচন করিয়া থাকে এবং অবশিষ্ট লোকে একপ্রকার উপকরণে গৃহ, কেবল পশু লোমজ বস্ত্র বা একপ্রকার আহারীয় সামগ্রীতে সন্তুষ্ট না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপকরণে ভিন্ন ভাবের গৃহ বা পাট, তুলা, মুগরা ইত্যাদি তন্তুসার বৃক্ষের তন্তুজাত বস্ত্র বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আহারীয় দ্রব্য ভোগ করিবার ইচ্ছা করে। মনুষ্য-হৃদয়ে উদ্দীপ্ত বাসনাহেতু অভাব-মোচনার্থে অবশিষ্ট ব্যক্তিরা পূর্ব্বসঞ্চিত মূলধন ও পরিশ্রম প্রয়োগ করিয়া নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিয়া দেশের মূলধন বৃদ্ধি করিতে থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভোগবাসনার যথাসম্ভব নিবৃত্তি বা ব্যয় সংযম না করিলে মূলধনের উৎপত্তি হয় না। প্রথম ব্যয় সংযম করিয়া যে পরিণামদর্শী ব্যক্তি প্রথম মূলধন সৃষ্টি করিয়াছে, সে তদ্বিনিময়ে যে পরিমাণ অধিক লোকের অধিক পরিশ্রমের ব্যবহার পাইয়াছে, পরে যখন সেই দেশের মূলধন বৃদ্ধি পায়, তখন আর সেই পরিমাণ মূলধনের বিনিময়ে তত অধিক লোকের তত অধিক পরিশ্রমেও ব্যবহার পায় না। যেহেতু প্রথম মূলধন সৃষ্টি করা যে পরিমাণ আয়াসসাধ্য, পরবর্ত্তী মূলধন সৃষ্টি করা সে পরিমাণ কষ্টকর নহে। কোন স্থানে লোকের আহারের সংস্থান না থাকিলে যে পরিমাণ আহারীয় দ্রব্য দিয়া যে পরিমাণ পরিশ্রম পাওয়া যায়, সেই দেশের লোকের আহারের সংস্থান হইলে অধিক আহারীয় দ্রব্য না দিলে বা মূলধন ব্যয় না করিলে সেই পরিমাণ পরিশ্রম পাওয়া যায় না। যখন মূলধন অধিক সৃষ্ট হয় নাই, তখন এক ব্যক্তি বাসগৃহনির্ম্মাণ করিয়া কয়েক ব্যক্তিকে থাকিতে দিলে তদ্বিনিময়ে তাহাদের পরিশ্রমে হয় ত এক

বৎসরে আরও ছুইটী বাটী নির্ম্মাণ করিতে পারে ; অধুনা কিন্তু কলিকাতার মত স্থানে বিশ বৎসর ভাড়া দিয়া বাটীতে ব্যয়িত মূলধন উঠিয়া আসিতে পারে। এই জন্য উন্নত দেশে ব্যবসায়ে নিযুক্ত মূলধন উঠিয়া আসিতে অনেক সময় লাগে। ভারতবর্ষে টাকা স্থদে খাটাইয়া দ্বিগুণ করিতে ইংলণ্ড অপেক্ষা চারি ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। *

মূলধনের প্রধান কার্য্য কি ? আহারীয় দ্রব্য সংস্থান বা শ্রামিকদের আহার দেওয়া। কিন্তু মূলধনের সাহায্যে যন্ত্রোপকরণ নির্ম্মিত না হইলে শ্রামিকদের আহার দিয়া অধিক কাজ পাওয়া যায় না বা অধিক ধনোৎপত্তি হয় না। কারণ ছুই ব্যক্তিকে সমান আহার দিয়া একজনকে যন্ত্রের সাহায্যে কার্য্য করিতে দিলে যাহার যন্ত্র নাই, তাহার অপেক্ষা অপর ব্যক্তি অনেক অধিক গুণ কার্য্য করিবে। মূলধনে আহারীয় সামগ্রীর সংস্থান হইলেই উন্নতিশীল জাতি যন্ত্রোপকরণের সংস্থান করিতে থাকে এবং আহার পাইয়া যন্ত্রের সাহায্যে নানাবিধ কাঁচামালে ও পাকামালে মূলধন রূপান্তরিত করে। আদিম অবস্থাতে শস্যের বীজ, পশু স্বীকার

---

* এমন অনেক সামগ্রী আছে যাহা ভারতবর্ষে প্রস্তুত করা যাইতে পারে, কিন্তু খরচ খরচাবাদে ৬·৭ টাকার অধিক লাভ পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষে শ্রমবিভাগ করিয়া যে ব্যক্তি দ্বারা যত অধিক কার্য্য পাওয়া যায়, তাহাকে দিয়া সেই পরিমাণ কার্য্য করাইয়া লইলে এ দেশে ধনের পরিমাণ অচিরে বাড়য়া যাইবে এবং উহাকে মূলধনে পরিণত করিলে মূলধনের আধিক্য হেতু স্থদের হারও কমিয়া যাইবে এবং যে সকল সামগ্রী প্রস্তুত করা এখন লাভজনক ,মনে হইতেছে না (কারণ ধার দিলে সহজেই ১২ টাকা স্থদ পাওয়া যায়) পরে যখন মূলধনের আধিক্যহেতু স্থদের হার কমিবে, তখন স্বভাবতঃই লোকে স্থদে না খাটাইয়া ইংলণ্ডবাসিদের মত কিঞ্চিৎ অধিক লাভের আশায় কলকারখানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবে অথবা জগতের ব্যবসায়·ক্ষেত্রে ভারতবাসীদের যতদিন না সম্ভ্রম বাড়িবে অর্থাৎ যতদিন না বিদেশীয় মূলধন ভারত-বাসিগণ অল্প স্থদে গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করিতে পারিবে, তত দিন অল্প লাভের ব্যবসায়ে ভারতবাসী কৃতনিশ্চয় হইবে না।

করিবার তীর ধনু বা মৎস্য ধরিবার বড়শী ইত্যাদি দেশের মূলধন-নির্ণায়ক ছিল। ক্রমশঃ উন্নতদেশে পরিশ্রম করিবার আহারীয় দ্রব্য, নানাবিধ যন্ত্রোপকরণ ও এই উভয়ের সাহায্যে যে সকল **মাল মসলা** হইতে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয় এই গুলিই দেশের মূলধনের সমষ্টি নির্ণায়ক। বিদেশীয় মূলধন ধার করা বলিলে সেই জন্য বিদেশীয় অর্থ ধার করা বলা যায় না। আমরা পরে দেখিব দেশে অধিক অর্থের আমদানী হইলে সামগ্রীর পণ বাড়িতে থাকে।

বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় যে যন্ত্রোপকরণ ও পণ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিতে যে সকল মাল মসলা ব্যবহৃত হয়, আহারীয় সামগ্রী না থাকিলে উহাদের সম্ভব হয় না ; কারণ শ্রামিকের বস্ত্র বলিলে বুঝিতে হইবে যে পরিমাণ আহার পাইয়া তন্তুসার বৃক্ষের তন্তু সংগ্রহ করিয়া শ্রামিক উহা প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার জ্বালানি কাষ্ঠ বলিলে বুঝিতে হইবে যে পরিমাণ আহারের বলে সে উহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু কেবল শ্রামিকের আহারীয় দ্রব্যই দেশের মূলধন-নির্ণায়ক বলিলে ভ্রম সংস্কার হইবার সম্ভাবনা। দুই দেশে সমান আহারীয় সামগ্রী বর্ত্তমান থাকিলে যে দেশে নানাবিধ যন্ত্র বা কল কব্‌জার সংস্থান আছে, সে দেশ অপর দেশ অপেক্ষা অধিক ধনোৎপাদন করিতে সক্ষম। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ না হইলেও সম্বৎসরের উৎপাদিত ও প্রস্তুত সামগ্রী ব্যতীত আর কিছুই মূলধন আছে কি না সন্দেহ, থাকিলে বোধ হয় দুর্ভিক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু ইংলণ্ডের সম্বৎসরের উৎপন্ন বা প্রস্তুত মালের পাঁচ ছয় গুণ মূলধন দেশে মজুদ আছে শুনিতে পাওয়া যায়।

মূলধন ব্যবহার বিশেষে উহা দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ধনী যখন ঐ মূলধনে কোন সামগ্রী খরিদ করেন এবং উহা বহুকাল নিজের অধিকারে রাখিয়া ক্রমাগত উহা হইতে সুদ পাইতে থাকেন, তখন উহাকে **স্থায়ী মূলধন** (Fixed Capital) কহে। ভাড়া দিবার

নিমিত্ত বাটী খরিদ বা সুদ গ্রহণের নিমিত্ত কোম্পানির কাগজ খরিদ করিয়া মূলধন ব্যবহার করিলে উহা স্থায়ী মূলধনের অন্তর্গত হয়। ঐ বাটী বা কোম্পানির কাগজ খরিদ করিয়া বিক্রয় করিবার নিমিত্ত যে মূলধন ব্যবহৃত হয়, উহার নাম **"ভ্রাম্যমান মূলধন"** Floating Capital

---

বণ্টন।

ধনসামগ্রী উৎপাদন, বা প্রস্তুত করিতে হইলে ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন আবশ্যক হয়, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু আজিকালি সকলকে ভূমির, বা পরিশ্রমের, বা মূলধনের ব্যবহার একত্র বিনামূল্যে পাইতে দেখা যায় না। যাহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার হয়ত ভূমি, কিম্বা কৃষিকর্ম্মের উপকরণাদি ক্রয় করিবার মূলধন নাই; আবার যাহার ভূমি ও মূলধন আছে, তাহার হয়ত পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব যাহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু ভূমি ও মূলধন নাই, তাহাকে কোন উপায়ে উক্ত দুইটী বিষয় সংগ্রহ করিতে হইবে; নতুবা তাহার শ্রমসামর্থ্য কোন কার্য্যকরই হইবে না। সেইরূপ যাহার ভূমি ও মূলধন আছে, কিন্তু স্বয়ং যে পরিশ্রম করিতে পারে না, তাহাকে শ্রামিকের সাহায্য লইতে হইবে; এবং যাহার ভূমি নাই, মূলধন নাই, পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ও নাই, তাহাকে জমীদার, মহাজন ও শ্রামিকদের সাহায্য লইতে হইবে, নতুবা তাহার কর্ম্মফলা বুদ্ধির সাফল্য লাভ হইবে না।

এদেশে যাহারা স্বহস্তে হলচালনা করিয়া শস্যোৎপাদন করে, তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই মূলধন বা নিষ্কর ভূমিসম্পত্তি নাই। কেহ জামদার বা পত্তনদারের অথবা তদধীন কোন লোকের কাছে জমি খাজনা করিয়া বা ঠিকা জমা লইয়া চাষ বাস করে। তাহার নিজের মূলধন নাই, সুতরাং তাহাকে কোন মহাজনের কাছে টাকা ধার করিয়া কাজ

চালাইতে হয়; সে একা সমস্ত চাষ উঠাইতে পারে না বলিয়া তাহাকে অন্ত শ্রামিককে নিযুক্ত করিতে হয়। যথাকালে তাহার ক্ষেত্র ধান্যে পরিপূর্ণ হইল। কমলার ললিত উদার হাস্য তাহার শস্যক্ষেত্রগুলির সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সহসা কেহ মনে করিতে পারেন যে, কৃষকের সৌভাগ্যের সীমা নাই। সমস্ত ধান্যই তাহার ভোগে আসিবে। কৃষক নিজেই হয়ত হাস্যোৎফুল্ল হইতে পারে, কিন্তু ধান্যচ্ছেদন ও মর্দ্দনের পর যখন সে তাহার বণ্টন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার মুখে আর হাসি দেখা যায় না। প্রথমতঃ তাহাকে জমিদারের খাজনা দিতে হইবে; তাহার পর অর্থের বা অন্নের অভাবে সে মহাজনের নিকট যে পরিমাণ অর্থ বা ধান্য লইয়াছে, সুদ সমেত সেই পরিমাণ অর্থের বা ধান্যের উপযোগী ধান্য তাহাকে দিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে কৃষক সমস্তধান্য ভোগ করিতে পায় না।

তাহার উৎপাদিত সামগ্রীর কতক শ্রামিককে দিতে হয়,
" " " জমিদারকে দিতে হয়,
" " " মহাজনকে দিতে হয়,

অবশিষ্ট অংশ নিজে ভোগ করিতে পায়। শ্রামিককে যাহা দিতে হয়, তাহা তাহার **বেতন**। জমিদারকে যাহা দিতে হয়, তাহা **খাজনা**, মহাজনকে মূলধন ব্যবহারের জন্য যাহা দিতে হয়, তাহা **সুদ**। আর তত্ত্বাবধানের জন্য এবং লোকসানের ঝুঁকি নিজে লওয়াতে কর্ম্মকর্ত্তা (entrepreneur) যাহা পায়, তাহাই **লাভ**। কৃষক স্বহস্তে হলচালনা করিয়া জমি চাষ করিলে খাজনা ও সুদ বাদে যাহা পায়, তাহা বেতন ও লাভের অন্তর্গত। উৎপাদিত সামগ্রী হইতে অন্য সামগ্রী প্রস্তুত করিলে পুনরায় বেতন, সুদ ও লাভ পাওয়া যায় এবং যে স্থানে সেই সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহার খাজনা দিতে হয়।

বেতন।

কোন কোন শ্রামিক যন্ত্র বিনা কার্য্য করিতে পারে না। তাহারা জানে যে যন্ত্র সাহায্যে কার্য্য অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়, এই জন্য তাহারা যন্ত্রাদি অবলম্বনে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। এই জাতীয় শ্রামিকদিগের বেতন তাহাদের পরিশ্রম ও যন্ত্র ব্যবহারের অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে হয়।

শ্রামিকের বেতন প্রত্যহ দিলে, তাহাকে মজুরী কহে; মাসিক দিলে তাহাকে মাহিনা বলা যায়। আজিকালি দেশে কলকারখানার প্রচলন হওয়ায়, সপ্তাহে সপ্তাহে বেতন বণ্টিত হইয়া থাকে। এই বেতন অবশ্য অর্থরূপে প্রদত্ত হয়। কিন্তু অর্থ দ্বারা শ্রামিকের ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতে পারে না; সেই জন্য সেই অর্থ-বিনিময়ে তাহাকে ভোজ্য-পেয়াদি ক্রয় করিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শ্রমজীবী পরিশ্রম-বলেই তাহার ভোজ্য পেয়াদি দ্রব্য লাভ করিয়া অভাব মোচন করিয়া থাকে। সুতরাং শ্রমজীবীর পরিশ্রমই মূলাধার; অর্থ কেবল মধ্যস্থ হইয়া উৎপাদিত বা প্রস্তুত সামগ্রীতে তাহার অংশের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। দ্রব্যাদি যখন মহার্ঘ হইয়া উঠে, শ্রামিক তাহার বেতন-স্বরূপ পূর্ব্ব পরিমাণ অর্থ পাইলে বুঝিতে হইবে যে, সে কম বেতন পাইতেছে; অর্থাৎ পূর্ব্বে সেই অর্থে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী পাইত, এখন তৎসমুদয় মহার্ঘ হওয়াতে সে তাহা অল্প পরিমাণে পাইতেছে। সেইরূপ দ্রব্য সামগ্রী সুলভ হইলে বুঝিতে হইবে শ্রামিক অধিক বেতন পাইতেছে, অর্থাৎ শ্রমোপার্জ্জিত অর্থে অধিক সামগ্রী পাইতেছে। এইজন্য দ্রব্যাদি অত্যন্ত মহার্ঘ হইলে শ্রমজীবীরা বেতনবৃদ্ধির নিমিত্ত ধর্ম্মঘট করিয়া থাকে। এস্থলে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, শ্রামিকের বৈতনিক অর্থ সেই পরিমাণে

বৃদ্ধি করিয়া দিলে বাস্তবিক পক্ষে তাহার বেতনবৃদ্ধি হইল না, কারণ সে তৎকালে তদ্দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে দ্রব্য সামগ্রী পাইতে পারে না; দ্রব্যের মূল্য ও তাহার বর্দ্ধিত বেতন সমান অনুপাতেই রহিয়া যায়। কিন্তু দ্রব্য সামগ্রী অপেক্ষাকৃত সুলভ হইলে এবং শ্রামিক পূর্ব্ববৎ বেতন পাইলে তাহার বেতনবৃদ্ধি হইয়াছে বলিতে হইবে।

কেহ কেহ কিন্তু বলিতে পারেন যে, শ্রামিকের বেতন সেরূপ অবস্থায় সস্তা হয় এবং সেই জন্য দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত বা উৎপাদিত করিতে খরচ অল্প হইয়া থাকে। নবোদ্ভাবিত উপায়ে আজিকালি সকল দেশেই কল-কারখানা স্থাপিত হইতেছে। পূর্ব্বে দশ জনে যে কাজ করিত, অধুনা কলের সাহায্যে এক জনেই তাহা সম্পন্ন করিতেছে। কিন্তু তাহা দ্বারা প্রস্তুত বা উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতে সে দ্রব্যে তাহার অধিক অংশ বর্ত্তায়, সুতরাং তাহার বেতন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহাতে দ্রব্য সামগ্রী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুলভ হইতেছে এবং সুলভ হওয়ায় তাহার অধিক বিক্রয় হইতেছে। এইরূপ বিক্রয়াধিক্য প্রযুক্ত ব্যবসায়িগণ দ্রব্য প্রতি অধিক লাভ না পাইলেও অধিকতর পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মোটের উপর লভ্যাংশের সমষ্টি বৃদ্ধি করিতেছে।

উপরি-উক্ত উদাহরণে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, দ্রব্য সামগ্রী সস্তায় বহুল পরিমাণে অল্প ব্যক্তির পরিশ্রমে উৎপাদিত বা প্রস্তুত হইলেই ঐ ব্যক্তিদের বেতন বৃদ্ধি পায়। দ্রব্য সামগ্রী সস্তায় বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইলে উহার টানও বৃদ্ধি পায়, সেই জন্য দেশের বিনিময়সাধ্য মূল্যবান্ দ্রব্যের বৃদ্ধির অনুপাতে মূলধনও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু দ্রব্য সামগ্রীর টান হেতু বৃদ্ধির অনুপাতে শ্রামিকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে উহাদের বেতন হ্রাস পাইতে থাকে।

সকল প্রকার দ্রব্য এক সময়ে সস্তায় বহুল পরিমাণে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতে দেখা যায় না। বিলাস দ্রব্য ব্যতীত দেশ বিশেষের নিত্য

প্রয়োজনীয় সামগ্রী সস্তায় বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইলে অধিক কর্ম্মঠ বা আয়প্রদ শ্রামিকের বেতন বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ এই জাতীয় শ্রামিক বেতনের হিসাবে যে অধিক অর্থ পায়, তাহাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অধিক ভোগ করিতে পারে বা পূর্ব্ব পরিমাণ ভোগ করিয়া মূলধনের সৃষ্টি করিতে পারে। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাদে বিলাস দ্রব্য ভোগ করিবার সামর্থ্য হইলেও শ্রামিকের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যতিরেকে বিলাস দ্রব্য ভোগ করা উচিত, কি মূলধন সৃষ্টি করা উচিত, এ বিষয়ের আলোচনা এস্থলে করা হইবে না। *

শ্রামিককে দেয় মূলধনের অনুপাতে শ্রামিকের সংখ্যা হ্রাস করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে বিবাহের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ অনেক নিয়ম প্রচলিত আছে ; যথা—নির্দ্দিষ্ট বয়সে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পত্তির অধিকারী না হইলে সংসার-প্রতিপালনে অক্ষম বলিয়া বিবাহ করিতে পারিবে না।

বঙ্গদেশের ধনবিজ্ঞানবিদেরা বিধান করিয়া গিয়াছেন যে, শ্রামিকজাতি অর্থ দিয়া স্ত্রী সংগ্রহ করিবে। কর্ম্মকার, সূত্রধার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, গোপ প্রভৃতি অনেক জাতির মধ্যে সেই নিয়ম আজিও প্রচলিত দেখা যায়। টাকার জোগাড় করিতে না পারাতে অনেকের ভাগ্যে বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। অনেকে আবার বিবিধ চেষ্টার পর পরিণত বয়সে অর্থ-সংগ্রহ করিয়া বালিকাপত্নী লাভ করিয়া থাকে। সেই বালিকার যৌবনোদ্ভেদ হইবার পূর্ব্বেই অনেক স্থলেই তাহার বৃদ্ধ স্বামীর লোকান্তর ঘটিয়া থাকে। এইরূপ নানা কারণে ঐ সকল জাতির বংশবৃদ্ধি এক প্রকার রহিত হইয়া গিয়াছে। আজি কালি অনেক গ্রামে একটীও কুম্ভকার বা

---

* বিলাসিতা সম্বন্ধে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের প্রবন্ধ পাঠ করিলে ভাল হয়। সাহিত্যসংহিতা দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মকার পাওয়া যায় না। শাস্ত্রকারগণের কঠোর নিয়মই যে, এই সকল শ্রামিক সম্প্রদায়ের বংশলোপের প্রধান কারণ, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এইরূপ নিয়ম-প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য কি?—দেশে যাহাতে শ্রামিকের সংখ্যা এবং তজ্জন্য জীবনসংগ্রাম বৃদ্ধি না পায়। বিবেচনা কর, দেশে ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে না; কিন্তু লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। যদি বঙ্গদেশের শ্রামিকদের বংশবৃদ্ধি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে নিরুদ্ধ করা না হইত, তাহা হইলে মজুরীর হার হ্রাস পাইত এবং বর্দ্ধমান জনসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ভূমিসম্পত্তি লইয়া ভীষণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রামিকদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইলেও নানা কারণে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইতেছে না অথচ অন্য দেশে শ্রামিকদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলেও তাহাদের অনেকের অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গদেশ ব্যবহারিক শিল্পবিদ্যায় পশ্চাৎপদ এবং একপ্রকার স্থিতিশীল। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে উপায়ে এ দেশে শিল্পজাত বা কৃষিজাত দ্রব্যসমূহ উৎপাদিত হইত, আজি বিজ্ঞানের দীপ্ত আলোকে নানাবিধ কলকারখানা ও শ্রমসংক্ষেপের যন্ত্র সৃষ্টি হইলেও বঙ্গদেশীয় স্থিতিশীল শিল্পী তৎসমুদায়ের সাহায্য লইতে অগ্রসর হইতেছে না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জাতিনিবহ উন্নত বিজ্ঞান-বলে কলকারখানার সাহায্যে অসংখ্য নিত্য ব্যবহার্য্য ও বিলাস দ্রব্য সস্তায় প্রস্তুত করাতে আমরা স্বদেশের অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ শিল্পজাত দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই সমস্ত বৈদেশিক দ্রব্য ক্রয় করিতেছি, তাহাতে এদেশীয় শ্রামিকদিগের বেতন-সংস্থান কমিয়া যাইতেছে। এইরূপে নিজকর্ম্মদোষে ও আমাদিগের নিজের বহুদর্শিতার অভাবে আমরা অস্মদ্দেশীয় হতভাগ্য শ্রামিকদিগের দুর্ভাগ্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিতেছি। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ যে ভূয়োদর্শন-বলে শ্রামিকদিগের বেতনসংস্থান বর্দ্ধিত করিবার সদুপায় বিধান করিয়াছিলেন, অকর্ম্মণ্য আমরা বিজ্ঞানবলের সাহায্যে প্রয়োজনীয় কলকারখানা এবং শ্রম-

সংক্ষেপের যন্ত্রাদি সৃষ্টি না করিয়া বৈদেশিক সুলভ দ্রব্যসামগ্রী লাভেই কৃতার্থস্মন্য হইতেছি, তথাপি সুলভে বহুল পরিমাণে দেশীয় দ্রব্যসামগ্রী নবোদ্ভাবিত উপায়ে কলকারখানা-সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া দেশের মূলধন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছি না এবং মূলধন না থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠানের অভাবে শ্রামিকদের বেতন প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয় না।

পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয় বলিয়া পূর্ব্বেকার শ্রামিক জাতির যেমন বংশ বৃদ্ধি হইতেছে না, শ্রামিকদিগের বেতন-সংস্থান স্বরূপ মূলধনও পশ্চাৎপদ বঙ্গদেশে বৃদ্ধি পাইতেছে না। বঙ্গদেশে ব্যবহারিক শিল্পবিদ্যার অভ্যুদয়ে যদি উন্নত উপায়ে কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, অথবা কাঁচা মালগুলি সুলভে পাকা মালে রূপান্তরিত করিবার নব নব উপায় উদ্ভাবিত হয়, তাহা হইলেই বর্দ্ধমান মূলধনের অনুপাতে বঙ্গদেশবাসী শ্রামিকের বেতন বৃদ্ধি হইবে, নচেৎ এতদ্দেশবাসী শ্রামিকের প্রাপ্য বেতন অন্যদেশ-বাসী শ্রামিক লইয়া যাইবে।

বঙ্গদেশের ধনবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা শ্রামিকের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন; আধুনিক বঙ্গদেশবাসী তাহাদের বেতনবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন না করিলে তাহারা ক্রমে অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িবে। এক পাটের চাষের অনুষ্ঠানে পূর্ব্ববঙ্গদেশবাসী শ্রমজীবীর বেতন অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী খরিদ করিয়াও কেহ কেহ সঞ্চয় করিতে পারিতেছে, বা বিলাসসামগ্রী উপভোগ করিতেছে। এইরূপ নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান আরব্ধ না হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই এবং লোকসংখ্যার অনুপাতে দেশের মূলধন বৃদ্ধি না হইলে শ্রামিকদের বেতন বৃদ্ধি হইবে না।

শ্রামিকদিগের বেতনের কেন তারতম্য ঘটে, তৎসম্বন্ধে জেভন্স, এডাম স্মিথের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল ;—

১। লোকসম্মত বা লোকবিগর্হিত কর্ম্মানুযায়ী বেতনের হ্রাস বৃদ্ধি।—এ দেশে কেরাণীগিরি শূদ্রের কর্ম্ম হইলেও উহা এখন সকল জাতির সম্মত। স্কুলমাষ্টারীতে বেতন অল্প হইলেও সম্মান বজায় থাকে বলিয়া এ কার্য্য করিতে অনেক লোক পাওয়া যায়; কিন্তু জুতার দোকান বা মাংসের দোকান করিতে সকলে সম্মত নহে, এজন্য একার্য্যে অধিক লোক ধাবিত হয় না; অতএব শ্রামিকের সংখ্যা প্রয়োজনাপেক্ষা অল্প বলিয়া এ কার্য্যে বেতন বৃদ্ধি হয়। ভারতবর্ষে কিন্তু জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায় লোকবিগর্হিত কর্ম্মের নিমিত্ত মেথরের মুচির বা কসায়ের অভাব হয় না। মেথরের বা মুচির ছেলেরা নিজ নিজ ব্যবসায় ভিন্ন পূর্ব্বে অন্য ব্যবসায় করিতে পারিত না। এই জন্য এডামস্মিথের এ তত্ত্বটী ভারতবর্ষে প্রযুজ্য হইতে পারে না। আজকাল অবশ্য দেশের লোকের মতিগতির পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে; মুচির ছেলে বা মেথরের ছেলে কেরাণীগিরি করিলে লোকবিগর্হিত কর্ম্মের বেতন বৃদ্ধি পাইতে পারে।

২। ব্যবসায় শিক্ষা করিতে অল্পাধিক খরচের উপর বেতনের হ্রাস বৃদ্ধি।—সকলেই কিছু অধিক দিন ছেলেদের জন্য ব্যয় করিয়া ওকালতি বা ডাক্তারী বা ইঞ্জিনিয়ারী শিক্ষা দিতে পারে না। এই জন্য অন্যান্য শ্রামিক অপেক্ষা ডাক্তার বা উকিল বা ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা অল্প বলিয়া ইহাদের বেতন বৃদ্ধি হয়।

৩। চিরস্থায়ী বা অস্থায়ী কার্য্যের উপর বেতনের হ্রাসবৃদ্ধি।—ট্রাম গাড়ীর কণ্ডাক্টার বা কলের শ্রামিকেরা পরিশ্রমের অনুপাতে অল্প বেতন পায়, তাহারা ভোর না হইতে বা শেষ রাত্রে কলের ভোঁ শুনিলেই কার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং অবিরাম পরিশ্রম করে, তাহাদের কার্য্য স্থায়ী এবং তাহারা সময়মত মাহিনা পায় বলিয়া এই কার্য্যে লোকের অভাব হয় না; এমন কি চাকরি পাইবার নিমিত্ত তাহারা উপরিতন কর্ম্মচারিদিগকে উৎকোচ দিতেও প্রস্তুত। রাজমিস্ত্রি ও ঘরামী জাতীয় শ্রামিকেরা সকল

সময় কার্য্য পায় না, সেই জন্য তাহাদের বেতন অপেক্ষাকৃত অধিক ; কিন্তু অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক কম। কারণ আমাদের দেশের রাজমিস্ত্রীরা ও ঘরামীরা অনেক রকম কার্য্য শিক্ষা করে। তাহারা চাষের সময় চাষ করে, ধান কাটার সময় ধান কাটে, ও পাট কাচিবার সময় পাট কাচে।

৪। কর্ম্মচারীর দায়িত্ব অনুসারে তাহার বেতনের হ্রাসবৃদ্ধি।—বড় বড় কারবারের বা ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষের কাজ বিশেষ কঠিন নহে। অনেকেই এই কর্ম্ম করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক ; কিন্তু টাকা তছরূপ হইলে ঐ টাকার পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত সকল ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। ধনী ব্যক্তির আত্মীয়েরা উপযুক্ত না হইলেও তাহাদের দ্বারা টাকার তছরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং তছরূপ হইলেও তাহারা ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ ; কিন্তু নির্ধন ব্যক্তিরা উহাদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে উপযুক্ত হইলেও তাহাদিগের দ্বারা ক্ষতিপূরণের অল্পই সম্ভাবনা বলিয়া প্রায় সকল স্থলেই অল্প উপযুক্ত হইলেও ধনবান্ ব্যক্তিরাই ঐ সকল কার্য্য লাভ করিতে পারে এবং সেই জন্য অপেক্ষাকৃত অধিকতর বেতন পাইয়া থাকে।

৫। কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভের নিশ্চয়তা বা অনিশ্চয়তার উপর বেতনের হ্রাসবৃদ্ধি।—এমন অনেক কার্য্য আছে যাহাতে সিদ্ধিলাভ এক প্রকার নিশ্চিত। এই জাতীয় কার্য্যে প্রায় সকলেই কৃতকার্য্য হয় বলিয়া ইহার বেতন অল্প। কেহ কেহ উকিল বা ডাক্তার হয় ; কিন্তু সকলেরই ঐ কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবার মেধা থাকে না। এই ব্যবসায়ে যাহাদের অধিক মেধা থাকে, তাহাদের অত্যধিক অর্থাগম হয়, এবং যাহারা অকৃতকার্য্য হয়, তাহারা অন্যান্য কার্য্যে লিপ্ত হইয়া অল্প মাত্র ধনোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে।

যে সকল গুণযুক্ত শ্রামিকের নিকট অধিক কর্ম্ম পাওয়া যায়, ইতিপূর্ব্বে

ধনাগমের উল্লেখ-সময়ে তাহাদের বিষয় বিবৃত করা হইয়াছে। প্রফুল্লচিত্ত সুস্থকায় কর্ম্মকলাবুদ্ধিযুক্ত, এবং পরের কর্ম্মে নিজ কর্ম্মবৎ শ্রমকরণেচ্ছু শ্রমজীবীর নিকট অধিক কর্ম্ম পাওয়া যায়। এইরূপ শ্রামিক পাইলে কর্ম্মকর্ত্তার অনেক সময়ের সাশ্রয় হয় এবং নানা উপায়ে লাভ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে। এইরূপ শ্রামিকের সাহায্য পাওয়াতে এবং তজ্জন্য তত্ত্বাবধানে অধিক সময় নষ্ট না করিয়া কর্ম্মকর্ত্তা অন্যবিধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বা অধিক উৎপন্ন বা প্রস্তুত সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া লাভবান হইতে পারেন এবং সেই জাতীয় শ্রামিকের বেতনও বৃদ্ধি করিতে পারেন। দুইটী একজাতীয় পঞ্চাশ বিঘা ভূমির দুইটী কর্ম্মকর্ত্তা সমান মূলধনে দুই জাতীয় শ্রামিক দ্বারা (যথা এক ব্যক্তি ছয় জন অনিপুণ ও এক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত মত চার জন নিপুণ শ্রামিক দ্বারা) যদি চাষবাস করান, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উভয়েরই যদি সমান শস্য জন্মায়, উহার বণ্টন-কালে শ্রামিকদেরই কেবল অংশের তারতম্য হইয়াছে; কারণ মূলধন সমান হওয়ায় সুদ একপ্রকারই দিতে হইয়াছে; জমী একজাতীয় হওয়ায় খাজনা একপ্রকারই দেওয়া হইয়াছে এবং ফসল সমান হওয়ায় লাভও এক প্রকারের হইয়াছে ও শ্রামিকদের বেতন যদিও উভয় কর্ম্মকর্ত্তার সমান পড়িয়া থাকে, তথাপি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকর্ত্তার শ্রামিকগণ লোক প্রতি যে পরিমাণ বেতন পাইয়াছে, শেষোক্ত কর্ম্মকর্ত্তার শ্রামিকগণ লোক প্রতি আরও অধিক পাইয়াছে। অধিকন্তু পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকর্ত্তাকে অনিপুণ শ্রামিকদিগের কার্য্য-তত্ত্বাবধানে যে পরিমাণ সময়ক্ষেপ করিতে হইয়াছে, শেষোক্ত কর্ম্মকর্ত্তা অধিক অবসর পাইয়া অন্য কার্য্য করিয়া আরও অধিক ধনোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতে পারেন।

আজকাল লোকবৃদ্ধি ও মূলধনবৃদ্ধি হওয়ায় কি জমিদার, কি মহাজন, কি কর্ম্মকর্ত্তা, কেহই উৎপাদিত ধনের বণ্টনে অপর অপেক্ষা বড় অধিক খাজনা বা বড় অধিক সুদ পাইতে বা বড় অধিক লাভ করিতে পারেন না,

শ্রামিকেরা কেবল নিজগুণে অপর শ্রামিক অপেক্ষা অধিক ভাগ লইতে সমর্থ হয়। ফল কথা ভূমিকরের সীমা আছে, সুদের সীমা আছে, লাভের সীমা আছে, কিন্তু শ্রামিকের কর্ম্মফলাবৃদ্ধিযুক্ত শ্রম হইতে যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, তাহার সীমা নাই। এই জাতীয় শ্রামিকের সাহায্যে কর্ম্মকর্ত্তা অধিকতর উৎপন্ন বা প্রস্তুত সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া লাভবান হইতে পারেন—সুতরাং এই জাতীয় শ্রামিকের বেতন বৃদ্ধি হইলেও কর্ম্মকর্ত্তার লোকসান নাই। অতএব বেতন বৃদ্ধি হইলেই যে পরিশ্রমের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না বরঞ্চ পরিশ্রমের মূল্য অনেক সময় হ্রাস হইয়া থাকে, নচেৎ কর্ম্মকর্ত্তার লাভ কিরূপে হওয়া সম্ভব? ভারতীয় শ্রামিকের তুলনায় ইংলণ্ডের শ্রামিকের বেতন অধিক অথচ ভারতীয় শ্রামিকের পরিশ্রমের মূল্য ইংলণ্ডের শ্রামিকের পরিশ্রমের মূল্য অপেক্ষা অধিক, অর্থাৎ যে পরিমাণ বেতন পাইয়া ইংলণ্ডের শ্রামিক যে পরিমাণ পরিশ্রম করে বা যে পরিমাণ সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত করে, ভারতীয় শ্রামিক তাহার এক সিকি বেতন পাইয়াও সিকি ভাগের কম পরিশ্রম করে বা সিকি ভাগের কম সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিয়া থাকে। পাঁচ আনা মজুরি দিয়া ভারতবর্ষে ১ মাইল রেল প্রস্তুত করিতে যে খরচা পড়ে, ইংলণ্ডে নাকি ২৲ টাকা মজুরি দিয়া ১ মাইল রেল প্রস্তুত করিতে সেই খরচা পড়ে এবং আয়র্লণ্ডে ১॥৹ টাকা মজুরি দিয়া সেই খরচা পড়ে।

আজকাল কর্ম্মকর্ত্তার অভ্যুদয়ে বোধ হয় যেন তাঁহারই উদ্যোগে শ্রামিকের শ্রমবিভাগে অধিকতর ধনাগম হইতেছে এবং মনে হয় খাজনা দিয়া, সুদ দিয়া, বেতন দিয়া যাহা থাকে, তাহাই কর্ম্মকর্ত্তার, এবং খাজনা দিয়া, সুদ দিয়া ও লাভ দিয়া যাহা থাকে, তাহাই শ্রামিকের প্রাপ্য হওয়া উচিত।

পূর্ব্বে যখন ভূমির খাজনা ছিল না, যখন মূলধনের অধিক সৃষ্টি হয় নাই এবং কর্ম্মকর্ত্তার অভ্যুদয় হয় নাই, তখন কর্ম্মফলাবৃদ্ধি ও পরিশ্রম

দ্বারাই ধনাগম হইত। তখন যাহারা ধনোৎপাদন করিত, তাহারা ফসল বণ্টন করিবার সময় খাজনাও দিত না, মহাজনের সুদও দিত না ; অধুনা লোকবৃদ্ধির অতএব জমির অভাব বৃদ্ধির সহিত শ্রামিককে খাজনা ও সুদ দিয়া নিজের শ্রমোৎপাদিত সামগ্রীর ভাগ লইতে হয়। এ কথা অনেকে বলিতে পারেন যে, কর্ম্মকর্ত্তার লাভ হউক বা না হউক শ্রামিক তাহার বেতন লইবে। কেন যে শ্রামিক তাহার বেতন লইয়া পরে যাহা থাকে তাহা কর্ম্মকর্ত্তাকে দেয়, তাহার কারণ অন্বেষণ করিলে আর সন্দেহ থাকে না। পূর্ব্বে যখন জমীর খাজনা দিতে হইত না, তখন যে পরিমাণ ভূমি লইয়া শ্রামিক অল্প মূলধনে অধিক লোকের পরিশ্রম পাইত, ও নিজের কর্ম্মকলা বুদ্ধির ও পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারিত, এখন লোকবৃদ্ধি ও ধনবৃদ্ধি হওয়ার সহিত সে আর সেই পরিমাণ ভূমি সেই পরিমাণ মূলধনে আবাদ করিতে না পাইয়া এবং নিজের কার্য্য-কৌশল দেখাইতে না পারিয়া অধিক ধনোৎপাদন করিতে পারে না। ধন অল্প পরিমাণে উৎপাদিত হয় বলিয়া দরিদ্রতা হেতু সে কর্ম্মকর্ত্তার সহায়তা অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়।

এই সুবিপুল ভারত সাম্রাজ্যে এখন কর্ম্মকর্ত্তার আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে। যে ক্ষেত্রে পূর্ব্বে একজন চাষবাস করিত, এখন তাহা দশজনের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। অতএব এই দশজনে প্রত্যেকেই আরও দশগুণ জমী চাষ করিতে পারে বা উন্নত কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সেই জমী হইতে অধিক ধনোৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু দশগুণ জমীর খাজনা দিবার ক্ষমতাও তাহার নাই বা উন্নত কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন করিবার তদুপযুক্ত মূলধনও তাহার নাই। অধিকন্তু পৈত্রিক স্থান ত্যাগ করিতে তাহারা অনিচ্ছুক। নচেৎ কর্ম্মকর্ত্তারা কোন স্থানে অধিক ভূমি লইয়া তাহাদিগকে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নিযুক্ত করিলে দেশের উৎপন্ন মালও বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা বুদ্ধিকৌশলে দশগুণ কর্ম্ম করিয়া সেই

পরিমাণ উৎপাদিত সামগ্রীর ভাগ লইতে পারে ও বেতন বৃদ্ধি করিতে পারে।*

কোনও গ্রামে একঘর গোয়ালা দেখা গেল। গোয়ালা বেলা নয়টা পর্য্যন্ত বারটী ভিন্ন ভিন্ন বাটীতে দুগ্ধ দোহন করিয়া মাসিক ছয় টাকা মাত্র পায়; তাহার স্ত্রী চাকরী করিয়া মাসিক তিন টাকা পায় ও বেলা তিনটার সময় দুই তিন বাটীতে বাসন মাজিয়া বাটী আইসে; সেই জন্য গোয়ালা স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করে। গোয়ালা কিন্তু এক স্থানে পাইলে বেলা নয়টার মধ্যে চব্বিশটী গাভী দোহন করিতে পারে এবং তাহার স্ত্রী অন্নপাক করিয়া দিলে বারটী গাভীর সেবাও করিতে পারে। তাহার স্ত্রীকেও সেইরূপ নানাস্থানে কাজ করিয়া বেড়াইতে না হইলে সেও চব্বিশটী গাভীর গোময়ের ঘুঁটিয়া দিতে পারে। ঘরের গাভী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে ও মূলধন নাই বলিয়া গোয়ালা তাহার সম্পূর্ণ কার্য্যসামর্থ্য দেখাইতে পারে না। কর্ম্মকর্ত্তার আবির্ভাব হইলে ঐ গোয়ালা ও গোয়ালিনী উভয়ে মিলিয়া আন্দাজ বিশ টাকা বেতন পাইবার মত কাজ করিতে সমর্থ হয় এবং কর্ম্মকর্ত্তা উহাদিগকে বিশ টাকা বেতন দিয়াও লাভ পাইতে পারেন। কর্ম্মকর্ত্তার অভাবে এই সকল লোক নিজ নিজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কল কারখানায় কার্য্য করিতেছে; অথবা যেখানে কল কারখানা নাই, সেই সকল স্থানে থাকিয়া দারিদ্র-দুঃখ অনুভব করিতেছে। ইহারা নিজ নিজ প্রবৃত্তি বা সামর্থ্যমত কার্য্য করিতে পাইলে, বহু সামগ্রী উৎপাদন ও প্রস্তুত করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি এবং সেই অনুপাতে নিজেদের বেতন বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহাদের কাজ কর্ম্ম বন্ধ হওয়াতেই শাক শব্জী ও দুগ্ধ এত মহার্ঘ হইয়াছে। ইহারা কলে কাজ করিয়া অধিক অর্থ পাইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতেও ইহাদের বেতন বৃদ্ধি হইতেছে না, অথবা সেই অর্থে অধিক সামগ্রী ভোগ, করিতে পাইতেছে না।

* Let special pains be taken for the development of an

পৃথিবীর আদি কাল হইতে শ্রমজীবীরাই উৎপন্ন শস্য বা প্রস্তুত দ্রব্য সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী ছিল; এই বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহাদের প্রাপ্য অংশের কথা প্রথমেই উল্লিখিত হইল। শ্রমকারীরাই প্রথম মূলধনের সৃষ্টিকর্ত্তা। জগতে লোক-বৃদ্ধি, অতএব অভাব বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতা হেতু যে খাজনা, সুদ ও কর্ম্মকর্ত্তার লাভের সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

কর্ম্মকর্ত্তার অভ্যুদয়ে যেমন দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শ্রমজীবীকে কর্ম্মকর্ত্তার করকবলে অধিকৃত হইতে হয়। জগতে বলবান্ ব্যক্তি দুর্ব্বলের উপর অল্পই কৃপা প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং কর্ম্ম-কর্ত্তারা সুযোগ পাইলেই দুর্ব্বল শ্রমজীবিদিগের উপর অন্যায় সুবিধা লইতে পশ্চাৎপদ হয়েন না। অনেক সময় বেতন হ্রাস করিবার নিমিত্ত অথবা অধিক সময় কাজ করাইবার নিমিত্ত, কিম্বা অন্য কোন স্বার্থসিদ্ধির অভি-প্রায়ে কর্ম্মকর্ত্তারা একযোগ হইয়া শ্রমজীবিদিগকে বিদায় দিয়া থাকেন। ইহাকে কর্ম্মকর্ত্তাদের ধর্ম্মঘট (lookout) কহে। এই সকল বিঘ্ন বিপদ ও সঙ্কট হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত, অথবা বেতনবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে, কিম্বা অন্য কোন অভিসন্ধিতে এক এক জাতীয় শ্রমজীবী এক একটী সম্মিলনী (Trades union.) গঠিত করে, এবং তাহার ব্যয়বহনের নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ করিয়া থাকে। পরস্পরের সাহায্য করাই এই জাতীয় সম্মিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার নিয়ম এই যে, মাসিক, বা সাপ্তাহিক, বা ত্রৈমা-সিক কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে চাঁদা দিলে সে ব্যক্তি অসময়ে, যথা কর্ম্মচ্যুত, অসুস্থ, দৈবাৎ অঙ্গহীন ও অকর্ম্মণ্য হইলে,—নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত সাহায্য

---

honest, intelligent entrepreneur class who will be content to organise and manage our new industries without sapping their life by demanding exorbitant profits—H. H. the Gaekwar's inaugural address. The I. I. Conference.

পাইবে। ইয়ুরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে কোন কোন সভ্যের মৃত্যুর পর ঐ সকল সম্মিলনী তাহার সমাধি দিবারও ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকে। আকস্মিক বিপৎপাত বা দৈব দুর্ব্বিপাক হইতে আত্মরক্ষা একান্ত আবশ্যক বলিয়া উক্ত দেশসমূহে উহা সমাজ ও আইনসম্মত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

কর্ম্মকর্ত্তা একজন শ্রমজীবীর অভাব বা অভিযোগে কর্ণপাত না করিতে পারেন; কিন্তু সকলে মিলিয়া কোন ব্যক্তিবিশেষের বা কোন কার্য্য-পরিচালন-প্রথার, অথবা কোন অস্বাস্থ্যকর বিধির বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলে কর্ম্মকর্ত্তা তাহার প্রতিকারের উপায় অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারেন না। যদি কোন অস্বাস্থ্যকর স্থান, বা অনিষ্টজনক বা স্বাস্থ্যহানিকর কার্য্য অথবা ব্যক্তিবিশেষের অসদ্ব্যবহার লোকের অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে তৎসমুদায় হানিকর বিষয়ের প্রতিবিধানেচ্ছা কোন সভ্য সমাজেই অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু শ্রমজীবিদের অন্যায় আবদার, অসম্ভবের সম্ভাবনেচ্ছা, ব্যবসায়ের মূলে কুঠারাঘাত করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বালক যেমন পিতার অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি না করিয়া অন্যায় আবদার করে, শ্রমজীবীরাও সেইরূপ অনেক সময় অন্যায় ও অযথা আবদার করিয়া থাকে। বালককে অন্য সামগ্রী দিয়া ভুলান যায়, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত শ্রমজীবীকে অন্যমনা করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। শ্রমজীবীরা প্রাপ্তবয়স্ক হইলেও সময়াভাবে ধনবিজ্ঞান বা অন্য কোন বিদ্যার আলোচনা করিতে পারে না। এই সকল কারণে নিরপেক্ষ জনসাধারণের মতামত গ্রহণ এবং বিশেষ বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, সূক্ষ্মদর্শী ও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশীল ব্যক্তিদিগকে সভাপতি ও সম্পাদক প্রভৃতি উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সম্মিলনীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে কর্ম্মকর্ত্তা ও শ্রমজীবী উভয়ের পক্ষে মঙ্গল সাধিত হয়।

পরিশ্রমের সময়-হ্রাস ও বেতন-বৃদ্ধি সম্বন্ধে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এই

গোলযোগ দেখা যায়। যে সকল কার্য্য ফুরাণ হিসাবে সম্পন্ন হয়, বা ঘণ্টার হিসাবে যাহার মজুরী দেওয়া হয়, সেই সকল কার্য্যে পরিশ্রমের সময় লইয়া কোন গণ্ডগোল শুনা যায় না। রোজে কার্য্য করিতে হইলেই শ্রমিকেরা পরিশ্রমের কাল সঙ্ক্ষেপ বা বেতন বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মঘট করিয়া থাকে।

কি কর্ম্মকর্ত্তা, কি শ্রমজীবী, কাহারও ধর্ম্মঘট ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুমোদিত হইতে পারে না। বৎসরে বাহান্নটী সপ্তাহের মধ্যে চারিটী সপ্তাহ কার্য্য বন্ধ থাকিলে ১৩ ভাগের এক ভাগ কম সামগ্রী উৎপন্ন হয়, এবং সেই অনুপাতে দেশের ধনাগম স্থগিত থাকে। যে শাস্ত্রে ধনাগমের বিষয় আলোচিত হয়, ধনক্ষয়-সাধক ধর্ম্মঘট কিরূপে তাহার অনুমোদিত হইতে পারে? এইরূপে বৎসরে তের ভাগের এক ভাগ ধননাশ হইলেও যদি পরিশ্রমের সময় সংক্ষিপ্ত করিতে হয়, এবং সেই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য যদি পুরা মজুরী মঞ্জুর করিতে হয়, তাহা হইলে ব্যবসায় বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দূরে থাক, অল্পোৎপাদিত সামগ্রীর পণ, পূর্ব্ববৎ না থাকিয়া সর-বরাহ কম বলিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং শ্রমিকেরা বৈত্তনিক অর্থে পূর্ব্বা-পেক্ষা অল্প সামগ্রী ভোগ করিতে পায়, অর্থাৎ তাহার বেতন হ্রাস হয়।

দশ ঘণ্টা পরিশ্রম না করিয়া ৯ ঘণ্টা পরিশ্রম করিলে অবশ্যই অপেক্ষা-কৃত অল্প সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইবে। এই অল্প সামগ্রীর জন্য যদি অধিক মজুরি দিতে হয়, তাহা হইলে দ্রব্য সামগ্রী মহার্ঘ হইবে। দ্রব্য সামগ্রী মহার্ঘ হইলেই উহা ভিন্ন দেশে গিয়া পূর্ব্বে যে কারণে প্রতিযোগি-তায় স্থিতি লাভ করিয়াছিল, ভবিষ্যতে আর সেরূপ স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না, এবং এইরূপে অসমর্থ হইলেই ঐ সকল সামগ্রী আর অধিক উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইবে না; এবং অধিক উৎপন্ন বা প্রস্তুত না হইলেই শ্রমজীবিদেরও বেতন-সংস্থান বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাস পাইবে। তবে ১ ঘণ্টা অল্প পরিশ্রম হেতু সামগ্রী অল্প উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া যদি

আরও কয় জন শ্রামিকের প্রয়োজন হয়, এবং তাহাদের বেতন দিয়াও যদি কর্ম্মকর্ত্তার ক্ষতি না হইয়া কিঞ্চিৎ লাভ হ্রাস হয় তাহা হইলে অধিক শ্রামিকের কর্ম্মসংস্থান হইল বুঝিতে হইবে।

অনেক শ্রমজীবীর মনে এই ধারণা আছে যে, কর্ম্মকর্ত্তার লাভ হইতে বেতন বৃদ্ধি করা উচিত। কিন্তু বাস্তবিক যদি কোন ব্যবসায়ে কর্ম্মকর্ত্তার অধিক লাভ হয়, সকলেই সে কার্য্য করিতে ব্যস্ত হয় এবং সেই জন্য শ্রমজীবিদের অভাবও অনুভূত হইতে পারে। কিন্তু সকলেই ঐ ব্যবসায় হস্তক্ষেপ না করায় বুঝিতে হইবে যে কর্ম্মকর্ত্তার বিশেষ অধিক লাভ নাই। যে স্থলে কর্ম্মকর্ত্তারা অন্যায় মত লাভ পাইবার নিমিত্ত ধর্ম্মঘট করিয়া শ্রমজীবিগণকে কর্ম্মচ্যুত করেন, সে স্থলে শ্রমজীবিদের ধর্ম্মঘট ন্যায়সঙ্গত।

শ্রমজীবিদের বেতন বা শ্রমসংক্ষেপ ব্যতীত অন্যান্য আবদার বা অভিযোগ সর্ব্ববাদিসম্মত হইলে কর্ম্মকর্ত্তাদের যথাসাধ্য তাহাতে কর্ণপাত করা উচিত। তাহা হইলে দেশের ধননাশ না হইয়া ধনাগম হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতীয় শ্রামিকগণের সঙ্ঘর্ষে ঘন ঘন ধর্ম্মঘট হইবার সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। এখানে অধিকাংশ ব্যবসাবাণিজ্যই অধিক বেতনভোগী ইয়ুরোপীয় এবং অল্প বেতনের ও অল্পশিক্ষিত ফিরিঙ্গী ও ভারতবাসিগণের সহযোগে পরিচালিত হয়। অধিক বেতনভোগী ইয়ু-রোপীয়গণের শাসনে অল্পবেতনভোগী ভারতবাসী কিয়ৎপরিমাণে অভ্যস্ত বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া অল্পবেতনভোগী ও অল্পশিক্ষিত ফিরিঙ্গী জাতির নিকট তাহারা সেরূপ ব্যবহার কখনই সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। কর্ম্মকর্ত্তারা পূর্ব্ব হইতেই ফিরিঙ্গী জাতির সহিত ভারতবাসীর সংঘর্ষ অসম্ভব করিয়া দিলে ধর্ম্মঘটে দেশের ধননাশ না হইতে পারে।

অনেক শ্রমজীবীর ধারণা এই যে, কর্ম্মক্ষেত্রে বেতনের তারতম্য হওয়া উচিত নহে। কিন্তু সে ধারণা ঠিক নহে, কারণ অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তির বেতন বৃদ্ধি করিয়া উৎসাহ প্রদান না করিলে তাহা দ্বারা

উত্তরোত্তর অধিক কার্য্য পাওয়া যায় না। ইয়ুরোপীয় রেলওয়ে সমূহে গার্ড, ড্রাইভার ও ষ্টেশনমাষ্টারের বেতন প্রায় সমান; কিন্তু ভারতবর্ষে ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় কর্ম্মচারিগণের বেতনের বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জাতি গার্ড কি ড্রাইভার হইবার উপযুক্ত হয় নাই। ষ্টেশন মাষ্টারের কার্য্য তাহারা সুখ্যাতির সহিত সম্পন্ন করে বলিয়া ইয়ুরোপীয় ষ্টেশনমাষ্টারের সমান বেতন লাভে অধিকারী হইতে ইচ্ছা করে।

সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কর্ম্মকর্ত্তারা অল্প বেতনে অধিক কাজ পাইতে ইচ্ছা করে এবং শ্রমজীবিরা অল্প পরিশ্রমে অধিক বেতন পাইতে অভিলাষী হয়। শ্রমজীবিদের সঙ্কল্পসিদ্ধি না হইলে তাহারা অনেক সময় ধর্ম্মঘট করে। তাহাদের সেই ধর্ম্মঘটের পরও কর্ম্মকর্ত্তারা যদি অল্প বেতনে পূর্ব্ববৎ কাজ পান, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, শ্রামিকদের ধর্ম্মঘট ফলদায়ক হইবে না। এ দেশের রেলওয়েসমূহে ষ্টেশন মাষ্টারগণ ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য ত্যাগ করিলে যদি সেই বেতনে অপর লোক পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এই জাতীয় শ্রমজীবিদের অভাব নাই। দেশে যতদিন না অধিকতর কর্ম্মকর্ত্তার অভ্যুদয়ে অধিকতর সংখ্যায় শ্রমজীবী আবশ্যক না হইতেছে, ততদিন ধর্ম্মঘট নিষ্ফল হইবে এবং ভবিষ্যতে বেতন হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। আমেরিকার রেলওয়ে গার্ড ও এঞ্জিন-চালকেরা যেদিন যে মুহূর্ত্তে ধর্ম্মঘট করিবে বলিয়া স্থির করে, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে তাহারা নিশ্চয়ই তাহা কার্য্যে পরিণত করে, এমন কি গাড়ী চলিতে চলিতে পথিমধ্যে সেই মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলেও তাহারা শকটের গতিরোধ করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করে। ইহাতে রেলের কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ ক্ষতি এবং যাত্রিগণের বিশেষ অসুবিধা হওয়াতে কর্ম্ম-কর্ত্তারা কিয়ৎপরিমাণে কর্ম্মচারিগণের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ প্রথা জগতে নিন্দনীয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহে শ্রামিকগণের

স্বার্থ-সংরক্ষণার্থ নানাবিধ সম্মিলনী ও জীবিকা-সংস্থান আছে। সেই সকল সমিতি ও সংস্থানের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়া অনেক সময় কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হয় বটে এবং সেই প্রথা এই দেশে অবলম্বিত হইবার সূত্রপাত দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বকৃত-সংস্থানহীন দরিদ্র ভারতবাসীর ধর্ম্মঘট করিবার উপযুক্ত অবস্থা এখনও হয় নাই। এখন এদেশে কলকারখানার বিস্তার হয় নাই, সেই জন্য তাহাদের অভাবও অনুভূত হইতেছে না। কর্ম্মকর্ত্তারা পূর্ব্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক অব্যবসায়িদের পরামর্শে কোন জাতিগত জিদের বশবর্ত্তী না হইয়া নিরীহ শ্রমজীবিগণের অভাব ও অভিযোগে কর্ণপাত করিলে এবং শ্রমজীবিরাও কর্ম্মকর্ত্তার ব্যবসায়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজেদের অভিযোগ ও আবদারের নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত বিষয়গুলি পরিস্ফুট করিয়া জানাইলে ধর্ম্মঘট পূর্ব্ব হইতেই জলবুদ্বুদের ন্যায় অচিরে লয়প্রাপ্ত হয় এবং ব্যবসায় কার্য্যবন্ধ না হওয়ায় বর্দ্ধমান মূলধনে শ্রামিকদের বেতন সংস্থান হ্রাস পায় না।

শ্রামিকের কর্ম্মসংস্থান ও ভিক্ষা।

বেতন বৃদ্ধিহেতু যখন কর্ম্মকর্ত্তা শ্রামিকের সংখ্যা হ্রাস করিতে থাকেন, অথবা যখন লোক বৃদ্ধির অনুপাতে দেশে মূলধন বৃদ্ধি না হয়, অথবা ভারতবর্ষের মত দেশে যখন এক বৎসর ফসল নষ্ট হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত মূলধনের অভাবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন শ্রামিকদের কর্ম্মসংস্থানের নিমিত্ত নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হয়। অনেকে শ্রামিকের স্থানান্তর করা উচিত বলেন, অনেকে চাঁদা করিয়া তাহাদের জীবনধারণের সংস্থান করিতে বলেন, অনেকে তাহাদের দিয়া বাণিজ্যিক হিসাবে লাভপ্রদ কর্ম্ম করাইয়া লইতে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

শ্রামিকদিগকে স্থানান্তর করিলে যে দেশে তাহাদিগকে পাঠান হয়, সেই দেশের শ্রামিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও বেতন-হ্রাস হইতে থাকে। যদি পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের প্রয়োজন সেই স্থানে অনুভূত হইয়া থাকে এবং তাহাদের সাহায্যে নূতন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মূলধন বৃদ্ধি পায়, তাহা

হইলে তাহাদের আগমন প্রার্থনীয়। কিন্তু তাহারা যে দেশ হইতে আসিয়াছে, সেই দেশে যথাসময়ে লোকাভাব হইবে ও তথায় শ্রামিকদের বেতন অযথা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহারা অল্পসংখ্যক বলিয়া সেদেশে অধিক ধনোৎপত্তি হইবে না।

চাঁদা করিয়া শ্রামিকদের জীবনধারণের সংস্থান করা ও ভিক্ষা দেওয়া একই কথা। ভিক্ষা প্রদত্ত হইলে মূলধন অল্প হইবে বা বৃদ্ধি পাইবে না। মূলধন যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই দেশে নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে থাকে। মূলধনের অভাবে কার্য্যানুষ্ঠান রহিত হইলে শ্রামিকের ভবিষ্যৎ আশামূলে কুঠারাঘাত করা হয়। এই নিমিত্ত ভিক্ষাভাবে না দিয়া চাঁদার অর্থে স্থানান্তর যাওয়া পর্য্যন্ত বা বাণিজ্যিক হিসাবে লাভপ্রদ কর্ম্ম করাইয়া লওয়া পর্য্যন্ত সাহায্য করা শ্রেয়।

বাণিজ্যিক হিসাবে লাভপ্রদ যে সকল কার্য্য অপরাপর সকলে করিতেছে, সেই কার্য্য করাইয়া লইলে ব্যবসায়িদের ক্ষতি করা হয়। এই নিমিত্ত সভ্যসমাজে রাজা এই অর্থে রেল বা রাস্তা ইত্যাদি মালামালের পরিচালনের সুবিধাপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই কার্য্যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, অপর ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয় না এবং কর্ম্মসংস্থানে শ্রামিকেরা সাহায্য (relief) পাইয়া থাকে।

খাজনা।

খাজনা বলিলে জলকর, বনকর, খনিকর ও ভূমিকর এবং বাটী, বাগান, পুষ্করিণী করিবার নিমিত্ত মকরারী মৌরস, বা খেরাজী সম্পত্তির উপর নির্দ্দিষ্ট কর বুঝায়; অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত জমী জায়গা ভোগদখল করিতে হইলে তদ্বিনিময় যে অর্থ দিতে হয়, তাহাই খাজনা। পৃথিবীর আদিম অধিবাসিগণ যে পরিমাণে জমি চাষ বা আবাদ করিতে ইচ্ছা

করিত, বা যে পরিমাণে কাষ্ঠ বন হইতে সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইত, কিম্বা যে পরিমাণ মৎস্য জল হইতে উত্তোলন করিতে চাহিত, তাহাই অবাধে করিতে পারিত, কারণ তৎকালে এই সুবিপুল সমগ্র পৃথিবীর ভূমির কেহই অধিকারী ছিল না। পরিণামদর্শিতার বলে অথবা ভোগ-সংযমে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে মূলধনের সৃষ্টি করিতে পারিত, সে সেই পরিমাণে পূর্ব্বেকার মূলধনের বিনিময়ে অপরের পরিশ্রমের সাহায্যে ইচ্ছামত প্রয়োজনানুসারে জমিতে বেড়া দিয়া বা জলের বা জলনিকাশের বন্দোবস্ত করিয়া তাহা আপনার ভাবিয়া চাষ করিত। তৎকালে শাসনের কোনই শৃঙ্খলা ছিল না অথবা স্বত্বাস্বত্বের অবধারণার্থ কোন নিয়মাদি ছিল না। সেইজন্য "জোর যার মুলুক তার" এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই চলিত। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি জমিতে বেড়া দিয়া চাষবাস করিতেছিল, তাহার অপেক্ষা অধিকতর মূলধন সংগ্রহ করিয়া অপর ব্যক্তি অধিক লোকের সাহায্যে তাহা বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইত। ফলতঃ যে প্রকারেই হউক, আমাদের এস্থলে জানিবার আবশ্যকতা নাই, এক এক দেশের ভূমিসম্পত্তিসমূহের উপর ব্যক্তি বিশেষের অধিকার জন্মিয়াছে।

এইরূপে ব্যক্তি বিশেষের অধিকারে আসিবার পর অধিকারীর অমতে কেহই উহা ব্যবহার করিতে পারে না। ক্রমে লোকবৃদ্ধি সহকারে জমীর অধিক প্রার্থী হইলে জমীদারেরও জমী ব্যবহার করিতে দিবার বিনিময়ে ধনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হয় এবং সেইরূপে খাজনার উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিরূপে খাজনার উৎপত্তি ও তারতম্য হয়, এখন তাহাই দেখা যাউক। মনে কর "ক" নামক একটী স্থানের জলবায়ু ভাল এবং ক্ষেত্রও উর্ব্বর; এই কারণে তাহা নানাপ্রকারে বাসোপযোগী দেখিয়া পঞ্চাশ ঘর লোক তথায় বাস করে। এই "ক" নামক স্থানের সংলগ্ন জমি হইতে তথাকার লোকের আহারোপযোগী সমস্ত সামগ্রী উৎপন্ন হইতে পারে।

ক্রমে কিছু কাল পরে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে সেই সংলগ্ন ভূমিতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে তাহাদের আর অভাব মোচন হইল না।

ঐ "ক" নামক স্থান হইতে দুই ক্রোশ দূরে "খ" নামক স্থানে আবার সমান উর্ব্বরা জমী আছে। সেই স্থানের জলবায়ু দূষিত বলিয়া তাহা বাসোপযোগী না হইলেও তথায় প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতে পারে; অথবা "ক" নামক স্থানের সংলগ্ন "গ" নামক ভূমিতেও শস্য উৎপন্ন হইতে পারে; কিন্তু বিঘা প্রতি ৪ মণ কম ধান্য হয়। "ক" নামক স্থান হইতে অভাবমোচন না হওয়ায় লোকে বাধ্য হইয়া হয় "গ" নামক স্থানে, না হয় "খ" নামক স্থানে চাষ করিবে। "গ" নামক স্থানে চাষ করিলে বিঘা প্রতি ৪ মণ কম ধান্য পাইবে এবং "খ" নামক স্থানে চাষ করিলে বহন খরচা বাবদ বিঘা প্রতি ৫ মণ ধান্য কম পাওয়া যাইবে। এই নিমিত্ত লোকে অভাব-মোচনার্থ প্রথমে "গ" নামক স্থানে চাষ করিবে; তথায় অভাব-মোচন না হইলে "খ" নামক স্থান অবলম্বন করিবে। এই সময় হইতে "ক" নামক স্থানের জমীর খাজনা-প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইবে। জমী-প্রার্থীরা আর বিনামূল্যে উক্ত জমীর অধিকারীর নিকট হইতে জমী ব্যবহার করিতে পাইবে না। জমীদার তখন "ক" নামক জমীর বিঘাপ্রতি ৪ মণ ধান্য খাজনা স্বরূপ পাইবেন, কারণ "গ" নামক জমী অপেক্ষা "ক" নামক জমীতে ৪ মণ অধিক ধান্য উৎপন্ন হয়।

আবার সেই "গ" নামক জমীতে অভাব-মোচন না হওয়ায় লোকে যদি "খ" নামক জমীতে বাধ্য হইয়া চাষ করে, তাহা হইলে "ক" নামক জমীর অধিকারী বিঘাপ্রতি ৫ মণ এবং "গ" নামক জমীর অধিকারী বিঘাপ্রতি ১ মণ ধান্য খাজনা চাহিবে; কারণ "খ" নামক জমী অপেক্ষা "ক" নামক জমীতে ৫ মণ এবং "গ" নামক জমীতে ১ মণ অধিক ধান্য পাওয়া যায়। ধান্যে প্রাণধারণ হয় বলিয়া সকলেই এদেশে ধান্য লাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল। সেই জন্য "খ" নামক জমীর ধান্য যে দরে বিক্রয়

হয়, "ক" ও "গ" নামক জমীর ধান্যও সেই দরে বিক্রয় হইবে এবং "খ" নামক জমী অপেক্ষা "ক" ও "গ" নামক জমীর অধিকারীরা যথাক্রমে ৫ মণ ও ১ মণ ধান্য খাজনা পাইবে। এইরূপে খাজনা লওয়ায় বাস্তবিক কিন্তু খরিদদারদের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না; এবং যাহারা চাষ করে তাহাদেরও কোন ক্ষতি হয় না; কারণ সকলে গিয়া যদি "খ" নামক জমীতে চাষ করে, তাহা হইলেও তাহারা অধিক লাভ করিতে পারে না, কেন না তথা হইতে শস্য আনয়ন করিতে যে খরচ পড়ে, "ক" নামক স্থানে উৎপাদন করিলে সেই পরিমাণ খাজনা দিতে হয়।

এস্থলে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, যদি "ক" ও "গ" নামক জমীর অধিকারিগণ প্রজাকে খাজনা রেহাই করেন, তাহা হইলেও খরিদদারের কিছুই সুবিধা হইবে না; চাষীর সুবিধা হইবে মাত্র। কারণ "খ" নামক নিষ্কর জমীর উৎপাদিত শস্যের ব্যয়ানুসারে ধানের বাজারদর স্থির হইবে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, উৎপাদিত দ্রব্যাদির খরচের বিভাগে খাজনা ধর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বোক্ত দর অনুসারে "ক" ও "গ" নামক স্থানের চাষীরা যে পরিমাণ ধান্য অধিক পাইবে, তাহা তাহারা নিজেই ভোগ করিবে। যদি তাহারা সস্তায় বিক্রয় করে, তাহা হইলে "খ" নামক স্থানের অধিকারীরা প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হইবে না এবং "ক" ও "গ" নামক জমীর উৎপন্ন শস্যে তাহাদের অভাব-মোচন হইবে না বলিয়া সুলভ ধান্য আবার মহার্ঘ হইবে এবং তাহা দেখিয়া "খ" নামক স্থানের চাষীরা পুনর্ব্বার চাষ আরম্ভ করিবে। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়া খাজনার উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, "খ" নামক দূরদেশস্থ বা "গ" নামক অল্পোৎপাদিকা-শক্তিবিশিষ্ট স্থানের শস্য "ক" নামক স্থানে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত আনিতে গেলে যেরূপ পড়তা পড়ে, তাহার সহিত "ক" নামক স্থানের উৎপাদিত শস্যের পড়তার তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে উভয়ের আধিক্যই "ক" নামক স্থানের অধিকারীর খাজনা বলিয়া ধর্ত্তব্য।

এইরূপে খাজনার উৎপত্তির কারণ ধনবিজ্ঞানবিদ্ রিকার্ডোর মতে অনুমান করিয়া লইলে খনিকর ভিন্ন জলকর ও বনকর প্রভৃতির খাজনার উৎপত্তি সম্বন্ধে মীমাংসা করা যাইতে পারে। খনিকরে এই নিয়ম অপ্রযুজ্য, কারণ এই একটী বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় যে,খনিজাত সামগ্রী তুলিয়া লইলে সেখানে আর কিছুই থাকে না। কৃষক অধিক শস্য পাইবার আশায় সারাদি ও মধ্যে মধ্যে জমি পতিত রাখিয়া উহার উর্ব্বরতা বজায় রাখে। জল হইতে মৎস্য লইলে জল কমিয়া যায় না, বন হইতে বড় বড় গাছ কাটিয়া লইলে চারাগাছগুলিও সময়ে সারবান্ হইয়া আয়প্রদ হয়।

ভূমির এই আনুমানিক খাজনার উৎপত্তি সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে যে যখনই অনুর্ব্বর বা অসুবিধামত স্থিত স্থানে চাষ উঠাইতে হইবে তখনই অন্য জমীর খাজনা বৃদ্ধি হইবে। উপরিউক্ত উদাহরণে "খ" নামক স্থানের মাল যদি বিনাব্যয়ে আনয়ন করিতে পারা যায় বা "গ" নামক স্থানে ৪ মন অধিক ধান্য উৎপন্ন হয় তাহা হইলে আর কোন স্থানের খাজনা প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইবে না। দেশবিশেষে প্রচলিত খাজনার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের কথায় বলা যাইতে পারে যে অস্মদ্দেশীয় প্রজা ও জমীদার উভয় পক্ষেরই একটী গুরুতর বিষয়ে অনভিজ্ঞতা। কোথায় সুবিধামত জমি পাওয়া যাইবে, কোথায় বা উৎপন্ন শস্য বিক্রয় হইবে, একপক্ষে যেমন অজ্ঞ প্রজারা ইহার কোন খবরই রাখে না এবং নিজ নিজ বাস্তভিটা পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, পক্ষান্তরে সেইরূপ জমিদার নিজের জমির দোষগুণ অনুসারে কি পরিমাণে খাজনা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিবে, তাহাও অবগত নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার ও আইন মতেও এইরূপ খাজনা-পদ্ধতির ব্যাঘাত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে দশসালার বন্দোবস্তমতে জমির খাজনা চিরকালের মত একহারে স্থির করা হইয়াছে।

আমেরিকার ওয়াকার সাহেব বলেন, আমেরিকার প্রজা ও জমিদার নিজ নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। জমিদার খাজনা চাহিলে প্রজা তাহার জমি ছাড়িয়া দিয়া দূরদেশে চলিয়া যায় এবং তথায় অল্প খাজনায় ও অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে শস্য উৎপাদন করিয়া লাভবান হইয়া থাকে। এদিকে জমিদারও যদি জানিতে পারেন যে, তাহার জমির কোন বিশেষ গুণ আছে এবং তজ্জন্য অন্য প্রজা অধিক খাজনা দিতে সম্মত হইবে, তাহা হইলে তিনি খাজনা বৃদ্ধি করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না।

ভারতবর্ষে অজ্ঞ জমিদার ও প্রজার সংখ্যাই অধিক। জমির খাজনা কি উপায়ে বাড়িতে পারে, অনেক জমিদার সে বিষয়ে কিছুমাত্রও চিন্তা করেন না। চাষীকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কৃষিপদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়া, কিম্বা তাহার জমিতে তূলা, রিয়া প্রভৃতির চাষে উৎসাহ প্রদান করিয়া তাহাদের বিঘাপ্রতি বর্দ্ধমান ফসলের সেই বর্দ্ধিত ধনাগমের অনুপাতে খাজনা বাড়াইতে পারেন; কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি নাই। এস্থলে বলা আবশ্যক দেশীয় দৈনন্দিন দ্রব্যসমূহ সকলেই এক সময় উন্নত উপায়ে উৎপন্ন করিলে উহার মূল্য কম হইবে এবং কৃষক ও জমিদারের সুবিধা না হইয়া কেবল অন্য ভোগীদের সুবিধা হইবে। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে মালের সুলভে গমনাগমনের উপায় হইলে দ্রব্য সামগ্রীর দর সমান থাকিলেও কৃষকের লাভ হয় এবং জমীদারও খাজনা বাড়াইতে পারেন। পাট্‌নার কৃষকেরা উন্নত উপায়ে বিঘাপ্রতি অনেক ফুলকপি ও আলু উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই কপি ও আলু যদি অতি সুলভে রেলের সাহায্যে কলিকাতার মত স্থানে না আসিতে পারিত তাহা হইলে জমিদার ও কৃষকের কোন সুবিধাই হইত না। প্রজারাও উত্তরোত্তর লোকবৃদ্ধির অনুপাতে জমির খাজনা বৃদ্ধি হইলেও পৈতৃক স্থান ত্যাগ না করিয়া ক্রমশঃই অল্প অল্প জমি লইয়া অথচ উন্নত পদ্ধতিতে চাষ না করিয়া দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইতেছে এবং ভিক্ষাজীবী হইতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না।

লোক বৃদ্ধি হইলেই যে কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং সেই নিমিত্ত খাজনা বৃদ্ধি হইবে এরূপ নহে। ইংলণ্ডের গোধূমের দরের যে তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে ১৬৪০ খ্রী অব্দের যে দর ছিল ১৮৯৪ খ্রী প্রায় তাহার অর্দ্ধেক হইয়াছে। ইংলণ্ডে গোধূম উৎপন্ন না হইলেও অন্যদেশে বিঘাপ্রতি অধিক ফসল ও মালের সুলভে পরিচালনই ইহার একমাত্র কারণ। অথচ যে সকল দেশে গোধূম উৎপন্ন হইতেছে তথায় খাজনা হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে কারণ ক্রমিকই অধিকতর স্থানে চাষের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত মানভুম সিংহভুম প্রভৃতি প্রদেশের জমির খাজনা সেলামীবাদে বিঘাপ্রতি একআনা হইতে চারিআনা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে। তথাপি এই দুর্ম্মূল্য দেশের প্রজারা এই স্থান ত্যাগ করিয়া সেই সকল সুলভ স্থানে যাইতে ইচ্ছুক নহে। এদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে বঙ্গদেশীয় জমিদারও কত জমি পতিত রাখিতেছেন, তথাপি খাজনার পরিমাণ হ্রাস করিবেন না। যে জমিদারের সকল জমিই প্রজাবিলিতে আছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথায় মঙ্গলময়; কিন্তু যেখানে অনেক জমি পতিত আছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় তথায় দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে না।

কলিকাতার দশ বার ক্রোশ দূরে গঙ্গার ধারে অনেক কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সেই সকল কলে বেতন স্বরূপ অধিক অর্থ পাওয়াতে তৎ-প্রদেশস্থ প্রজাবর্গ জমি ছাড়িয়া কলে কাজ করিতেছে; ইহাতে দ্রব্য-সামগ্রী অধিক মহার্ঘ হইলেও তাহারা অধিক বেতন পায় বলিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। জমিদারগণ ঐ সকল কলওয়ালাদের নিকট অধিক খাজনা পাইলেও প্রজাগণের ত্যক্ত জমির খাজনা হ্রাস করিতেছে না—করিলে অল্প খাজনায় সেই সকল জমি অনায়াসে বিলি হইয়া যাইত এবং তৎসমু-

দায়ে বিস্তর শস্য উৎপন্ন হওয়াতে দেশে দ্রব্যসামগ্রী সুলভ হইত। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে জমিদারদিগকে খাজনার জন্য ভাবিতে হয় না, তাঁহারা কলওয়ালাদের কাছে যাহা পান, তাহাতেই তাঁহাদের দেয় খাজনা বাদে লাভ থাকে; সেইজন্য তাঁহারা পতিত জমি সস্তায় বিলির উপর দৃষ্টি করেন না।

একদা কোনস্থানে জনৈক পুরাতন জমিদার বংশীয়ের সহিত গ্রন্থকারের সাক্ষাৎ হওয়াতে গ্রন্থকার তাঁহাকে তদীয় জমিদারীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে সেই ভূম্যধিকারী বলিলেন "সমস্ত জমিই বহুপূর্ব্ব হইতে প্রজাদিগকে অতি অল্পহারে মৌরষ দেওয়া হইয়াছে।" অধিক জমি পতিত রহিয়াছে কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "ঐ সকল জমির খাজনা এত অল্প ধার্য্য করা আছে যে, মৌরষদারগণ কয়েক বিঘা দুই তিন টাকা হারে বিলি করিলেই তাহাদের খাজনা দিবার ভাবনা থাকে না।"

উক্ত স্থানের নিকট প্রায় দশ বার হাজার বিঘা জমি পতিত রহিয়াছে। তাহার কারণ অনুসন্ধান করাতে তিনি বলিলেন "দুই তিন টাকা নিরিখের কম কেহ উহা ব্যবহার করিতে দিবে না।" এই দশ বার হাজার বিঘা জমির ফসলে যে, কত লোকের উপকার হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পতিত জমির উপর সরকার হইতে কর ধার্য্য না হইলে আর জমিদারগণের চৈতন্য হইবে না। বণিক-সভা এই বিষয়ের আন্দোলন করিলে ঐ সকল জমির উদ্ধার হইতে পারে এবং তদুৎপন্ন ধনের বিনিময় করিয়া তাঁহারা লাভবান্ হইতে পারেন। সেই সঙ্গে দেশের ধনোৎপত্তি ও লোকপ্রতিপালনও হইতে পারে। অবশ্য এই সকল স্থানের শ্রামিকগণ কলকারখানায় অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ পাওয়াতে ঐ সকল জমি ত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু জমিদার একটু বিবেচনা করিয়া তৎসমুদায়ের খাজনা কমাইয়া দিলেই দূর দেশ হইতে শ্রামিক আসিয়া তথায় চাষ-

বাসের অনুষ্ঠান করিতে পারে। তবে পতিত জমির উপর কর বসাইলে এই হয় যে, জমিদারগণ জমি পতিত না রাখিয়া হয় অল্প হারে তাহাদের বিলি করিবেন, নচেৎ নিজেরা কৃষিকলেজের শিক্ষিত যুবকগণ দ্বারা উন্নত প্রণালীতে চাষবাসে মনোনিবেশ করিয়া কাঁচা মালে দেশ পূর্ণ করিয়া দিবেন এবং তদ্দ্বারা ধনোৎপাদনে সহায়তা করিবেন।

খাজনা সম্বন্ধে কিন্তু বেহারের প্রজা অপেক্ষা বঙ্গের প্রজার অনেক সুবিধা। বঙ্গদেশে বহুকাল হইতে অর্থদ্বারা এবং বেহার প্রদেশে উৎপন্ন সামগ্রীর অংশ দ্বারা খাজনা দেওয়া হয়। আজিকালি উৎপন্ন সামগ্রীর পণ পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৪০। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে চাউল এক টাকা মণে পাওয়া যাইত, এখন উহা চার টাকায় ক্রয় করিতে হইতেছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের প্রজা বিঘাপ্রতি যে দুই তিন টাকা খাজনা দিত, এখনও সে তাহাই দেয়; অথবা জমিদার কর্তৃক জমির উৎকর্ষ সাধিত হওয়াতে হয়ত কিছু অধিক দেয়। কিন্তু বেহারের প্রজা বিঘার ফসল প্রতি পূর্ব্বে যে অংশ দিত, এখনও সেই অংশ দেয়। পূর্ব্বের ফসল অপেক্ষা এখনকার ফসলের পণ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব দ্রব্যাদির পণ বৃদ্ধিহওয়াতে বঙ্গীয় প্রজার খাজনা বৃদ্ধি হয় নাই; কিন্তু বেহারের প্রজার পণ হিসাবে তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদিও তথাকার জমিদার পূর্ব্বে খাজনা স্বরূপ যে পরিমাণ ফসল পাইতেন, এখনও সেই পরিমাণে ফসল পাইতেছেন, তথাপি দ্রব্যসামগ্রীর অর্থ পরিমেয় মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় পণ হিসাবে তাহাদের খাজনা বৃদ্ধি হইয়াছে, বলিতে হইবে।

যে কারণে খাজনার হারের তারতম্য হয়, তাহার তিনটী কারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—উন্নত কৃষিপদ্ধতি—মালপরিচালনের সুলভ খরচা—এবং লোকবৃদ্ধি।

দেশের কতক পরিমাণ লোক যদি উন্নত উপায়ে সামগ্রী উৎপন্ন করে,

উন্নত কৃষিপদ্ধতি। তাহা হইলে বর্দ্ধমান দ্রব্যসম্ভারে অধিকতর ধনাগম হইতে থাকে এবং খাজানা বৃদ্ধি না হইলে কৃষক লাভবান হয়। সামগ্রীর দর যদি এই কারণে হ্রাস না হয়, তাহা হইলেই কৃষককে লাভবান হইতে দেখিলে জমিদারও খাজানা বৃদ্ধি করিতে থাকে। দেশের সকলেই দেশের দৈনন্দিন দ্রব্যসামগ্রী উন্নত কৃষিপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অধিক উৎপন্ন করিলে বর্দ্ধমান সামগ্রীর আধিক্যে অনেক সময় অভাব অপেক্ষা সরবরাহ বৃদ্ধি হইলে দর কমিতে থাকে এবং খাজানা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে লোকে অল্প জমিতে উন্নত উপায়ে প্রথমে চাষ করিতে থাকে. এইরূপে অনেকে উহার অনুকরণ করিতে করিতে যখন সরবরাহ অধিক হইতে থাকে, তখন ভিন্ন দেশে উহা সুলভে প্রেরিত হইতে না হইলে লোকে ভিন্ন জাতীয় সামগ্রী উৎপাদন করিতে থাকে।

বাজার হইতে দূরে অবস্থিত উর্ব্বর স্থান সমূহে চাষ করার যে ফল, মালপরিচালনে ব্যয়সংক্ষেপ। বাজারের সন্নিহিত কিঞ্চিৎ অনুর্ব্বর স্থানে চাষ করাও সেই ফল,এবং যে সকল স্থান হইতে মাল পরিচালনের উপায় আছে অথচ আনিতে ব্যয় অধিক, সে স্থানে চাষ করাও সেইরূপ। খৃঃ ১৮৭০ সালেও ভারতবর্ষ হইতে গোধূম রপ্তানি হয় নাই খৃ ১৮৮৯ সাল হইতে ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৩০,০০০,০০০ বুশেল গোধূম বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। মাল পরিচালনের ব্যয় সংক্ষেপই ইহার একমাত্র কারণ; যেহেতু উন্নত কৃষিপদ্ধতি ভারতে এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। খৃ ১৮৭০ সালে ভারতে ৪৭০০ মাইল রেল বিস্তার হইয়াছিল মাত্র এবং খৃ ১৮৯২ সালে ১৭,৫৫৬ মাইল রেল বিস্তার হয় এবং ক্রমশঃই রেল বিস্তার হইতেছে। এই অধিকতর গোধূম রপ্তানির আর একটী কারণ খৃ ১৮৭৩ সন হইতে ভারতীয় গোধূমের উপর রপ্তানি শুল্ক রহিত হইয়া গিয়াছে এবং টোল, খালমাস্থল, বন্দর খরচা

সম্ভবপর নিম্নতম সীমায় কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল কারণে পূর্ব্বে যে সকল জমিতে গোধূম উৎপন্ন করা লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হইত না, সেই সকল স্থানেও এখন গোধূম উৎপন্ন হইতেছে এবং সেই সকল স্থানে খাজনা বৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব হয় নাই। পূর্ব্বে ৫০।৬০ মাইল উত্তরে গঙ্গার চড়ায় যে পরিমাণ পটোল হইত, এখন মুর্শিদাবাদ রাণাঘাট রেল হইয়া তথায় অধিকতর জমিতে পটোলের চাষ হইতেছে এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে ফাল্গুন মাসে পটোল হয় না বলিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানের চাষীরা বিস্তৃত জমিতে চাষ করিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতেছে ও জমিদারের খাজনা বৃদ্ধির সম্ভাবনা হইতেছে।

লোকবৃদ্ধি।

ইয়ুরোপীয় দেশসমূহের তালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে পূর্ব্বেকার খাজনার হার প্রায় ৭০।৮০ বৎসরে তিন গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও খাজনার হার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইয়ুরোপীয় দেশ সমূহে যে পরিমাণ লোক বৃদ্ধি হইয়াছে খাজনা সে পরিমাণে বৃদ্ধি হয় নাই। উন্নত কৃষিপদ্ধতি ও মালপরিচালনের সুলভ উপায়ই ইহার একমাত্র কারণ। ইয়ুরোপীয়গণ যে মূল্যে এখন ভারতবর্ষের ও রুষের গোধূম ভোগ করিতেছেন, পূর্ব্বে ইহার তিনগুণ মূল্য তাঁহাদিগকে দিতে হইত। কেবল যে উন্নতপদ্ধতি অবলম্বনে ও ভূমিতে অধিক মূলধন প্রয়োগে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা নহে, মালপরিচালনার্থ রেলপথ, রেল গাড়ী, খাল ও নৌকা ষ্টীমার ইত্যাদি করিতে অধিক মূলধন প্রয়োগদ্বারাও উহা সম্ভবপর হইয়াছে। লোকবৃদ্ধিহেতু অধিক জমি ব্যবহৃত হওয়ায় খাজনা বৃদ্ধির সম্ভাবনা হইলেও উন্নত কৃষিপদ্ধতি ও মাল পরিচালনের সুলভ উপায় হওয়ায়,খাজনা লোকবৃদ্ধির অনুপাতে বর্দ্ধিত হইতে পায় না।

সুদ ।

ভূমি, মূলধন ও পরিশ্রমের সহযোগে ধনোৎপাদন হয়। ভূমিতে বা ভূমিজাত দ্রব্যসামগ্রীতে পরিশ্রম নিয়োগ করিলে মূলধনের প্রথম উৎপত্তি হয়। এই মূলধনে যে পরিমাণ অপরের পরিশ্রম পাওয়া যায় এবং সেই পরিশ্রম জন্য উৎপন্ন ধনের ব্যয়সংযমে ক্রমশঃ যে মূলধনের সৃষ্টি হইয়া থাকে, সেই মূলধনের বিনিময়ে আর তত পরের পরিশ্রম বা পরিশ্রম জাত ধন পাওয়া যায় না। ফল কথা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অধিক দুষ্প্রাপ্য হইলে যেমন তাহার মূল্যবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ সুপ্রতুল হইলে তাহার মূল্য হ্রাস হইয়া থাকে। মূলধন প্রথমে যখন দুষ্প্রাপ্য ছিল, তখন উহার অধিকারীই উহার ব্যবহার করিয়া উহার বৃদ্ধির চেষ্টা করিত। এখন মূলধন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে তদ্বিনিময়ে অল্প কার্য্য পওয়া যায়।

ধনসামগ্রী বৃদ্ধি ও ব্যয়সংযমের তারতম্যের উপর মূলধনের বৃদ্ধি নির্ভর করে। যখন ধন ছিল না, তখন মূলধনও ছিল না, কারণ মূলধন এক-প্রকার ধনবিশেষ। আজকাল মূলধনের আধিক্য হেতু তাহার অধিকারীরা নিজের প্রয়োজন মত ব্যবহার করিয়া অবশিষ্ট অপরকে ব্যবহার করিতে দেয়। কৃষক যেমন জমি ব্যবহার করিয়া সেই জমি ও তাহা ব্যবহারের জন্য জমিদারকে তাহার প্রাপ্য দেয়, সেইরূপ মূলধন ও তাহা ব্যবহার জন্য মূলধনের অধিকারীকে তাঁহার প্রাপ্য দিয়া থাকে। জমি ব্যবহার জন্য জমিদারের প্রাপ্যের নাম খাজনা, মূলধন ব্যবহার জন্য মূলধনের অধিকারীর প্রাপ্য সুদ নামে অভিহিত। খাজনা সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় যে জমি ব্যবহার জন্য উহা দিতে হয় অর্থাৎ কোন নির্দ্দিষ্ট জমি ব্যবহার করিতেই হইবে এবং সেই জমিই ফেরত দিতে হইবে; কিন্তু মূলধন সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে অর্থ গ্রহণ করা হয়, সেই অর্থ দ্বারাই ঋণ শোধ করিতে হয় না। টাকায় টাকা বাড়ে বলিলে মনে হয় যেন উহা বৃক্ষের মত ফল উৎপন্ন করে, বাস্তবিক কিন্তু অর্থে সামগ্রী ক্রয়

করিয়া বা উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিয়া তদ্বিনিময়ে অধিক অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া লোকে ঋণ করিয়া সুদ দিয়া থাকে। খাজনা দিলে জমি ব্যবহার করিবার স্বত্ব জন্মে কিন্তু উহা হস্তান্তর করিবার স্বত্ব জন্মায় না, কিন্তু ধারে ধান লইলে উহা ব্যবহার ও হস্তান্তর করিবার স্বত্ব থাকে এবং উত্তমর্ণের উহা সুদ সমেত দাবী করিবার স্বত্ব বর্ত্তায়। ফলতঃ উপস্থিত অভাব ভবিষ্যৎ অভাবের অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বিবেচিত হইলে সুদের সম্ভব দেখা যায়।

মনে কর কৃষক সম্বৎসর চাষ করিবে, তাহার ভূমিও নাই, সম্বৎসরের অন্নও নাই—কেবল পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আছে। সম্বৎসর চাষের পর ফসল পাইলে সে তাহার কিয়দংশ জমিদারকে দেয়, এবং কিয়দংশ মহাজনকে দেয় কারণ মহাজনের নিকট ধান ধার করিয়া সে সম্বৎসর খাইয়াছে। যদি সকলকেই ভূমিতে পরিশ্রম নিয়োগ করিয়া নিজ নিজ মূলধনের সৃষ্টি করিতে হইত, তাহা হইলে এত অধিক ধনোৎপত্তিও হইত না। কৃষক বয়সকালে ভূমিতে বা ভূমিজাত দ্রব্যসামগ্রীতে পরিশ্রম ও মূলধনের নিয়োগ করিয়া তাহার বৃদ্ধি করিতে পারে এবং বৃদ্ধ বয়সে উপযুক্ত ব্যক্তিকে উহার ব্যবহার করিতে দিয়া তাহা অধিকতর বর্দ্ধিত করিতে পারে। কিন্তু যদি সে বৃদ্ধ বয়সে চাষ করিয়া মূলধনের বৃদ্ধি বিষয়ে মনোনিবেশ করে, তাহা হইলে উত্তরোত্তর মূলধনের নাশ হওয়া বিচিত্র নহে। এই জন্য অব্যবহৃত মূলধনের সদ্ব্যবহার করিলে বা উপযুক্ত ব্যক্তিকে উহা ব্যবহার করিতে দিলে দেশের ধনোৎপাদন হইয়া থাকে।

এইরূপে যাহারা কার্য্যগতিকে বা আবশ্যক কার্য্য-নৈপুণ্য এবং জ্ঞানাভাবে মূলধন ব্যবহার করিতে অক্ষম, তাহাদের অব্যবহৃত মূলধনের বৃদ্ধির উপর মূল্যবান বস্তুর বা ধনের বৃদ্ধি এবং শ্রামিকের বেতন বৃদ্ধি নির্ভর করে; কারণ মূলধনের অভাব অপেক্ষা তাহার উৎপত্তি অধিক হইলে উহার সুদও কম হইবে, এবং খাজনা, বেতন ও সুদে উৎপন্ন বা

প্রস্তুত সামগ্রীর সুদ কম হইলে বেতন বৃদ্ধি পাইবে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—শ্রামিকের খাজনা দেওয়ার পর যদি তাহাকে অল্প সুদ দিতে হয়, তাহা হইলে তাহার অংশ বাড়িয়া যায়। পুনশ্চ মূলধনের আধিক্য হেতু যখন উহার সুদ কমিয়া যায়,তখন মূলধনের অধিকারীরা সুদ অপেক্ষা ব্যবসায়ে কিছু অধিক লাভ পাইলে নিজেরাই মূলধনের ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে। হয় তাহারা নিজে ব্যবসা চালায়, না হয় লাভজনক ব্যবসায়ের অংশ খরিদ করিয়া প্রয়োজন মত উহার মূলধন পরিপুষ্ট করে। এইরূপে পরিপুষ্ট মূলধনে ব্যবসায় বৃদ্ধি হইলেই শ্রামিকের অভাব হয় এবং শ্রামিকের অভাব হইলেই তাহার বেতন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে মূলধনের অভাবহেতু সুদের হার অন্যদেশাপেক্ষা অনেক অধিক। সেইজন্য এ দেশের লোক সুদ ভালবাসে এবং সুদের অপেক্ষা অধিকতর নিশ্চিত ও লাভপ্রদ কোন ব্যবসায় না পাইলে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে যায় না। ইংলণ্ডে টাকার সুদ এত কম যে, তথাকার লোক তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ লাভপ্রদ কোন ব্যবসায় পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার অংশ ক্রয় করিয়া মূলধনের পরিপুষ্টি সাধন করে। ইংলণ্ডে এত অধিক মূলধন যে, তথায় তাহা ব্যবহৃত হইয়াও অন্যান্য দেশের রেলওয়ে বিস্তার প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে। এস্থলে মূলধন অর্থে কেবল অর্থ বলিলে এই ভুল হইবে যে বিদেশে অধিক অর্থ প্রেরিত হইলে উহার সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে এবং সামগ্রীর বিনিময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ পাওয়া যাইবে অর্থাৎ সেই দেশের দ্রব্যসামগ্রীর পণ বাড়িয়া যাইবে। রেলওয়ে বিস্তারে ইংলণ্ডের মূলধন খাটিতেছে বলিলে রেলওয়ের উপকরণাদি ইংলণ্ড সরবরাহ করিতেছে বুঝিতে হইবে। ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী যে ব্যবসায়ে শতকরা ছয় টাকা লাভে সন্তুষ্ট, ভারতের ব্যবসায়ী সেই ব্যবসায়ে শতকরা চৌদ্দ টাকা লাভ পাইতে ইচ্ছা করে; নতুবা সে ব্যবসায়ে হস্তার্পণ না করিয়া সুদে খাটাইয়া সহজেই বার টাকা নিশ্চিত পাইবে। নতুবা কার্য্যগতিকে

বা আবশ্যক কার্য্যনৈপুণ্য ও জ্ঞানাভাবে মূলধন ব্যবহার করিতে অক্ষম হইলে উহা ব্যাঙ্কে জমা দিবে বা কোম্পানির কাগজ খরিদ করিবে। ব্যাঙ্কের নিকট কোন কার্য্যক্ষম ব্যক্তি আবার উক্ত টাকা ঋণ করিবে। এই জন্য এবং অন্যান্য কারণে বোম্বায়ের মিলওয়ালারা মিহি কাপড়ের প্রস্তুতি কার্য্যে ম্যান্‌চেষ্টারের কলওয়ালাদের সহিত প্রতিযোগিতায় কৃত-কার্য্য হইতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, সুদের হারই ইহার কারণ নহে, মূলধনের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ।*

* "If we again turn to the Statistical Abstract, we shall find that our people hold about 50 crores of rupees in Govt. Securities and about 11 crores in Postal Savings Banks. In the Presidency and other banks the private deposit stands at about 33 crores of rupees.————They (these resources) might furnish some part of the Capital needed." Hon. Mr. Gokhales' presidential speech I. N. Congress.

বারাণসীর ১৯০৫ সালের জাতীয় মহাসমিতিতে মাননীয় গোখলে বলিয়াছেন, কোম্পানীর কাগজে ৫০ ক্রোর, পোষ্ট আফিসের ব্যাঙ্কে ১১ ক্রোর এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কে ৩৩ ক্রোর মুদ্রা ভারতবাসীর খাটিতেছে এবং এই অর্থের কতক লইয়া ব্যবসায় কার্য্য বিস্তার করা যায়।

গ্রন্থকারের মতে কার্য্যগতিকে যাহারা ব্যবহার করিতে অক্ষম এই অর্থ তাহাদেরই। এই অর্থের অধিকারীরা গবর্ণমেণ্টকে বা ব্যাঙ্ককে ধার দিতে পারে; কিন্তু ব্যবসায়ের নিমিত্ত যাহাদের প্রয়োজন হইবে, তাহাদিগকে ব্যাঙ্কের নিকট ইহা অধিক সুদে লইতে হইবে। বায়কটের পূর্ব্বে অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় যে সকল দেশীয় সামগ্রীর ব্যবসায় স্থিতি লাভ করিয়াছিল বুঝিতে হইবে সেই গুলিতে লাভের হার নিশ্চয় এদেশবাসীর লাভের (মায়সুদ) আকাঙ্ক্ষার অনুগত। যতদিন না ঐ জাতীয় সামগ্রী অধিক পরিমাণে সস্তায় ভিন্নদেশে বিক্রীত না হইবে, ততদিন মূলধন বৃদ্ধি হইবে না; অর্থাৎ লোকসানের ঝুঁকি লইয়া নূতন ব্যবসায়ের মূলধন পাওয়া সহজ হইবে না।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় লোকে যে অর্থ পুঁজি বলিয়া মনে করে, ঐ অর্থে ক্রীত পরিশ্রম বা দ্রব্য সম্ভার কিম্বা জীব জন্তু দ্বারা ব্যবসায় পরিচালিত হয়। অতএব এই পরিশ্রম বা দ্রব্য সম্ভার কিম্বা জীবজন্তু প্রভৃতির ব্যবহার জন্য যাহা দেওয়া হয় তাহাই সুদ। দেশে এই সকল বস্তুর বৃদ্ধি না হইলে কেবল অর্থ দ্বারা মূলধনের বৃদ্ধি হয় না এবং সুদের হার কমে না।

বিলাত হইতে অল্পসুদে মূলধন ধার করিয়া এ দেশের কয়লার বা তৈলের খনি চালান বা কাপড়ের কল নির্ম্মাণ করা অর্থে বিলাত হইতে টাকা আনা বুঝায় না।

কেহ কেহ বলেন, সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে লোকের মূলধন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বাস্তবিক কিন্তু সুদের হারবৃদ্ধি বা হ্রাস এই উভয়ই মূলধনসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে। মূলধন বৃদ্ধি করাই মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কাহারও ইচ্ছা নহে যে, ব্যবহৃত মূলধন ব্যবসায়ে হ্রাস পাউক; কারণ ব্যবসায়ের মূলধন হ্রাস হইতে থাকিলে ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়। যে ব্যক্তির মহাজনী কারবার আছে, শতকরা অল্প সুদ পাইলেই সে ব্যক্তি আরও ব্যয়সংযম করিয়া সুদে ও আসলে অধিকতর মূলধনের সৃষ্টি করিতে পারে।

যাহার বাৎসরিক ২৪০০৲ টাকা খরচ করিবার ইচ্ছা, তাহার শতকরা ছয় টাকা সুদে ব্যাঙ্কে নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত ৪০,০০০৲ টাকা জমা দিয়া বাৎসরিক ঐ পরিমাণ সুদ পাইতে ইচ্ছা হয়। ব্যাঙ্ক মধ্যে মধ্যে দেউলিয়া হয় বলিয়া "সাবধানের বিনাশ নাই"—এই বিবেচনায় সে ব্যয়সংযম করিয়া সুদে আসলে ৪০,০০০৲ টাকার দ্বিগুণ করিতে ইচ্ছা করে; কারণ তাহা হইলেই ৩৲ টাকা সুদে ৮০,০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ করিয়া সে নিশ্চিন্ত হয়।

পক্ষান্তরে মূলধন ব্যবহারের সুদ যদি ১২৲ টাকা হয়, তাহা হইলে ২০,০০০ টাকা মাত্র মূলধন হইলেই বাৎসরিক ২৪০০ টাকা খরচ করা যায়। কিন্তু নিজের অবস্থায় কাহাকেও সন্তুষ্ট দেখা যায় না। যে ব্যক্তি

এদেশে প্রস্তুত করিবার উপাদান না থাকিলে টাকা আনিয়া কি হইবে? বরঞ্চ অধিক টাকার সরবরাহ হইলে যে দ্রব্য দিয়া পূর্ব্বে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইত, এখন সেই দ্রব্য বা সেই পরিমাণ পরিশ্রমের বিনিময়ে অধিক টাকা পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ দ্রব্যের পণ এবং মজুরির মূল্য বাড়িবে। এদেশের লোকের মূলধনে কল-কারখানার উপকরণ খরিদ করিয়া ব্যবসায় করিলে এদেশবাসী মূলধনের নিমিত্ত অধিক সুদ চাহিবে। এই নিমিত্ত এদেশের মূলধনে মজুরি দিয়া এবং যে দেশে মূলধন সস্তা, তথা হইতে কলকারখানার উপকরণ অল্প সুদে ধারে আনিতে পারিলে ব্যবসায় চলিবে কারণ তাহারা অল্প সুদে সন্তুষ্ট অথচ খরচার পর অল্প সুদ দিতে হইলে লাভের হার বাড়িয়া যাইবে এবং এ দেশের অংশীদারগণও সন্তুষ্ট থাকিবে।

বার্ষিক ২,৪০০ টাকা খরচ করিতে পারে, তাহার আরও অধিক খরচ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, অথবা অভাবপ্রযুক্ত সে অধিক খরচ করিতে বাধ্য হয়। অতএব বলা যাইতে পারে যে অধিক সুদে বা অল্প সুদে মূলধনসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না; তবে অধিক সুদে মূলধন বৃদ্ধি করা যেমন সহজ, অল্প সুদে তত সহজ নহে। অধিক সুদে মূলধন বৃদ্ধি করা সহজ বলিয়া এদেশের ধনীরা মহাজনী ভিন্ন অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না।

যে সকল ব্যবসায়ে ঐ পরিমাণ সুদ দিয়াও কর্ম্মকর্ত্তার লাভ থাকে, সেই সকল ব্যবসায়েরই অনুষ্ঠান ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল ব্যবসায়ে সুদ কম, অর্থাৎ মূলধনের সুদ পোষায় না, সেই সকল ব্যবসা লাভজনক নয় বলিয়া এদেশে অবলম্বিত হয় না। অথচ অন্য দেশের ব্যবসায়ীরা তথায় সুদের হার কম বা মূলধন বেশি বলিয়া অল্প লাভে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া এদেশের দ্রব্যাদির সহিত প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।

লোকে টাকা ধার করিয়া ব্যবসা করিলেও উহা যে মূলধন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জন্য অনেকে মনে করেন যে, দেশে প্রচলিত অর্থ বৃদ্ধি পাইলে অধিক ধনোৎপাদন বা মূলধনের সৃষ্টি হইতে পারে। বাস্তবিক ব্যবসায় ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে যে অর্থ পুঁজি বলিয়া মনে করে, ঐ অর্থে ক্রীত পরিশ্রম, বা দ্রব্য-সম্ভার কিম্বা জীবজন্তু দ্বারা ব্যবসায় পরিচালিত হয়। অতএব এই পরিশ্রম বা দ্রব্য-সম্ভার, কিম্বা জীবজন্তু প্রভৃতির ব্যবহার জন্য উহাদের অধিকারীকে যাহা দেওয়া যায়, তাহাই সুদ। দেশে ঐ সকল বস্তুর বৃদ্ধি না হইলে কেবল অর্থ দ্বারা মূলধনের বৃদ্ধি হয় না। অর্থ মূলধন সম্বন্ধেও বিনিময় কার্য্যের সহায়তা করে মাত্র। যদি দেশে মূল্যবান্ সামগ্রী বা পশ্বাদি না থাকে, তাহা হইলে অর্থ তৎসমুদায়কে বর্দ্ধিত করিতে পারে না। দ্রব্য-

সামগ্রী বা পশ্বাদির বন্দোবস্ত থাকিলে তবে অর্থের সাহায্যে সেই সকলকে খরিদ করিয়া মূলধন বৃদ্ধি করা যায়। সভ্যজগতে ভবিষ্যতে পরিশোধ করিব—এইরূপ প্রতিজ্ঞা সম্বলিত কাগজ দ্বারা অর্থের প্রয়োজনসিদ্ধি হয়। অতএব মূল্যবান্ বিনিময়সাধ্য দ্রব্য সামগ্রীর আধিক্যেই দেশের ধন বৃদ্ধি হয় এবং ভোগ অন্তে অন্যস্থানে বিনিময়ের নিমিত্ত যখন অধিক উদ্বৃত্ত থাকে, তখন অধিক মূলধনের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বাণিজ্য-বিস্তারের সহিত আমরা আজ কাল দেশ হইতে দেশান্তরে নীত যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় বা সৌখিন পণ্যসম্ভারের সমাবেশ দেখিতে পাই, উহা ভূগর্ভ, বা নদীগর্ভ, বা সাগর-গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়া মূলধন ও পরিশ্রমের সাহায্যে বিবিধ আকারে রূপান্তরিত হইয়া বণিক্‌গণের ব্যবসায়ের মূলাধার বলিয়া পরিগণিত। পৃথিবীতে লোক বৃদ্ধির সহিত স্বভাবজাত দ্রব্যসামগ্রীতে ক্রমিক বর্দ্ধমান অভাব মোচন না হওয়াতেই ভূমির খাজনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, দেশে পতিত জমির সংখ্যা হ্রাস হওয়ায় অধিক সংখ্যক জমি কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত হয়; তাহাতেই দেশের ধন ও মূলধন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপ ধন ও মূলধন বৃদ্ধি পাওয়ায় সুদের হার হ্রাস পাইতেছে। অতএব সুদ ও খাজনা পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন। খাজনা বৃদ্ধি পাইলে সুদ কমিয়া আইসে এবং যখন মূলধনের অল্পতাবশতঃ সুদের হার বৃদ্ধি হয়, তখন জমির খাজনা কম থাকে, বুঝিতে হইবে। কারণ অধিক জমিতে পরিশ্রম ও মূলধনের নিয়োগ করিলে অধিক ধনোৎপত্তি ও অধিক মূলধনের সৃষ্টি হয়। অধিক জমির চাষ হইলে জমির খাজনা বাড়ে, কিন্তু অধিক মূলধন সৃষ্ট হইলে সুদ কমিয়া যায়।

কোন কোন দেশে অনেক রকম সুদের হার দেখিতে পাওয়া যায়। স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া যে সুদ পাওয়া যায়, হাতচিঠা, হ্যাণ্ডনোট, বা চোটার উপর অনেক অধিক সুদ পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত সুদের

হারের উপর দেশের প্রকৃত সুদের হার নির্ণীত হয় না। এই শেষোক্ত প্রকারে ঋণদান করিলে অনেক সময় সুদ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আসল পাওয়া যায় না; কাজেই আসল, সুদ ও অনাদায়ের ঝুঁকির অনুপাতে এই জাতীয় সুদ ধার্য্য হইয়া থাকে। কথায় বলে আসলের অপেক্ষা সুদের মায়া বেশি। বাস্তবিক অতি বিচক্ষণ মহাজনও সময়ে সময়ে সুদের লোভে বিচলিত হয়েন। বঙ্গদেশে চক্রবৃদ্ধি হারের সুদে চারি পাঁচ বৎসরে আসলের টাকা উঠিয়া আসে, এবং কোন কোন ঋণীর কাছে সুদ সমেত আসল সম্পূর্ণ আদায়ও হয়; এই জন্য দুই একটা ঋণীর মৃত্যু বা দেউলিয়া অবস্থা হইলেও মহাজনদিগকে প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেখা যায় না। এই জাতীয় মহাজন দ্বারা কিন্তু অনেক সময়েও ব্যবসায় উৎসন্ন হয়। মহাজনেরা ঘুণাক্ষরে ব্যবসায়ীর মন্দ অবস্থার কথা অবগত হইলে বা অনুমান করিয়া লইলে এমনই জোর তাগাদা দ্বারা দেনদারকে উত্ত্যক্ত করে যে, তাহার আর ব্যবসায় চালাইবার ক্ষমতা থাকে না। অনেকে আবার নালিশ করিয়া ঋণী ব্যবসায়ীর মাল এস্তাকাল ক্রোক করিতে উদ্যত হয়; তাহাতে হতভাগ্য দেনদারের বাজার-সম্ভ্রম একবারে নষ্ট হইয়া যায়। ব্যবসায়িগণের বাজার সম্ভ্রম তাহাদের দশ গুণ মূলধনের সমান। বাজারের অবস্থা দেখিয়া ব্যবসায়ী যখন ধারে মাল কিনিবার বন্দোবস্ত করিতেছে, সেই সময়ে তাহার বাজার সম্ভ্রম নষ্ট হইলে মহাজনের পুরা টাকা প্রাপ্তি হয় না, ব্যবসায়ীরও ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যায়।

লাভ।

কর্ম্মকর্ত্তা তত্ত্বাবধান, ব্যবসায়ে শ্রামিকের শ্রমনিয়োগ, মূলধন সংগ্রহ ও লোকসানের ঝুঁকি হেতু যাহা পায়, তাহার নাম লাভ। মনুষ্যের আদিম অবস্থায় প্রাথমিক মূলধনে যে পরিমাণে কাজ পাওয়া গিয়াছে,

অধুনা মূলধন বৃদ্ধি পাওয়ায় সে পরিমাণ কাজ পাওয়া যায় না। ইহার কারণ ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। অর্থ বিনিময় কার্য্য সুকর করিয়াছে। এই অর্থের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইতে থাকিলে একজাতীয় অর্থব্যবসায়ীর আবির্ভাব হইল। ইহারা অন্য ব্যবসায় করিতে অনিচ্ছুক বলিয়া ইহাদের অর্থ ঋণ করিয়া অপরে ব্যবসায় করিয়া থাকে। অধিকন্তু ব্যাঙ্কিং প্রথা প্রচলিত হওয়ার পর লোকের অব্যবহৃত মূলধন সুদের লোভে আজকাল ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয় এবং ব্যাঙ্ক হইতে অপরে ঋণ করিয়া উহা দ্বারা ব্যবসায় কার্য্যে সুবিধা পাইয়া থাকে। কিন্তু সুদের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, লোকে অর্থ দ্বারা ব্যবসায়ের দ্রব্যাদি সংগ্রহের নিমিত্ত ঋণ করিয়া সুদ দেয়। সুতরাং দেশে দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন বা প্রস্তুত না হইলে উহাদের বিনিময় বা রূপান্তরিত করিয়া ব্যবসায় চলিতে পারে না। অতএব ব্যবসায় করিতে উৎপাদিত বা প্রস্তুত দ্রব্য, ঐ দ্রব্য ক্রয় করিবার নিমিত্ত অর্থ বা উহা ধারে সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা বা বাজার সম্ভ্রম, এই সমস্তই আবশ্যক।

আজকাল অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় সকল ব্যবসায়ে লাভের হার কমিয়া যাইতেছে। কোন ব্যক্তি কোন দেশে অধিক লাভ করিতেছে শুনিলে অনেকেই লাভের আশায় সেই ব্যবসায় করিতে বদ্ধপরিকর হয় এবং দ্রব্যাদি অধিক উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে তৎসমুদায় বিক্রয় করিতে থাকে। এইরূপ প্রতিযোগিতার ফল এই দাঁড়ায় যে, যাহারা অল্প লাভে ব্যবসায় চালাইতে পারে, তাহাদেরই কারবার দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। ব্যবসায়ে অল্প লাভ হইলে যদি অধিক মাল বা অধিক মূলধন লইয়া ব্যবসায় চালাইতে হয়, তাহা হইলেই মোটের উপর অধিক লাভ হইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে যে পরিমাণ মূলধনে যে পরিমাণে লাভ হইত, এখন অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় অপেক্ষাকৃত অধিক মূলধনে তদপেক্ষা অনেক অল্প লাভ হয়। সেইজন্য আজ কাল

যাহারা অধিক মূলধনের অধিকারী, অথবা যাহারা অধিক মূলধন কার্য্যে নিয়োগ করিতে সক্ষম, অথবা যাহারা পরস্পরে সম্ভূয়সমুত্থানে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারাই ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হয়। মূলধনের সকল অধিকারীরা কিন্তু লোকসানের ঝুঁকি লইয়া ব্যবসায়ে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করে না। তাহাদের অনেকেই ব্যবসা-বুদ্ধিহীন বলিয়া অথবা মূলধন নিয়োগ ও তাহার তত্ত্বাবধানে অপারগ বলিয়া অর্থের ব্যবসায় করেন। এইরূপে দ্রব্যাদির উৎপাদনে ও প্রস্তুত করণে কার্য্যক্ষম লোকের হস্তে তাঁহাদের মূলধনের সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে।

ধারে দ্রব্যাদি ক্রয়ের অর্থ মূলধনের হস্তান্তরীকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্যবসায়ে ধার পাওয়া বড় কঠিন কথা, এবং ধার ধরিতে গেলে বাজার সম্ভ্রম থাকা আবশ্যক। ভবিষ্যতে পরিশোধ করিব, এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া দ্রব্যাদি খরিদ করিবার ক্ষমতাই ব্যবসাদারের বাজার-সম্ভ্রম।

ইতিপূর্ব্বে বেতন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় বলা হইয়াছে মূলধনের অভাবে প্রফুল্লচিত্ত কার্য্যক্ষম শ্রামিক আপনার কর্ম্মফলা বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া অধিক কর্ম্ম করিবার সুযোগ পায় না। যে গোয়ালা দ্বাদশটী ভিন্ন ভিন্ন বাটীতে দ্বাদশটী গাভী দোহন করিয়া মাসিক ছয় টাকা পায়, সেই গোয়ালার মূলধন না থাকায় সে চব্বিশটী গাভী ক্রয় করিয়া ক্ষমতাসত্ত্বেও একস্থানে দোহন করিতে পারে না। এই জাতীয় শ্রামিক-দিগকে কর্ম্ম করিবার সুযোগ দিলে তাহাদের বেতনও বৃদ্ধি পায় এবং যে সুযোগ দেয়, তাহারও লাভ হয়; কারণ যে শ্রামিক নির্দ্দিষ্ট বেতনে চাকরী করে, সেই শ্রামিককে তাহার ক্ষমতানুযায়ী দ্বিগুণ কর্ম্ম করাইয়া লইতে পারিলেও তাহাকে দ্বিগুণ বেতন দিতে হয় না। আর যে ব্যক্তি প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত দ্বাদশ স্থান ঘুরিয়া মাসিক ছয়টাকা উপার্জ্জন করে, সেই ব্যক্তি সেই সময়ে একস্থানে চব্বিশটী গাভী পাইলে কিছু অধিক

উপার্জ্জনেই সন্তুষ্ট হয়। গৃহস্থের গাভীপ্রতি মাসিক আট আনা পড়িবে, কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তা ঐরূপ একটী গোয়ালাকে নির্দ্দিষ্ট বেতনে নিযুক্ত করিলে তাহার গাভী প্রতি বিস্তর কম পড়িবে। এইরূপে কর্ম্মকর্ত্তার অভ্যুদয়ে শ্রামিকদের যোগ্যতা ও ক্ষমতা বিশেষে শ্রম নিয়োগ ও মূলধন প্রয়োগ করিলে দ্রব্য সামগ্রী অধিকতর উপন্ন বা প্রস্তুত হইতে থাকে। তাহাতে শ্রামিকের বেতন বৃদ্ধি পায়, অথচ কর্ম্মকর্ত্তার যথেষ্ট লাভ থাকে। কর্ম্মকর্ত্তার এই লাভ জমির খাজনার মত। এই লাভে খরিদদারের কোন ক্ষতি হয় না; এই লাভ ছাড়িয়া দিলে বাজার দরও কমিয়া যায় না।

এদেশে কর্ম্মকর্ত্তার অভ্যুদয় না হওয়ায় লোকবৃদ্ধির অনুপাতে ধনবৃদ্ধি হইতেছে না এবং সেই কারণে দেশে দরিদ্রতা অনুভূত হইতেছে। লোকবৃদ্ধি হেতু খাজনা বৃদ্ধি হইতেছে এবং কৃষকগণ অল্প হইতে অল্পতর ভূমি লইয়া আবাদ করিতেছে। এক বৎসর ফসল না হওয়ায় মহাজনকে অধিক সুদ দিতে * হইতেছে এবং নিজে যে কার্য্যে

---

* খাজনা দিবার সময় অথবা মজুরদিগকে অধিক পরিমাণে নগদ টাকা দিবার সময় টাকার অভাব হইলেই মহাজন ব্যাপারীদের কাছে কৃষকগণ দাদন লয়। চাষীদের দুরবস্থা দেখিলেই এই শ্রেণীর লোকের সুযোগ উপস্থিত হয় এবং তাহারা টাকা অগ্রিম দিয়া থাকে। ক্রমে যখন চাষীর শস্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হয়, তখন তাহার নিকট বাজার দরে শস্য ক্রয় করে এবং কর্জ্জ বাবদ সুদ বলিয়া মণ করা পাঁচ ছয় সের পর্য্যন্ত মাল ধলতা অধিক লইয়া থাকে। এইরূপ অগ্রিম টাকা দেওয়াকেই দাদন বলে। এইরূপ দাদন লওয়ায় প্রজাদিগের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। দ্রব্যাদির মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইলেও নির্দ্দিষ্ট অর্থে খাজনা দিতে হইতেছে, বলিয়া এক পক্ষে ইহাদের সুবিধা বটে; কিন্তু মহাজনদিগের নিকট দাদন লইয়া তাহার সুদ স্বরূপ ঐরূপ ধলতা দেওয়াতে তাহাদের সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে। অধিকন্তু পাট বা ধান বুনিবার সময় ঋণ করিয়া উৎপন্ন ফসল হইতে মহাজনের প্রাপ্য সুদ বণ্টন করিয়া দিলে তাহার কেবল ৫।৬ মাসের খোরাকী থাকে। এইরূপে ছয় মাসে ফসলের ষষ্ঠাংশ সুদ বলিয়া দিতে হইলে তাহাকে বাৎসরিক অনুমান ২৪৲। ২৫৲ টাকা হারে সুদ দিতে হয়।

যদি বিঘা প্রতি ১৮ মণ ধান্য হয়, তাহা হইলে মণ করা ৫ সের ধলতা দিলে ১৮ মণে ২।০ দুই মণ দশ সের দিতে হয়। ১৮ মণের দাম ৩৬৲ টাকা হইলে ২।০

সক্ষম, তাহাও কতক করিতেছে, এবং যে কার্য্য করা তাহার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা তাহাতেও হস্তক্ষেপ করিতেছে। এই সকল ব্যক্তি দ্বারা

মণের দাম ৪৷৷০ টাকা হইবে। এইরূপে ৩৬৲ টাকার ৪৷৷০ টাকা হইলে ১০০ টাকায় ১২৷৷০ হইবে; এবং ছয় মাসে ১০০৲ টাকায় ১২৷৷০ সুদ দিতে হইলে বৎসরে ২৫৲ টাকা দিতে হইবে।

আবার ধান্য বিক্রয় করিয়া অবশেষে নিজের আহারের জন্য কৃষক যখন মহাজনের নিকট ধান্য ধার করে, সেই ধান্য পরিশোধ করিবার সময় তাহাকে দ্বিগুণ দিতে হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে চড়া দামে ধান্য লইয়া যদিও পৌষ মাঘ মাসের সস্তা ধান্যে তাহা পরিশোধ করিতে হয়, তথাপি মূল্যের তারতম্যের বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, তাহাদিগকে অনেক অধিক দিতে হয়। দুই টাকা চারি আনা মণের ২০ মণ ধান্য ধার করিয়া ১৷৷০ মণ মূল্যের ধান্যে পরিশোধ করিলে চাষীকে সুদ হিসাবে ছয় মাসে ৪৫৲ টাকায় ১৫৲ টাকা দিতে হয়, অর্থাৎ বৎসরে শতকরা প্রায় ৩২৲ টাকা সুদ দিতে হয়।

উপরে দাদন ও তাহার সুদ পরিশোধ ব্যাপারে চাষিদের যে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এই অনর্থ নিবারণের নিমিত্ত সরকার বাহাদুর কৃষি-ব্যাঙ্ক,ও কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্ সোসাইটী প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন; জমিদারগণ এই কার্য্যে সহায়তা করিলে উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। যদি প্রজাগণ অর্থাভাবে অসমর্থ হয়, ২।৩ জন জমিদার মিলিত হইয়া এক একটী কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন। প্রজারা নিজ নিজ মূলধন সমস্ত ব্যয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট অল্প সুদে মূলধন ধার লইয়া ব্যবহার করিতে পারে। জমিদার নিজে তাহাদের জামিন হইলে অথবা প্রজাদের বন্ধুগণের মাতব্বরীতে ধার দিতে অনুমতি দিলে, কৃষকেরা সহজেই ঐ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের অজ্ঞ প্রজারা ঐরূপ লইতে সাহস পাইবে কি না বলা যায় না। লোকগণনার সময় বয়স নিরূপণের নিমিত্ত আদমসুমারীর কর্ম্মচারিগণের সম্মুখে পাছে যুবতী ভার্য্যা বা কন্যা ভগিনীকে আনিতে হয়, (যদিও এরূপ আনিবার কোন বিধি নাই) অজ্ঞতাবশতঃ এই অকারণ ভয়ে যে সকল লোক তাহাদিগকে ঘুষ দিতে ক্ষান্ত হয় নাই, সেই হীনবুদ্ধি অনভিজ্ঞ লোকেরা যে, দুষ্টবুদ্ধি নিম্নশ্রেণীর সরকারী লোকের নিকট ঋণ গ্রহণ করিলে পাছে অনেক বেশি দিয়া শোধ দিতে হয়, এই ভয়ে অগ্রসর হইবে না এবং দেশের কোন শিক্ষিত লোকও বিনা স্বার্থে তাহাদিগের সাহায্য করিতে যাইবেন না, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। এইরূপ স্থলে পরিণামদর্শী শিক্ষিত কর্ম্মকর্ত্তার অভ্যুদয় হইলে কৃষকেরা সাধ্যমত কার্য্যকৌশল দেখাইয়া বেতন হিসাবে অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে এবং কর্ম্মকর্ত্তাও লাভবান হইতে পারেন। ফলতঃ শ্রম বিভক্ত হইয়া সস্তায় অধিক ভূমিতে মূলধন নিযুক্ত হইলে দেশের দ্রব্যসামগ্রী যে সস্তা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিলাতের ন্যায় দুর্ম্মূল্য দেশেও জমির খাজনা ও শ্রমিকের বেতন দিয়াও ভারতবর্ষ অপেক্ষা সস্তায় কপি বিক্রয় হয়।

দেশের ধনোৎপত্তি হইতেছে না। কিন্তু কোন কর্ম্মকর্ত্তা যদি ঐ সকল লোককে যোগ্যতানুসারে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে সুফল ফলিতে পারে। নিজের বাজারসম্ভ্রমে কর্ম্মকর্ত্তা অল্প সুদে মূলধন পাইতে পারিবেন। এক ব্যক্তির নিকট অধিক জমি লইলে বা সুবিধা মত লইতে পারিলে অল্প খাজনায় পাওয়া যাইবে এবং শ্রামিকগণের যোগ্যতানুসারে শ্রমবিভাগ করিয়া কাজ করাইলে ফসলও অধিক পাওয়া যাইবে। অধিকন্তু কর্ম্মকর্ত্তার কর্ম্মফলা বুদ্ধি, পরিণামদর্শিতা ও বিজ্ঞানের সাহায্যগ্রহণ একত্র নিয়োজিত হইলে কেবল যে ফসলবৃদ্ধি হইয়া দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে এমত নহে, শ্রামিকদেরও বেতনবৃদ্ধি হইয়া দেশের দরিদ্রতা দূর হইবে।

জমির উর্ব্বরতার উপর যেমন উহার খাজনা নির্ভর করে, সেইরূপ কর্ম্মকর্ত্তার পারগতার উপর লাভ নির্ভর করে; কর্ম্মকর্ত্তার বুদ্ধির দোষে কর্ম্ম সুপরিচালিত না হইলে দেশের ব্যবসায়ের অবস্থা বিপরীত ভাবাপন্ন হয়। যে দেশে লোকসান হইলে সহজে দেউলিয়া আদালতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, সে দেশে অকর্ম্মণ্য কর্ম্মকর্ত্তার অধিক আবির্ভাব হইতে থাকে এবং ব্যবসায়ে ক্রমশঃ লোকসান হইতে থাকিলে শ্রামিকদের বেতন প্রাপ্তি সম্বন্ধে আর বিশ্বাস থাকে না। লাভ না রাখিয়া কোন উৎপন্ন বা প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস করা যায় না এবং অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় যে ব্যক্তি অল্প লাভে ব্যবসায় চালাইতে পারে,তাহারই ব্যবসায় অধিককাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি মূলধনের সাহায্যে যন্ত্রোপকরণ নির্ম্মিত না হইলে কেবল শ্রামিকের আহার সংস্থান হইলেই অধিক কাজ পাওয়া যায় না বা অধিক ধনোৎপত্তি হয় না। মূলধনের অধিক পরিমাণ টাকা শ্রমজীবীদের মজুরিতে ব্যয়িত না হইয়া যদি কলে, কুটী প্রস্তুত করিতে,মালে বা অন্য কোন দ্রব্যে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে লাভের পরিমাণ অধিক হয়।

মনে কর একটী দ্রব্যকে ক ও আর একটী দ্রব্যকে খ বলা যায়। ইহাদের প্রত্যেককে প্রস্তুত করিতে হাজার টাকা মূলধন আবশ্যক। এই হাজার টাকার মধ্যে ক প্রস্তুত হইতে সমুদয়ই উপস্থিত শ্রামিকদিগের মজুরীতে ব্যয়িত হয়, এবং খ প্রস্তুত করিতে হাজার টাকার পাঁচ শত টাকা কলে ব্যয়িত হয়। শত করা বিশ টাকা লাভে যদি উভয় সামগ্রী বিক্রয় হয়, তাহা হইলে বারশত টাকা কএর ও বারশত টাকা খএর দাম হইবে। ক হম্বন্ধে বারশত টাকার মধ্যে হাজার টাকা বাদে দুই শত টাকা লাভ হইবে, অর্থাৎ বারশত টাকায় দুইশত টাকা লাভ। কিন্তু খ সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে বারশত টাকার মধ্যে কলের পাঁচশত টাকা বাদে সাত শত টাকায় দুইশত টাকা লাভ। কলের অনেক অংশ ক্ষয় জন্য মধ্যে মধ্যে মেরামত বা বদল করিতে হয়। যদি পাঁচশত টাকার কল এক বৎসর ব্যবহারের পরে একশত টাকায় পুনরায় কার্য্যক্ষম করা হয়, তাহা হইলে আটশত টাকায় দুইশত টাকা লাভ ধরিতে হইবে, এবং ঐ কল যদি পাঁচ বৎসর পর কতক পরিমাণে অব্যবহার্য্য হয় এবং উহা অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে গড়পড়তায় আরও পঞ্চাশ টাকা অধিক খরচ ধরিতে হইবে অর্থাৎ পাঁচ বৎসর আট শত পঞ্চাশ টাকায় দুই শত টাকা লাভ হইবে। এমন কি যদি কল কেবল পুরাতন লোহার দরে পঞ্চাশ টাকায়ও বিক্রীত হয়, তাহা হইলেও আটশত নব্বই টাকায় দুইশত ঠাকা লাভ হইবে।

দ্রব্যাদি উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই অনেক সময় জমিদারের শ্রামিকের ও মহাজনের প্রাপ্য বণ্টিত হইয়া যায়; কিন্তু দ্রব্যাদি বিক্রেতার হাতে না পৌঁছিলে কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহার প্রাপ্য পান না। কর্ম্মকর্ত্তার প্রাপ্য হইতে আর এক শ্রেণীর লোক কিছু ভাগ লইয়া যায়,—যেমন আড়তদার ও দালাল; অথবা কর্ম্মকর্ত্তা দালালী সমেত দ্রব্যের পণ

পাইয়া থাকেন। কিন্তু যে দরে দ্রব্যাদি ক্রেতার নিকট বিক্রীত হয়, সেই দরই উৎপাদিত বা প্রস্তুত ধনের অর্থপরিমেয় মূল্য বা পণ। ব্যবসায়ী ক্রেতা যে দরে দ্রব্যাদি খরিদ করে, শেষ খরিদ্দার নিজের ভোগের বা ব্যবহারের নিমিত্ত সেই দর অপেক্ষা অনেক বেশি দর দেয়।

দ্রব্যাদির নির্ম্মাতা বা উৎপাদকের নিকট মহাজন যে দরে উহা খরিদ করে, অথবা জমিতে পরিশ্রম ও মূলধন নিযুক্ত করিয়া কর্ম্মকর্ত্তা তত্ত্বাবধান জন্য দ্রব্যাদিতে যে মূল্য সৃষ্টি করে, সেই মূল্যে অবধারিত দ্রব্য বা ধনের বণ্টনের কথাই ধনবিজ্ঞানবিদেরা বিচার করিয়া থাকেন। উৎপাদিত বা প্রস্তুত ধনের নির্ম্মাতা বা উৎপাদকের নিকট হইতে মহাজন, পাইকার, খরিদদার ও খুচরা বিক্রেতা লইয়া যেরূপ দ্রব্যাদিতে মূল্য যুক্ত করে, উহা বাণিজ্যের অন্তর্গত; অর্থাৎ যাহাদের ভোগের নিমিত্ত দ্রব্যাদি উৎপন্ন বা প্রস্তুত হয়, তাহাদের বিক্রয় করিয়া শেষ বিক্রেতা দ্রব্যাদিতে যে মূল্য সৃষ্টি করে,সে মূল্যে অবধারিতদ্রব্য বা ধনের-বণ্টনে ভূমির,পরিশ্রমের,মূলধনেরও কর্ম্মকর্ত্তার প্রাপ্য বাদে যথাক্রমে মহাজন, পাইকার খরিদ্দার ও খুচরা খরিদদারের প্রাপ্য আছে বুঝিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত উৎপাদিত বা প্রস্তুত সামগ্রীতে রাজা যে অংশ লইয়া থাকেন, তাহাও বিবেচ্য। ইহার নাম কর (রাজস্ব)।

কর (রাজস্ব।)

রাজা কর লইয়া রেল, রাস্তা খাল বিস্তার করিয়া দ্রব্যাদির গমনাগমনের যে সুবিধা করিয়া দিতেছেন, তাহাতে দ্রব্যাদি স্থানজনিত মূল্যযুক্ত হইতেছে। যে চাউল রাস্তার অভাবে আসিতে পারিত না, স্থানীয় মূল্যে বিক্রীত হইত, অধুনা রেল খাল ও রাস্তার বিস্তারে তাহা অধিক মূল্যযুক্ত হইতেছে ও অন্য দেশের অভাব দূর করিতেছে। রাজা কর লইয়া

ধর্ম্মাধিকরণের সাহায্যে তস্করের হস্ত হইতে উৎপাদক ও প্রস্তুতিকারককে নিজ পরিশ্রমজাত কর্ম্মফল ভোগ করিতে সমর্থ করিতেছেন। রাজকরের যে অংশ সৈন্য-পরিপুষ্টির ও যুদ্ধের উপাদানের নিমিত্ত ব্যয়িত হয়, তাহা উৎপাদক ও প্রস্তুতিকারক যেমন দেয়, সেইরূপ অন্য প্রজারাও দিয়া থাকে। রাজ্যে বাস করিলে সকলেই এই খরচা দিয়া থাকে ও দিয়া আসিতেছে, এই নিমিত্ত ইহা উৎপাদকের বা প্রস্তুতিকারকের উৎপাদিত বা প্রস্তুত ধন-বণ্টনে ধর্ত্তব্য নহে।

দ্বিতীয় ভাগ।

অর্থ।

কৃষক অনন্যমনে কেবল শস্য-উৎপাদনের জন্য শ্রম স্বীকার করিলে, তাহার চেষ্টায় এত শস্য উৎপন্ন হইতে পারে যে, তাহাতে তাহার সংবৎসরের উদরান্নের সংস্থান হইয়া বহু শস্য উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে সর্ব্বত্র সকলে এই প্রকারেই অনন্যচিত্ত হইয়া নিজ ব্যবসায়ের বিস্তারের চেষ্টা করিয়া বহু সামগ্রীর উৎপাদন বা রচনা করিয়া থাকে। শ্রমবিভাগে এইরূপে বহু সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইলে নিজের ব্যবহারের মত রাখার পর উৎপাদকের বা নির্ম্মাতার নিকটে পণ্য সামগ্রী উদ্বৃত্ত থাকিলেই বিনিময় বা অদল বদলের সূত্রপাত হয়।

কিন্তু এইরূপ দ্রব্য-বিনিময়ে সকল সময়ে লোকের অভাব সহজে দূরীভূত হয় না; অনেক সময়েই বিনিময়ে অভিলষিত সামগ্রী যথাসময়ে পাওয়া যায় না। মনে কর, সূত্রধর যে সময়ে লাঙ্গল প্রস্তুত করিল, সে সময়ে কোনও কৃষকের লাঙ্গলের প্রয়োজন না থাকিতে পারে; অথবা সূত্রধর যাহার নিকট লাঙ্গল লইয়া গেল, তাহার নিকট সে সময়ে বিনিময়-যোগ্য তণ্ডুল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না থাকিতে পারে। এরূপ অবস্থায়, যে কৃষকের লাঙ্গলের প্রয়োজন, অথচ যাহার নিকট বিনিময়-যোগ্য তণ্ডুলও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে, তাহার অনুসন্ধানে সূত্রধরকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং তাহার নিকট গিয়া লাঙ্গলের বিনিময়ে তণ্ডুল সংগ্রহ করিতে হইবে। এই কার্য্যে কোনও প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইলে সূত্রধরের ভাগ্যে সেদিন অন্ন জুটিবে না। এইখানেই সূত্রধরের কর্ম্ম-ভোগের শেষ হইল না। তাহার তৈল বা শর্করার প্রয়োজন হইলে

তাহাকে প্রথমে লাঙ্গলের বিনিময়ে তণ্ডুলের সংগ্রহ করিয়া পরে তৈল বা শর্করা প্রস্তুতিকারীর নিকট যাইতে হইবে। কারণ, তৈল বা শর্করা-প্রস্তুতিকারীদিগের লাঙ্গলের প্রয়োজন থাকে না। অন্যান্য ব্যবসায়-জীবীকেও সাধারণ দ্রব্য বিনিময় প্রথার এইরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। যাঁহারা মানসিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, এই প্রথায় তাঁহাদিগেরও অসুবিধা অল্প হয় না। চিকিৎসক বা যাজকের তণ্ডুল বা তৈল সংগ্রহ করা আবশ্যক হইলে, যে কৃষক বা তৈলিকের চিকিৎসা বা যাজন করাইবার প্রয়োজন থাকে, অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদি-গকে তাহারই নিকট যাইতে হইবে।

এইরূপে প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে প্রথমে আপন পণ্যের ক্রেতা অনুসন্ধান ও তাহার পর প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ—এই দ্বিবিধ কার্য্য করিতে হইলে তাহার অবলম্বিত ব্যবসায়ের প্রভূত ক্ষতি হয়,—সে অনন্যচিত্ত হইয়া স্বীয় শিল্প বা ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধন করিতে পারে না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সমাজে আর এক শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্ব্বকালে বৈশ্যদিগের মধ্যে যাহারা বণিকের কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের আবির্ভাবে বিনিময় প্রথার পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। বণিকগণ পণ্যদ্রব্য সকল ব্যবসায়িদিগের নিকট হইতে সকল সময়ে সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেন, এবং পরে সাধারণে বণিকদিগের নিকট হইতে প্রয়োজনমত ঐ সকল পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেন। এই প্রকার পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ের নাম বাণিজ্য।

বলিয়াছি, বাণিজ্যের মূল বিনিময়। এখনও যে সকল অসভ্য দেশে অর্থের প্রচলন হয় নাই, সেই সকল দেশে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য লইবার প্রথা আছে। বিলাতী কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহিত আফ্রিকার অসভ্য লোকেরা হস্তিদন্তের বিনিময় করিয়া থাকে। রাজধানী কলিকাতাতেও পুরাতন বস্ত্রের বিনিময়ে অনেকে কাংস্য ও পিত্তল নির্ম্মিত

পাত্রাদি ক্রয় করিয়া থাকে। মফস্বলেও এরূপ দ্রব্য-বিনিময়ের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।*

পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে পণ্যদ্রব্য-গ্রহণের প্রথা সমাজে প্রচলিত থাকিলেও উহাতে পণ্যের মূল্যপরিমাণ লইয়া অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এক বস্তু দ্বারা কোনও পণ্যের মূল্যপরিমাণ নির্দ্দেশ করা যেরূপ সহজ, নানা বস্তু দ্বারা সেরূপ করা সকল সময়ে সহজ সাধ্য হয় না। একমণ ধান্যে কত তৈল, ঘৃত, বস্ত্র বা শর্করা পাওয়া যায়, ইহা একবার স্থির হইলে এক মণ ধান্যকে ঐ সকল পণ্যের মূল্য বলিয়া সহজেই ধরিয়া লওয়া যায়। ফলতঃ এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর বিনিময়কালে উভয়ের মধ্যে যে পরিমাণগত সম্বন্ধ লক্ষিত হয়, তাহাকেই আমরা ঐ দুই বস্তুর মূল্য বলিয়া অভিহিত করি। একমণ ধান্য দিয়া ৫ সের ঘৃত পাওয়া গেলে বলিতে হয়, ৫ সের ঘৃতের মূল্য একমণ ধান্য। পক্ষান্তরে যে /৫ সের ঘৃত দিয়া ১ মণ ধান্য ক্রয় করে, তাহার নিকট একমণ ধান্যের মূল্য ৫ সের ঘৃত। এইরূপে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর পরস্পর বিনিময়কালীন ভিন্ন ভিন্ন পরি-

---

* গোধনপদের উল্লেখ আমাদের প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যেও "গোপুচ্ছেন ক্রীতং গোপুচ্ছিকং (কৌমুদী ৫।১।৩৭) একটি গবী দ্বারা ক্রীত, "গবী ক্রীতা" "অশ্বেন ক্রীতা" (পতঞ্জলি ৪।১।৫০) এবং "পঞ্চভির্গোভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চগুঃ দশগুঃ (কাশিকা ৫।৪।৯২) প্রভৃতি উদাহরণের অভাব নাই। "পঞ্চভিরশ্বৈঃ ক্রীতা পঞ্চাশ্বা" (কৌমুদী ৪।১।২২) "দ্বাভ্যামঞ্জলিভ্যাং ক্রীতঃ দ্বাঞ্জলিঃ" (কৌ ৪।৪।১০২) দ্বাভ্যাংশূর্পাভ্যাং ক্রীতঃ দ্বিশূর্পং (কৌ—৭।২।৫০) পঞ্চভির্গোণিভিঃ ক্রীতঃ পটঃ পঞ্চগোণিঃ (কৌ—৭।২।৫০) মুদ্গৈঃ ক্রীতং মৌদ্গিকং (কাশিকা (৫।২।৩৭) পঞ্চভির্ণৌভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চনুঃ (পাণিনি ৫।৪।৯৯) "বস্ত্রেণ ক্রীয়তে বস্ত্রক্রীতঃ (কাশিকা ৪।১।৪০) পঞ্চভিঃ সূচীভিঃ ক্রীতঃ পঞ্চসূচিঃ, দশসূচিঃ, (কা—১।২।৪৮) দ্বাভ্যাং পুরুষাভ্যাং ক্রীতা দ্বিপুরুষা, ত্রিপুরুষা (কাশিকা ৪।১।২৪] এই সকল উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এ দেশেও পুরাকালে অশ্ব, ধানা, গোণি, মুদগ, নৌকা, সূচী, বস্ত্র, কপর্দ্দক, এমন কি দাসত্বপ্রাপ্ত নরনারী পর্য্যন্ত টাকা কড়ির ন্যায় ধনরূপে পরিগণিত হইত। এখনও গুজরাট অঞ্চলে কড়ির পরিবর্ত্তে বাদামের ব্যবহার হইয়া থাকে।

মাণগত সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পণ্যদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করা কিরূপ অসুবিধাজনক, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কেবল তাহাই নহে, ধান্যাদির ন্যায় কোনও একটী নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু দ্বারা অন্যান্য সকল বস্তুর মূল্য নিরূপণ করিয়া ব্যবসায় পরিচালন করাও সুবিধাকর নহে। যদি ধান্যকেই পণ্যদ্রব্যের মূল্যনিরূপক সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে হিসাবের সুবিধার নিমিত্ত সকলেই পণ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তে ধান্যই চাহিবে। এরূপ অবস্থায় যদি কোনও ব্যবসায়ী একশত মণ ঘৃত ক্রয় করিতে চাহেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহাকে উহার মূল্য স্বরূপ দুই হাজার মণ ধান্য লইয়া ঘৃত বিক্রেতার নিকট গমন করিতে হইবে। ঘৃত-বিক্রেতা যদি দূরদেশবাসী হয়, তাহা হইলে এই দুই হাজার মণ ধান্য লইয়া তাহার নিকট যাওয়া, ঘৃত ক্রয় করণেচ্ছু মহাজনের পক্ষে বিষম ব্যয়-সাধ্য ও কষ্টজনক ব্যাপার হইয়া উঠিবে, ইহা বলাই বাহুল্য। ফল কথা, ধান্যের ন্যায় সামগ্রী মূল্য-নিরূপণের নির্দ্দিষ্ট বস্তু হইলে ব্যবসায়িদিগকে পদে পদে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই কারণে পণ্যের মূল্যনিরূপক এরূপ কোনও দ্রব্য হওয়া উচিত যে দ্রব্য লইয়া দেশ দেশান্তরে গমন, ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর না হয়। বলা বাহুল্য, অর্থ বা ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রা দ্বারা এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সুসিদ্ধ হয়। পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে মূল্যস্বরূপে অর্থের ব্যবহার হইয়া থাকে বলিয়া অর্থকে দ্রব্যের "পণ" বলে। মুদ্রায় ধাতব অংশ যথোচিত আছে কি না, এবিষয়ে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা ; এইজন্য উহার উপর রাজার মূর্ত্তি বা বিশেষ চিহ্ন মুদ্রিত করা হয়। তদ্ব্যতীত এই মুদ্রার নির্ম্মাণকার্য্যও রাজা বা রাজপুরুষদিগের হস্তেই ন্যস্ত থাকে।

অর্থ দ্বারা পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করিলে বিনিময় বা ব্যবসায় কার্য্য সুচারুরূপে সাধিত হয়। যদি তৈলিকের ধান্যাভাব ঘটে, তবে সে কৃষককে তৈল দিয়া তাহার নিকট হইতে ধান্য আনিতে পারে, একথা পূর্ব্বে বলি-

য়াছি। কিন্তু কৃষকের যদি তৈলের প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে তৈলিককে বিষম বিপদে পড়িতে হয়। পণ্যের বিনিময়স্বরূপ অর্থের ব্যবহার প্রচলিত থাকিলে কিন্তু তৈলিককে আর কোনও অসুবিধাই ভোগ করিতে হয় না; কেবল দুইবার বিনিময় করিলেই তাহার কার্য্যসিদ্ধ হয় অর্থাৎ একবার তৈলের বিনিময়ে অর্থ লইতে হয় আর একবার অর্থের বিনিময়ে ধান্য সংগ্রহ করিতে হয়। এইজন্য সভ্য সমাজে বিনিময় করণার্থে অর্থেরই বহুল প্রচার হইয়াছে।

বিনিময় কার্য্যে অর্থের বহুল প্রচার হইলেও প্রকৃতপক্ষে অর্থের বিনিময়ে আমরা কোনও দ্রব্যই প্রাপ্ত হই না, ইহা একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যলাভের নিমিত্ত লোকে একটী দ্রব্যের সহিত অন্য দ্রব্যের বিনিময় করে। যে দ্রব্য মনুষ্যের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে, সে দ্রব্য লইয়া কেহ কাহাকেও ধান্য গোধূম কাষ্ঠাদি জীবনোপায় স্বরূপ দ্রব্য প্রদান করিতে চাহে না। পরিশ্রমের বা পণ্যদ্রব্যের মূল্যস্বরূপ লোকে যে অর্থ গ্রহণ করে, তাহা কেহই ভোজ্য পেয় বা পরিচ্ছদরূপে ব্যবহার করিতে পারে না; তথাপি লোকে পণ্যের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে না। ধনবিজ্ঞানবিৎ মিল বলিয়াছেন যে, অর্থ প্রয়োজনীয় পণ্যলাভের আদেশপত্রস্বরূপ; মুদ্রা একপ্রকার টিকিট মাত্র। এই টিকিট বা আদেশ-পত্র যে কোনও দোকানে উপস্থিত করিলে উহার বিনিময়ে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যই লাভ করিতে পারা যায়।

কৃষক তাহার কৃষিজ পণ্যের বিনিময়ে, শ্রমজীবী তাহার পরিশ্রমের বিনিময়ে বুদ্ধিজীবী তাহার বুদ্ধির বিনিময়ে, অথবা গুণবান তাহার গুণের বিনিময়ে যে অর্থ কামনা করে, তাহার কারণ এই যে, ঐ অর্থ পণ্যবিক্রেতার নিকট উপস্থিত করিবামাত্র সে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইবে। তৈল-উৎপাদনকারীও তৈলের বিনিময়ে ধাতুময় অর্থ গ্রহণ করিতে আপত্তি

করে না; কারণ সে জানে, যে ঐ অর্থ পেয় ও ভোজ্যরূপে ব্যবহার করিতে না পারিলেও উহার বিনিময়ে সে যে কোনও প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিবে। এই কারণে অর্থকে এক প্রকার টিকিট বা পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইবার একটী আদেশপত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মুদ্রারূপ টিকিটের প্রচলনবৃদ্ধির সহিত বিনিময় কার্য্য উত্তরোত্তর অধিকতর সুখসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। তাই বিনিময় করণেচ্ছুর নিকট অর্থের অত আদর। সমাজবাসী প্রত্যেক লোকের নিকট অর্থ যে ধন বা সম্পত্তিরূপে গণ্য হইয়া থাকে, তাহারও কারণ অন্য কিছুই নহে। অর্থের বিনিময়ে লোক যদি স্বীয় পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্য অনায়াসে সংগ্রহ করিতে না পারিত, তাহা হইলে কখনই সমাজে অর্থের সমাদর বৃদ্ধি পাইত না। ফলতঃ ভোজ্যপেয়রূপে ব্যবহৃত হয় না বলিয়া সমাজে ব্যবহার্য্য পণ্য হিসাবে অর্থ অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ হইলেও উহা সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের বিনিময় কার্য্যে বিশেষ সহায়তাকরে—বিনিময় ব্যাপারে লোকের সময় ও পরিশ্রম বহু পরিমাণে লাঘব করে, এই নিমিত্ত জন সাধারণের নিকট অর্থ লোভনীয় পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে অর্থের নিজের কোনও মূল্য নাই। অবশ্য যাঁহারা স্বর্ণ রৌপ্যাদির আকরের অধিকারী, তাঁহাদের নিকট ঐ সকল ধাতু অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কারণ ঐ সকল ধাতুর বিনিময়ে তাঁহারা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন; কিন্তু অন্য লোকে যে ধাতুময় মুদ্রার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় পণ্য লাভ করে, তাহা প্রকৃত পক্ষে এই মুদ্রার বিনিময়ে লব্ধ হয়না, নিজের পরিশ্রম বা শ্রমোপার্জ্জিত দ্রব্যের বিনিময়েই লব্ধ হইয়া থাকে। এই সূক্ষ্ম পার্থক্য টুকু সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না বলিয়া তাহারা অর্থকেই একমাত্র ধনসামগ্রী বলিয়া মনে করে। তাই অর্থ ব্যয় করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করা তাহাদের নিকট

ধনক্ষয়ের কারণ ও গোধূমাদির বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করা ধনবত্তার নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। তাহাদিগের এইরূপ ধারণা যে নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক তাহা বলাই বাহুল্য।

অর্থ আমাদের কয়েকটী বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করে, বলিয়া আমরা অর্থের এত পক্ষপাতী; সে প্রয়োজনগুলি এই,—(১) কোনও দুই দ্রব্যের বিনিময়-সাধনে অর্থ মধ্যস্থের কার্য্য করে। এক মণ চাউলে কত তৈল পাওয়া যাইবে, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে লোকে প্রথমে অর্থকেই মধ্যস্থ করে, অর্থাৎ এক মণ চাউলে কত অর্থ বা টাকা পাওয়া যায়, তাহা প্রথমে দেখে, তাহার পর সেই অর্থে কত তৈল পাওয়া যায়, তাহা নির্দ্ধারণ করে। বলা বাহুল্য, এজন্য কৃষককে দুইবার বিনিময় করিতে হয়, একবার চাউলের পরিবর্ত্তে অর্থ লইতে হয়, তাহার পর অর্থের বিনিময়ে তৈল ক্রয় করিতে হয়। (২) উভয় দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ ও অনুপাত এক অর্থ দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়; (৩) ভবিষ্যতে যাহা পরিশোধ করিতে হইবে অর্থ পূর্ব্বে তাহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট করে। যদি কেহ দশবৎসর পরে শোধ করিবে বলিয়া কাহারও নিকট দুই সহস্র টাকার তণ্ডুল ধারে ক্রয় করে, এবং যদি দশবৎসর পরে তণ্ডুলের মূল্য তিন গুণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলেও টাকায় ঋণ গ্রহণের জন্য তাহাকে মূল দেনা হিসাবে দুই সহস্র টাকার অধিক পরিশোধ করিতে হয়। অর্থ দ্বারা যদি ভবিষ্যতে পরিশোধ্য বিষয়ের মূল্য নির্দ্দিষ্ট না হইত, তাহা হইলে ঋণ শোধকালে অধমর্ণকে তণ্ডুলের সাময়িক মূল্যের হিসাবে তিন গুণ অধিক অর্থ দান করিতে হইত। কিন্তু এস্থলে ভবিষ্যতে যাহা পরিশোধ করিতে হইবে, অর্থ পূর্ব্বে তাহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া ছিল বলিয়া, পরে তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও ঋণকারীর কোনও ক্ষতি হইল না। সে যাহা গণিয়া লইয়াছিল, তাহাই গণিয়া ফিরিয়া দিয়া অব্যাহতি লাভ করিল। পক্ষান্তরে যদি অধমর্ণের ঋণশোধ কালে তণ্ডুলের মূল্য হ্রাস পায়, এবং ভবিষ্যতে পরিশোধ্য ঋণের পরিমাণ অর্থের দ্বারা

পূর্ব্বাহ্নেই নির্দ্দিষ্ট হইলে, তণ্ডুলের মূল্য হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও উত্তমর্ণের কোন ক্ষতি হয় না; তিনি যে টাকা কোষ হইতে গণিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই গণিয়া ফিরিয়া লইতে পারেন। সভ্যতার অভ্যুদয়ে মুদ্রার এই তৃতীয় কার্য্যটী বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। লোকে এখন দ্রব্যের আদান প্রদান মূলক চুক্তির পরিবর্ত্তে অর্থের আদান প্রদান মূলক চুক্তি করিতে সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করে। কারণ অর্থ-ঋণের আদান প্রদানে কোনও পক্ষেরই ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

ধন-বিজ্ঞানবিৎ জেভন্স বহুমূল্য ধাতু মুদ্রার নিম্নলিখিত কতকগুলি গুণের কথা বিবৃত করিয়াছেন।

১। মূল্যবান।

২। সহজে বহনীয়।

৩। ক্ষয়শীল নহে।

৪। সমজাতিক অর্থাৎ একস্থান একরূপ অপরস্থান অন্যরূপ নহে।

৫। অংশ ক্রমে ভাগ করা যায়।

৬। মূল্যের স্থায়িত্ব।

৭। লোকে দেখিলেই চিনিতে পারে উহা স্বর্ণ, রৌপ্য কি অন্য ধাতু।

কেবল মূল্যবান হইলেই অর্থের প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না। হীরক মূল্যবান বটে কিন্তু উহা ইচ্ছামত অংশ করিলে মূল্যের তারতম্য হয়। পাঁচ শত টাকার একটী হীরক খণ্ডকে চারি ভাগ করিলে ঐ চারিটীর সমষ্টির মূল্য পাঁচ শত টাকার অনেক কম হয়। স্বর্ণ রৌপ্য ক্ষয়শীল নহে এমত নহে; কিন্তু ক্ষয় হইতে অনেক সময় লাগে। সমজাতিকত্ব গুণ ধাতু মাত্রেরই আছে। লোকে পাকা সোণার সহিত খাদ মিশ্রিত করিয়া যাহা স্বর্ণকারকে দেয়, তাহার নিকট উহা বুঝিয়া লইবার নিমিত্ত একটু অংশ কাটিয়া রাখে কারণ ঐ অংশের সহিত বক্রী সমস্ত অংশের মিল আছে। লোকে যদিও দেখিলেই বুঝিতে পারে যে উহা স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত

তথাপি অনেক মেকী টাকা আসল বলিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু চুনী পান্না হীরার মত সামগ্রীতে অর্থ হইলে উহা সহজে চিনিতে পারা যায় না এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট যাচাই করিয়া লইতে হয়।

যে দ্রব্যে দশ টাকার নোট প্রস্তুত হয়, তাহাতে দশ টাকার মত সামগ্রী কিছুই নাই, তথাপি তৎপরিবর্ত্তে দশটী রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যায়। এস্থলে এই অর্থ মূল্যবান বস্তুতে প্রস্তুত না হইলেও ইহা রাজপ্রতিনিধির অঙ্গীকার সম্বলিত বলিয়া অর্থের কার্য্য করিতেছে। রাজপ্রতিনিধি এইরূপ অঙ্গীকার করিতেছেন যে তাঁহার নিকট চাহিবামাত্র কোষ হইতে কাগজের পরিবর্ত্তে দশটী টাকা দেওয়া হইবে। এই বলে বলীয়ান হইয়া লোকে উহা অর্থের পরিবর্ত্তে লয়। সভ্যজগতে অঙ্গীকার করিলেই লোকে উহা কার্য্যকরী বিবেচনা করে। এমন কি রাজার অঙ্গীকার ব্যতীত ব্যক্তি-বিশেষের অঙ্গীকারে লোকে অনেক টাকা দিয়াও তাহার নিকট একটী সামান্য কাগজে (অঙ্গীকার পত্র) সহি লইয়া সন্তুষ্ট থাকে। পল্লীগ্রামে অনেক স্থলে লোকে নোট লয় না, কারণ উহা মূল্যবান বস্তুতে প্রস্তুত নহে; এবং অনেকে যাহারা উহার মূল্য আছে বিশ্বাস করে, তাহারা কত টাকার নোট বা কোন দেশের নোট চিনিতে পারে না বলিয়া লয় না। তাহারা স্বর্ণ রৌপ্য দেখিলে অনেকটা বুঝিতে পারে এবং উহা মূল্যবান বলিয়া গ্রহণ করে। অতএব সকল প্রকার লোককে সন্তুষ্ট করিতে মূল্যবান ধাতুর অর্থই প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বে যখন স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রিত অর্থ ব্যবহার হইত উহা সকলেই আর একটী কারণে পছন্দ করিত। সকলেই জানিত যে উহার মূল্য পরিবর্ত্তনশীল নহে। কিন্তু আজ কাল দেখা যায় যে উহাদেরও মূল্য পরিবর্ত্তনশীল। দিন দিন খনি আবিষ্কার হওয়ায় রৌপ্যের মূল্য অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

অর্থ অল্প সংখ্যক হইলে সহজে বহনীয় বটে কিন্তু বহুসংখ্যক হইলে বহন করা নিতান্ত কষ্টকর। সেইজন্য দেখা যায় লোকে উহা বহন করিতে

না হইলেই ভাল বিবেচনা করে। নগদ টাকার পরিবর্ত্তে হাল্‌কা হইবে ভাবিয়া লোকে নোট লয় এবং অনেকগুলি দশ টাকার নোট অধিক স্থান লয় বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে অধিক টাকার কয়েকখানি নোট লইয়া সন্তুষ্ট হয়।

মূল্য ও পণ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কৃষক কিছু ধান্য দিয়া তাহার প্রয়োজনীয় তৈল বা লবণ বা বস্ত্র পাইতে পারে, কিন্তু ধান্যের পরিবর্ত্তে সে ঐ সকল দ্রব্য কেন পায়। অবশ্য তেলির বা তাঁতির ধান্যের আবশ্যক আছে ও তাহাদের নিকট ধান্য, জল বা বায়ুর মত আবশ্যক হইলেও তাহারা উহা অনায়াসে পাইতে পারে না। অন্য বস্তু যাহা অনায়াসে পাওয়া যায় এবং যাহার আবশ্যক নাই কৃষক যদি তাহা লইয়া তেলির ঘরে যাইত তেলি কখনই তাহাকে তেল দিত না অর্থাৎ ঐ সকল অনাবশ্যক সামগ্রী যাহা অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে লাভ করা যায় উহার বিনিময়ে তেল দূরে থাকুক অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। ধান্য আবশ্যক, অপ্রচুর এবং হস্তান্তর করিতে পারা যায় বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে তেল পাওয়া যায়। যে পরিমাণ ধান্যের পরিবর্ত্তে যে পরিমাণ তৈল পাওয়া যায় উহাই উহার মূল্য একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

মূল্য বলিলে মূলের কথা মনে হয়। দ্রব্যাদির মূল আবার কি? কৃষক যে এত পরিশ্রম করিয়া ধান্য জন্মায় তাহার মূল উদ্দেশ্য আছেই—তাহার মূল উদ্দেশ্য এই, সে যে পরিশ্রম করিয়াছে তৎপরিবর্ত্তে সে তাহার অভিলাষ সিদ্ধি বা অভাব মোচন করে। তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে যে সকল অভাব হয় তাহা মোচন করাই তাহার মূল অভিলাষ। অতএব যে ব্যক্তি তাহার ধান্য লইতে ইচ্ছা করিবে সে তাহার মূল উদ্দেশ্য মত তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার নিকট ধান্য লইবে। যদি তৈল বস্ত্র লবণ ইন্ধন ইত্যাদি পাইবার বাসনাই তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের মূল উদ্দেশ্য হয় এবং তদ্দ্বারাই প্রণোদিত হইয়া যদি সে ধান্যের চাষ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে আবশ্যকমত ধান্য দিয়া তাহার মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির মত

তৈল লবণ ও ইন্ধন লইবে। সেইজন্য কোন দ্রব্য লইতে গেলে তাহার মূল্য দিতে হয়। কিন্তু কৃষকের ইচ্ছামত তাহার মূল অভিলাষ সিদ্ধি করিতে হইলে উহা আব্‌দারের কথা হয়। হইতে পারে তাহার মূল অভিলাষ যে সে ধান্যের বিনিময়ে লবণ, তৈল, ইন্ধন ও বস্ত্র পায়, কিন্তু কি পরিমাণ ধান্যের পরিবর্ত্তে কি পরিমাণ লবণ, তৈল ইন্ধন ও বস্ত্র পাইতে পারে, ইহাই বিবেচনার স্থল। যদি এবৎসর একমণ ধান্য দিয়া সে দশ সের তৈল ও দুইমণ কাষ্ঠ বা একখানা কাপড় পায় অন্য বৎসর হয়ত সাড়ে সাত সের তৈল, তিনমণ কাষ্ঠ বা একখানি কাপড় পাইতে পারে। এস্থলে তাহার মূল প্রয়োজন সিদ্ধির পরিমাণ একমণ ধান্যে যত তৈল বা যত কাষ্ঠ বা যত বস্ত্র বা যত অপর ব্যক্তির পরিশ্রম পাওয়া যাইতে পারে তাহাই। এই নিমিত্ত ধান্য মূল্যযুক্ত বস্তু। অর্থাৎ ধান্য বিনিময়সাধ্য এবং একপ্রকার ধন; অতএব উহার অধিকারীকে তদ্বিনিময়ে অপরের পরিশ্রম জাত দ্রব্য বা পরিশ্রম পাইতে ক্ষমতা দেয়।

দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ লইয়া যে দ্রব্য বিক্রয় করা হয় তাহার নাম পণ্যদ্রব্য। অর্থাৎ যাহার বিনিময়ে পণ পাওয়া যায়। এই পণ অর্থের দ্বারা নিরূপিত হয়। অর্থ কথায় যাহার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধি হয় তাহাই বুঝায়। এই অর্থ কখন কড়ি হইতে পারে, কখন বা রজতখণ্ড, কখন বা স্বর্ণখণ্ড, কখন রাজা রঘুর সময়ের মুদ্রিত মুদ্রা বা রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ারও মুদ্রিত মুদ্রা হইতে পারে। মনে কর ৩০ বৎসর পূর্ব্বে একমণ চাউলে ১০ সের তৈল পাওয়া যাইত এবং এখনও একমণ চাউলে ১০ সের তৈল পাওয়া যায়। অতএব চাউলের বিনিময়ে পূর্ব্বে যে তৈল পাওয়া যাইত, এখনও তাহা পাওয়া যায়। চাউলের ও তৈলের মূল্য পরস্পরের সম্বন্ধে একই আছে। এখন যদি চাউলের সহিত অর্থ ও অর্থের সহিত তৈল বিনিময় করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইতে পারে যে হয়ত দ্রব্যের পণ বাড়িয়াছে কিন্তু মূল্য বাড়ে নাই। শুনিতে

পাওয়া যায় পূর্ব্বে এক টাকায় একমণ চাউল পাওয়া যাইত এবং ১০ সের তৈল পাওয়া যাইত ; এখন চারি টাকায় একমন চাউল পাওয়া যায় ও দশ সের তৈল পাওয়া যায়। অতএব চাউলের ও তৈলের মূল্য পরস্পরের সম্বন্ধে কমে নাই। কিন্তু যে পরিমাণ চাউল ও তৈল অর্থের সহিত বিনিময় করিলে পূর্ব্বে এক টাকায় পাওয়া যাইত এখন সেই পরিমাণ চাউল ও তৈলের বিনিময়ে ৪৲ চারি টাকা পাওয়া যায়। অতএব চাউলের ও তৈলের মূল্য না বাড়িয়া কেবল পণ বাড়িয়াছে।

কিন্তু চাউল ও তৈলের মূল্যেরও তারতম্য হইতে পারে। মনে কর এবৎসর গত বৎসরের মত ধান্য জন্মিয়াছে এবং সরিষা গত বৎসরাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে। যদি এমন কোন কল আসিয়া থাকে যাহাতে একমণ সরিষাতে যে পরিমাণ তৈল নির্গত হইত তদপেক্ষা অধিক নির্গত হয় এবং একমণ তৈল নির্গত করিতে পূর্ব্বে যে পরিমাণ খরচ পড়িত এখন তদপেক্ষা অনেক কম খরচ হয়, তাহা হইলে এবৎসর একমণ চাউলে হয়ত পনর সের তৈল পাওয়া যাইতে পারে। এস্থলে তৈলের সম্বন্ধে চাউলের মূল্য বাড়িয়াছে এবং উহার পণও সেইরূপ বিভিন্ন হইবে। অর্থাৎ ৪৲ টাকার একমণ চাউল এখন পনর সের তৈলের সমান। অথবা পনর সের তৈলের দাম এখন ৪৲ টাকা, যদ্দ্বারা পূর্ব্বে কেবল দশ সের তৈল পাওয়া যাইত। এস্থলে কৃষকের যদি টাকা জমা করিবার ইচ্ছা থাকে সে আনন্দের সহিত বলিবে, যে পূর্ব্বে একমণ চাউল দিয়া এক টাকা পাইত কিন্তু এখন সে তৎপরিবর্ত্তে চারি টাকা পায় অর্থাৎ চাউলের সম্বন্ধে টাকা সস্তা হইয়াছে বা পণের সম্বন্ধে চাউল মহার্ঘ হইয়াছে। কিন্তু তৈলের সম্বন্ধে যদি চাউলের মূল্য সমান থাকে এবং যদি তাহার তৈল আবশ্যক হয় তাহা হইলেই বিভ্রাট। কারণ চাউলের সম্বন্ধে তৈলের মূল্য সমান থাকায় যে পরিমাণে তাহার চাউলের দাম বাড়িয়াছে তৈলেরও সেই পরিমাণে বাড়িয়াছে। যদিও চাউলের বিনিময়ে অধিক অর্থ পাইয়া তৈল

খরিদ করিতে গিয়া তাহার বিশেষ সুবিধা হইল না বটে কিন্তু তাহার বিশেষ ক্ষতিও হইল না। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে পরিমাণ চাউল দিয়া সে যে পরিমাণ তৈল পাইত, এখনও তাহাই পাইল। অথচ ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যে কেরাণী ৩০৲ টাকা মাহিনা পাইত সেই বৃদ্ধ মসিজীবী যদি এখনও সেই ৩০৲ টাকা পায় তাহা হইলে তাহার কষ্টের সীমা নাই। তখন সে এক টাকায় একমণ চাউল কিনিত ১০ সের তৈল পাইত এখন তৎপরিবর্ত্তে সে চতুর্গুণ টাকা খরচ করে। চাউল ও তৈলের সম্বন্ধে অর্থের মূল্য হ্রাস হওয়ায় অথবা ঐ সকল দ্রব্যের পণ বাড়িয়া যাওয়ায় তাহার সেই ৩০৲ টাকায় সে আর তত জিনিস খরিদ করিতে পারে না। অতএব টাকা সস্তা হইলে চাউলের বা তৈলের অর্থপরিমেয় মূল্য যেরূপ বাড়ে মসিজীবীর বেতন যদি সেই পরিমাণে না বাড়ে তাহা হইলে তাহার কষ্টের অবধি থাকে না। কিন্তু যে সকল দ্রব্যের পরস্পরের সম্বন্ধ পূর্ব্ববৎ সমানভাবে আছে,—যেমন চাউল তৈল ইত্যাদি—সেই সকল দ্রব্যের ব্যবসায় যাহারা করে তাহাদের মসিজীবীর মত অবস্থান্তর ঘটে নাই বরং যে সকল দ্রব্য কল কারখানা সম্ভূত বলিয়া অল্প মূল্যে পাওয়া যায় সেই সকল দ্রব্য চাষী ও তেলি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারে। ফল কথা কেরাণীকে যদি টাকা না দিয়া কয়েক মণ চাউল কয়েক জোড়া কাপড় ও কয়েক সের তৈল ইত্যাদি হিসাবে বেতন দেওয়া যায়, তাহা হইলে দ্রব্যের পণ যতই কেন হউক না তাহার ক্ষতি হয় না। অতএব দ্রব্যের মূল্য না বাড়িলেও যদি পণ বাড়ে তাহা হইলে যাহারা দ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপন্ন করে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় না। এবং এই সময়ে যদি জমীর খাজনার পরিবর্ত্তে তাহার জমীতে উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ বা চতুর্থাংশ উৎপন্ন দ্রব্য না দিয়া তাহাকে অর্থে উহা দিতে হয় তাহা হইলে চাষীর অবস্থান্তর হয়।

মূল্য শব্দ আপেক্ষিক অর্থাৎ একের অপেক্ষা অন্যের কতবেশী বা কম। অতএব কেবল একটী দ্রব্যের উল্লেখ করিলে তাহার মূল্য বলা যায় না।

ইহা এক দ্রব্যের সহিত অপর দ্রব্যের বাহ্য সম্বন্ধ। দ্রব্যের বস্তুগত আভ্যন্তরিক গুণ মূল্যের মধ্যে আসিতে পারে না। পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্পের মূল্য পত্রের বহন, রেলওয়ে টিকিটের মূল্য গমনাগমনের অধিকার।

যেমন কোন বাগানের একটী বৃক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইতে পারে বটে, কিন্তু সকল বৃক্ষই পরস্পর অপেক্ষা উন্নত হইতে পারে না, সেইরূপ সকল দ্রব্য সম্বন্ধে এক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু সকল দ্রব্যেরই পারস্পরিক বিনিমেয়তা অর্থাৎ এককালে পরস্পরের পরস্পরকে ক্রয় করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে না। অর্থাৎ সকল দ্রব্যের তুলনায় সকল দ্রব্যের বিনিময়ে সকল দ্রব্যের অধিক বা বা কম পাওয়া যাইতে পারে না। সেই জন্য এক সময়ে সকল দ্রব্যের মূল্য বাড়িতে পারে না। অর্থাৎ যদি এক মণ চাউলের বিনিময়ে ১০ সের তৈল পাওয়া যায় ঠিক সেই সময়ে এক মণ তৈলের বিনিময়ে ১০ সের চাউলের অনেক অধিক পাওয়া যায়। যদি এমন কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় যদ্বারায় যুগপৎ সকল সামগ্রীই একভাবে অধিক পরিমাণে নির্ম্মাণ বা উৎপন্ন করা যাইতে পারে, তাহা হইলে একের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে অপরের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের তুলনা একইভাবে থাকিবে। কিন্তু দ্রব্যের পরস্পরের সহিত পরস্পরের বিনিময়ের পরিমাণ যদি একইভাবে থাকে এবং পূর্ব্বে যাহা এক টাকায় পাওয়া যাইত তাহা যদি এখন চারি টাকায় পাওয়া যায় তাহা হইলে সকল দ্রব্যের পণ এককালে বাড়িয়া যাইতে পারে। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে সকল দ্রব্যের মূল্য এককালে অধিক হওয়া অসম্ভব কিন্তু সকল দ্রব্যের পণ এককালে অধিক হওয়া সম্ভব।

এস্থলে অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে যাহারা পণের কথা বুঝে না, তাহাদের সহিত যে সকল দ্রব্য দিয়া হস্তিদন্ত ইত্যাদি অদল বদল করা হয়, সেই সকল দ্রব্যের যদি মূল্য কমিয়া যায় এবং পূর্ব্বে যে পরিমাণে সেই সকল দ্রব্য দিয়া যে পরিমাণ হস্তিদন্ত ইত্যাদির অদল বদল হইত এখনও যদি

সেই পরিমাণ ঐ সকল দ্রব্য দিয়া সেই পরিমাণ হস্তিদন্ত ইত্যাদির অদল বদল হয়, যাহারা অদল বদল করে তাহাদের কোন ক্ষতি হইল না বটে কিন্তু যাহারা অদল বদলে হস্তিদন্ত ইত্যাদি পাইল তাহারা বিশেষ লাভবান্‌ হইল। এই নিমিত্ত অসভ্যজাতির সহিত অদল বদল করিয়া সভ্যজাতি অনেক সময়ে বিশেষ লাভ করিয়া অসিতেছেন।

অর্থের মূল্য।

বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের বিনিময়ে যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহাদ্বারাই ঐ দ্রব্যের মূল্যজ্ঞাপন করা হয়, অতএব অর্থের মূল্যজ্ঞাপন করিতে বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়; যেহেতু অর্থই মূল্যজ্ঞাপক এবং ইহার পণ নিরূপণ-কারী মধ্যস্থ কোন কিছুই নাই। সাধারণতঃ দ্রব্য সম্ভারের পণের তারতম্যানুসারে অর্থের মূল্য নিরূপণ করা যাইতে পারে, কারণ দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধই উহার মূল্য এবং অর্থও যখন ধাতুজ পণ্যদ্রব্য বিশেষ, তখন ঐ অর্থের পরিবর্ত্তে যে পরিমাণ চাউল বা যে পরিমাণ তৈল পাওয়া যাইবে, উহাই অর্থের মূল্য স্বরূপ; যদি এক মণ চাউল বা দশসের তৈলের পরিবর্ত্তে অল্প অর্থ পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে অর্থের মূল্য অধিক হইয়াছে এবং যদি এক মণ চাউল বা দশ সের তৈলের পরিবর্ত্তে অধিক অর্থ পাওয়া যায়, তাহা হইলে অর্থের মূল্য হ্রাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব অর্থর দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিবার শক্তিই উহার মূল্য এবং দ্রব্যাদির মূল্য ও অর্থের মূল্য পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন। উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ তুলাদণ্ডের পাল্লার ন্যায়। যদি একটী উত্থিত হয়, অপরটী নিম্নগামী হইবে, এবং অপরটী উত্থিত হইলে অন্যটী নিম্নগামী হইবে।

কোন দ্রব্যের আমদানী অর্থে সেই দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, বুঝায়, কিন্তু অর্থের অমদানী হইয়াছে বা উহা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে,

এরূপ কথা সাধারণতঃ শুনা যায় না। প্রকৃত পক্ষে যখনই কোন দ্রব্য অর্থে ক্রীত বা অর্থ লইয়া বিক্রীত হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে অর্থও ঐ দ্রব্যের ন্যায় ক্রীত বা বিক্রীত হইয়া থাকে। যখন কেহ শস্য বা তুলা বিক্রয় করেন, তখনই মুদ্রা ক্রয় করেন এবং যাঁহারা উহাদের ক্রয় করেন, তাঁহারা বিক্রেতাগণকে অর্থ বিক্রয় করেন। যে অর্থ দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, সেই অর্থই বিক্রয়ার্থ আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব দ্রব্যাদি ক্রয়ের নিমিত্ত লোকে যত টাকা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে, তাহাই বিক্রেতাদের টাকার অভাব পূরণ করিতেছে, বলা যাইতে পারে ; অর্থাৎ আমদানী দ্রব্যের তুল্য মূল্য অর্থের টান হইয়াছে। অথবা সেই পরিমাণ অর্থেরই বাজারে আমদানী হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। ভবিষ্যতে আবশ্যক হইবে বলিয়া লোকে যে অর্থ মজুত করিয়া রাখে, সে অর্থকে আর বাজারের আমদানী অর্থ বলা যাইতে পারে না। এই মজুত অর্থ বাদে যে অর্থ দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত আমদানী হইয়াছে বা খাটিতেছে, তাহাকেই প্রচলিত (গতিশীল, money in circulation) অর্থ বলা যাইতে পারে। এই প্রচলিত অর্থের সংখ্যা যদি দ্বিগুণ বর্দ্ধিতহয়, দ্রব্যাদির পণও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে, অর্থাৎ একই দ্রব্য খরিদ করিতে দ্বিগুণ অর্থ ব্যবহৃত হইবে ; এবং প্রচলিত অর্থ যদি অর্দ্ধেক কমিয়া যায়, তাহা হইলে সেই অর্দ্ধেক প্রচলিত অর্থে একই দ্রব্য খরিদ করা হইবে, অর্থাৎ দ্রব্যাদির পণ অর্দ্ধেক কমিয়া যাইবে। যদি এমন কোন উপায় উদ্ভাবিত হয়, যদ্দ্বারা অল্প পরিশ্রমে ও অল্প খরচায় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে, এবং প্রচলিত অর্থ পূর্ব্ব পরিমাণ থাকে ও পূর্ব্ববৎ মিতব্যয়িতার সহিত ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ একই অর্থ বহুবার হস্তান্তরিত হইয়া খরিদ কার্য্য সমাধা করিতে পারে তাহা হইলে দ্রব্যাদির পণ কমিয়া যাইবে এবং অর্থের ক্রয় করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। সেইরূপ যদি দ্রব্যাদির প্রস্তুত করিবার খরচা অধিক হয়, অথবা শস্য অজন্মা হয়, তাহা হইলে চলিত অর্থে অল্প দ্রব্য পাওয়া যাইবে।

ধাতু বা অর্থের মূল্য স্থায়ী করা সু-কঠিন। ধাতুজ অর্থ একটী ধাতুজ পণ্য দ্রব্য মাত্র। যে সকল ধাতু হইতে অর্থ প্রস্তুত হয়, সেই সকল ধাতু নিঃশেষিত হইলে অন্য দ্রব্যের মত ধাতুজ অর্থেরও যোগান কমিয়া যায় এবং অভাব হেতু উহার মূল্য বৃদ্ধি হইতে পারে। এস্থলে অর্থের যোগান বা প্রচলন এবং মিতব্যয়িতার সহিত উহার ব্যবহারের বিষয়ই বিবেচনা করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে হয়ত মনে হইতে পারে যে, যে কোন সময় যে সকল পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে, সেই সময় সেই দ্রব্যের বিনিময়ে যত টাকা পাওয়া যাইতে পারে, তত টাকাই প্রচলিত আছে. কিম্বা যে কোন দেশে যে কোন সময়ে সেই পরিমাণ অর্থ প্রচলিত থাকে, তাহা সেই সময়ে যত পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আমদানী হয়, তাহার মূল্যের পরিমাণ। বাস্তবিক যে টাকা ব্যয়িত হয়, তাহা ক্রীত দ্রব্যের মূল্যের সমান; কিন্তু যত টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা চলিত টাকার সমান নহে। পণ্য দ্রব্যের একেবারে বিক্রয় হইবার এবং বাজার হইতে উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে একই অর্থের বহুবার হস্তান্তর হয়, সুতরাং প্রচলিত অর্থের বিষয় ধরিতে গেলে উহার যতবার হাতফের হয়, তত সংখ্যা ধরিতে হইবে। পণ্যদ্রব্যের অধিকাংশই বহুবার ধরিতে হইবে,কারণ কেবল যে উহা একেবারে শেষ বিক্রয় হইবার পূর্ব্বে নির্ম্মাতা হইতে মহাজন, পাইকার ও খুচরা দোকানদারের হাতে যায়, এমন নহে, অনেক সময় একই পণ্যদ্রব্য প্রকৃত পক্ষে যে ব্যক্তি বিক্রয় না করিয়া বাস্তবিক স্বয়ং উপভোগ করিবে, তাহার হতে যাইবার পূর্ব্বে ব্যবসাদারদিগের স্বভাবসিদ্ধ লাভের লোভে পুনঃ পুনঃ ক্রীত এবং বিক্রীত হয়। এই বহুবার বিক্রীত দ্রব্যের যদি সমষ্টি করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমস্ত ব্যয়িত অর্থ যতবার সংখ্যাক্রমে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার বিনিময়ে ঐ দ্রব্য বিক্রীত হইয়াছে এবং এই অর্থের সহিত ঐ দ্রব্য সমষ্টির সম্বন্ধই ঐ সময়কার অর্থের মূল্যস্বরূপ।

অধিকাংশ শিল্পপ্রধান দেশে স্বর্ণ বা অর্থ দ্বারা পরিশোধ করিব, এই প্রতিজ্ঞা সম্বলিত কাগজের অর্থ ধাতুনির্ম্মিত অর্থের ন্যায় কার্য্য করে; যেমন গবর্ণমেণ্টের কারেন্সি নোট, হুণ্ডী, ঋণপত্র ইত্যাদি। সেই সকল দেশে কার্য্যক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক লোককেই ধাতুনির্ম্মিত অর্থ দ্বারা প্রতিজ্ঞা-মত ঋণশোধ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। উৎপন্ন শস্যাদির মরসুমের সময় অথবা অত্যধিক আমদানী রপ্তানীর সময় যখন মহাজনগণ পরস্পর পরস্পরের নিকট অধিক পরিমাণে দেনদার বা পাওনাদার হইয়া থাকেন, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে দেশীয় মূল্যবান ধাতুনির্ম্মিত অর্থ সেই দেনা বা পাওনা মিটাইতে নিতান্ত অল্প বলিয়া অসমর্থ। সাধারণতঃ বাণিজ্য-প্রধান দেশে একের দায়িত্ব দ্বারা অপরের দায়িত্বের পরিশোধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ক, খ, গ তিন ব্যক্তির মধ্যে গ যদি ধারে খর নিকট দুইশত টাকার মাল লইয়া থাকে এবং কিছু পরে খ যদি কর নিকট দুইশত পাঁচ টাকার মাল লয়, খর নিকট গএর দায়িত্ব দ্বারা কএর নিকট খএর দায়িত্বের পরিশোধ হইয়া থাকে। অল্প যাহা কিছু বাকী থাকে, উহাই নগদ অর্থে বা কাগজে প্রতিজ্ঞাসম্বলিত অর্থ দ্বারা পরিশোধিত হয়।

গবর্ণমেণ্ট কারেন্সী নোট, হুণ্ডী বা ঋণপত্র অথবা ঋণপরিচায়ক যে সকল নিদর্শন পত্র দ্বারা এই বহুবিস্তৃত ব্যবসায় কার্য্য নির্ব্বিবাদে সুসম্পন্ন হইতেছে, বহুমূল্য ধাতুনির্ম্মিত অর্থই উহার ভিত্তিস্বরূপ। যখন যে কেহ পরিশোধ-প্রতিজ্ঞা-সম্বলিত কাগজ মুদ্রা প্রাপ্ত হয়, তখনই সে ব্যক্তি আশা করে যে, ভবিষ্যতে তৎপরিবর্ত্তে ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রাই পাইবে। এই আশা বহুবার সফল হওয়ায় লোকে ক্রমশঃ কাগজ মুদ্রার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে থাকে, এবং অসঙ্কোচে ধাতু মুদ্রার পরিবর্ত্তে উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। যদি সকলেই সকল কার্য্যের নিমিত্ত ধাতুনির্ম্মিত অর্থ পাইতে বদ্ধপরিকর হয়, তাহা হইলে ঐরূপ অর্থের যে কত প্রচলন করিতে হইবে, তাহার কিছুই আন্দাজ পাওয়া যায় না। সেইজন্য হুণ্ডী, ঋণপত্র, কারেন্সী

নোট ইত্যাদি কাগজ মুদ্রাই আন্দাজমত কার্য্যসিদ্ধি করিয়া থাকে। উহা যথানুরূপ প্রস্তুত করা সহজ এবং বাণিজ্য বিস্তার ও বহুবিধ ব্যবসা কার্য্য সুকর করিতে চলিত অর্থের আবশ্যকতানুযায়ী প্রসারিত হয় এবং ভাবান্তর হইলে সঙ্কুচিত হইয়া যায় (অর্থাৎ দেনা পাওনার চুক্তি হইয়া যাইলে হুণ্ডী, ঋণপত্র নষ্ট করা হয়)। কাগজ মুদ্রার এই আকুঞ্চন প্রসারণ গুণকেই ইহার স্থিতিস্থাপকতা (flexibility of the paper currency) কহে। ইহার প্রসারণ দ্বারা ধাতু মুদ্রার অভাব অনুভব করা যায় না। এই নিমিত্ত দ্রব্যাদির পণ প্রায় সমভাবেই থাকিয়া যায়; যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত মত ধাতু মুদ্রার অভাব হেতু দ্রব্যের পণের অল্পতা ও অর্থের মূল্যের বৃদ্ধি হইবে।

লর্ড ল্যান্সডাউনের সময় হইতে এদেশে টাকশাল বন্ধ (closed) হওয়ায় বনিকদিগের আর অধিক সংখ্যক স্বকীয় রজতখণ্ড মুদ্রিত হইতেছে না।* এইরূপ বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও দেশে মুদ্রার অভাব হইতে দেখা যায় না। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার মুদ্রায় যে কিরূপ বিনিময় সৌকর্য্য হইয়া থাকে, উহা সামান্য বিক্রেতা বা পোদ্দারদের কার্য্যাবলীতে প্রতীত হয়। শসা, ডাঁটা, মোচা ইত্যাদি খরিদ করিতে বড় পরিবার হইতেও অল্প পয়সা ব্যয়িত হইয়া থাকে। এক একটী পল্লীর বাজারের সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে শসা, ডাঁটা, মোচা ইত্যাদি বিক্রেতাদের নিকট কেবল পয়সাই জমা হইতে থাকে এবং এই সকল পয়সা যে পল্লীস্থ ব্যক্তিদিগেরই, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। খুচরা পয়সা অধিক থাকিলে পাছে খরচ হইয়া যায়, সেই কারণে বিক্রেতাগণ ঐ পয়সাগুলি ঐ পল্লীস্থ কোন পোদ্দারের নিকট দিয়া তদ্বিনিময়ে রজতমুদ্রা লইয়া গৃহে গমন করে। পল্লীস্থ কোন ব্যক্তির

* বন্ধ হওয়ার পর হইতে সরকার ব্যতীত বাহিরের বণিকদিগের রৌপ্য গ্রহণ করিয়া টাকশাল হইতে আর রৌপ্য মুদ্রা মুদ্রিত করা হয় না। পূর্ব্বে দুই আনা আন্দাজ মজুরি (Seigniorage) লইয়া ১৪ আনা রৌপ্যের মত এক একটী মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া লওয়া যাইতে পারিত।

রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে পয়সা আবশ্যক হইলে বাটা দিয়া পোদ্দারের নিকট হইতে সেই পয়সাগুলি আবার গ্রহণ করিয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে,যে পয়সা বাজারের সময় শাক সব্জি প্রভৃতি খরিদ করিতে ব্যয় করা হইয়াছে, হয়ত সেই পয়সাগুলিই আবার গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। বড় বড় দোকানদারেরাও সেইরূপ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া শতেক দুইশত রজত মুদ্রা পাইলে পোদ্দারকে অথবা যাহার রজত মুদ্রা আবশ্যক, তাহাকে দিয়া তাহার নিকট নোট গ্রহণ করিয়া থাকে। যেহেতু পণ্যদ্রব্য খরিদ করিতে যখন তাহাদের অর্থ প্রেরণ করিতে হয়, তখন অধিক রজত মুদ্রা বহন করা অপেক্ষা,অথবা ডাকে অর্থ প্রেরণ করিবার নিমিত্ত, তাহারা নোট গ্রহণ করাই সুবিধা মনে করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ধাতু মুদ্রিত অর্থ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার হইলেও উহাতে বিনিময় কার্য্যের কোন ব্যাঘাত হয় না। যেহেতু এক সময় যদি কোন ব্যক্তির পয়সা আবশ্যক হয়, হয়ত সেই সময় অপর এক ব্যক্তির পয়সার পরিবর্ত্তে রজত মুদ্রা আবশ্যক হইতেছে এবং এক সময় যদি কোন ব্যক্তির রজত মুদ্রা আবশ্যক হয়, হয়ত সেই সময় অপর এক ব্যক্তির রজত মুদ্রার পরিবর্ত্তে নোটের আবশ্যকতা হইতেছে।

কি পরিমাণ স্বর্ণ, রজত ও কাগজ মুদ্রা বিলাতে প্রচলিত হইয়া থাকে, এবং ইংলণ্ড ও ওয়েল্স দেশের দুইশত একটী পল্লীস্থ ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা শতকরা কি পরিমাণ ধাতু ও কাগজ মুদ্রা আমানত করিয়া থাকেন, ইংরাজী ১৮৮১ সালে মিষ্টার জি এইচ পাউনল তালিকা দ্বারা তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার সেই তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

স্বর্ণমুদ্রা	শতকরা	১২·৪১
রৌপ্য ও ব্রঞ্জ মুদ্রা	”	২·৭৯
ব্যাঙ্ক অব্ ইংলাণ্ড ও পল্লী ব্যাঙ্কের নোট	”	১১·৯৪
চেক ও হুণ্ডী	”	৭২·৮৬
		১০০·০০

পল্লী অপেক্ষা বৃহৎ নগরে ধাতু মুদ্রার প্রচলন অপেক্ষাকৃত অল্প। লণ্ডন নগরের দশটী ব্যাঙ্কের তালিকা দ্বারা উক্ত সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ধাতু মুদ্রা	শতকরা	০.৯৫
ব্যাঙ্কের নোট	,,	২.৪৮
চেক ও হুণ্ডী	,,	৯৬.৫৭
		১০০.০০

বিনিময়।

নির্ব্বচন।

প্রাপ্যঅর্থের দাবিস্বত্ব অপরকে প্রদান করিয়া অথবা নগদ মুদ্রা না দিয়া পাওনাদারকে আদায় করিবার বরাত দিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিলে, বাণিজ্যে বিনিময়ের (Exchange) সূত্রপাত হয়। যদি ট্রাম গাড়িতে দুইটি যাত্রী উঠে, এবং উহাদের মধ্যে একজনের খুচরা দুই আনা না থাকায় ভাড়ার দরুণ একটী সিকি কণ্ডাক্টারকে প্রদান করে, তাহা হইলে কণ্ডাক্টার উক্ত যাত্রীর নিকট দুই আনার জন্য ঋণী থাকে; এবং সে অপর যাত্রীর নিকট ভাড়া বাবৎ দুই আনা গ্রহণ না করিয়া যদি তাহাকে পূর্ব্বোক্ত যাত্রীকে দুই আনা প্রদান করিবার বরাৎ দেয়, তাহা হইলে কণ্ডাক্টারের ঋণও পরিশোধ হইল এবং দুই ব্যক্তির নিকট হইতে ভাড়া লওয়া হইল। এইরূপ ব্যাপারকে বাণিজ্যে বিনিময় কার্য্য বলে। এই বিনিময় কার্য্যে যখন পাওনাদার ও দেনাদার একই দেশে এক স্থানে বা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করেন, তাহা হইলে ধাতু মুদ্রা হস্তান্তর বা প্রেরণ না করিয়া হুণ্ডী দ্বারা ঋণ পরিশোধ করাকে **অন্তর্বিনিময়** (internal exchange) কহে, এবং যদি উহাঁরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করেন, তাহা হইলে ধাতু মুদ্রা প্রেরণ না করিয়া ঋণ

পরিশোধ করাকে **বহির্বিনিময়** (foreign exchange) বলা যায়।

ফল কথা দেশ বিদেশে পণ্যাদির ক্রয় বিক্রয় হইলেই এক দেশের মহাজন অপর দেশের মহাজনের নিকট দেনদার বা পাওনাদার হয়েন। ধন-বিজ্ঞানের পারিভাষিক কথায় লিখিত হইয়া থাকে ইংলণ্ড বস্ত্রের বিনিময়ে ভারতবর্ষের গোধূম পাইয়া থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিক ব্যবসায় ক্ষেত্রে এক দেশের পণ্যের সহিত অপর দেশীয় পণ্যের বিনিময় হয় না, যেহেতু যাহারা এই ভারতবর্ষের গোধূম উৎপাদন করে, তাহারাই কেবল ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত সকল বস্ত্রেরই ব্যবহার করে না। পণ্যাদি অর্থ অথবা ভবিষ্যতে অর্থ প্রদান করা হইবে এইরূপ প্রতিজ্ঞা-সম্বলিত দাবীস্বত্বের নিদর্শন পত্র বা হুণ্ডী দ্বারাই ক্রীত হইয়া থাকে। অতএব প্রতীত হইতেছে যে বহির্বিনিময়ে এক দেশের ঋণ শোধ করিতে অন্য দেশের কত অর্থ আবশ্যক তাহারই বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই এক দেশের কত অর্থ অপর দেশের কি পরিমাণ অর্থ ক্রয় করিতে পারিবে, তাহাই বণিক্‌গণ বহির্বিনিময়ের সংজ্ঞা স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন। বিলাতের ব্যবসায়ীর যদি বস্ত্রের নিমিত্ত চারি লক্ষ পাউণ্ড পাওনা হয়, তাহা হইলে ভারতের খরিদ্দারকে তদপেক্ষা অধিক দিতে হইবে। যেহেতু বিলাতে বসিয়া তথাকার ব্যবসায়ী উক্ত চারি লক্ষ পাউণ্ড পাইবেন এবং ভারতের ব্যবসায়ীকে ঐ মুদ্রা প্রেরণের খরচা সমেত যাহা হয় তাহাই প্রদান করিতে হইবে।

কোন সময়ে বিনিময়ের হার বলিলে সেই সময়ে এক দেশের অর্থের দ্বারা অপর দেশের কি পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইবে, তাহাই বুঝায়। বহির্বিনিময়ে হার (rate of exchange) নিরূপণ করিতে কেবল যে পূর্ব্বোক্ত প্রেরণ ব্যয়ের বিষয় ধরিতে হইবে, তাহা নহে, দুই দেশের ধাতু নির্ম্মিত অর্থের বস্তুগত সমতা ও অকৃত্রিমতা ও

নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এক দেশের ধাতু নির্ম্মিত অর্থের বস্তুগত মূল্যের তুলনা দ্বারাই টাকশালানুযায়ী বিনিময়ের সমতা (Mint Par of exchange) নিরূপিত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারাই অবগত হওয়া যায় যে ইংলণ্ডের এক পাউণ্ড ষ্টার্‌লিং (স্বর্ণমুদ্রা) এদেশের কতগুলি রৌপ্য মুদ্রার সমান। অথবা আমাদের দেশের কত টাকা ফরাসী বা আমেরিকান্‌ কত ফ্রাঙ্ক বা কত ডলারের সমান। ইংলণ্ড দেশের সভারিণে বাইশ ভাগ অকৃত্রিম স্বর্ণ ও দুই ভাগ মিশ্রণ আছে অর্থাৎ $\frac{১১}{১২}$ ভাগ অকৃত্রিম, অথবা সহস্র ভাগের মধ্যে ৯১৬·৬৬ অকৃত্রিম। এদেশের রৌপ্য মুদ্রা বার ভাগের এগার ভাগ অকৃত্রিম। ভারতবর্ষের ও বিলাতের প্রচলিত অর্থের টাকশালানুযায়ী বিনিময়ের সমতা নিরূপণ করা সুকঠিন, যেহেতু ভারতবর্ষে রৌপ্য মুদ্রা ও বিলাতে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন আছে। গভর্ণমেণ্ট হইতে এখানকার একটী রৌপ্য মুদ্রা বিলাতের ১৬ পেন্সের সহিত সমান ধার্য্য করা হইয়াছে। অন্যান্য দেশের মুদ্রার বিনিময়ের হার উল্লেখ করিতে হইলে এক দেশের মুদ্রা স্থির (fixed) রাখিয়া অপর দেশের মুদ্রার হ্রাস বৃদ্ধি প্রকাশ করাই রীতি। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের সহিত বিনিময়ে ভারতবর্ষের টাকা স্থির রাখিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইংলণ্ডের যত পেন্স পাওয়া যাইতে পারে, তাহা দ্বারাই বিনিময়ের হার জ্ঞাপন করা হয়। এই যে পেন্স ইহা ইংলণ্ডের ব্রঞ্জ ধাতু নির্ম্মিত পেন্স নহে ; সুবর্ণ ষ্টার্‌লিং পাউণ্ডের দুই শত চল্লিশ ভাগের এক ভাগকে এস্থলে পেন্স বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।

কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে টাকশালানুযায়ী বিনিময়ের সমতার উপর বিনিময়ের হার নির্ভর করে না। দুইটি দেশের বাণিজ্যের অবস্থার তুলনায় যে হার স্থির হয়, তাহাতেই বাণিজ্য কার্য্য চালিত হইয়া থাকে। এইরূপে নির্দ্দিষ্ট বিনিময়ের হারকে বাণিজ্যিক বা যথার্থ বিনিময় (commercial or real exchange) কহে।

পোষ্ট আফিসের মণি অর্ডার (money order) কার্য্য বিশেষরূপে প্রণিধান করিলে অন্তর্বিনিময়ের অনেক আভাস পাওয়া যায়। ধাতু মুদ্রা প্রেরণ না করিয়া ভিন্ন স্থানে ঋণ শোধ করা বাণিজ্যিক বিনিময়ের প্রধান উদ্দেশ্য, পূর্ব্বে একথা বলা হইয়াছে। যদি দশটি ধাতু মুদ্রা কলিকাতা হইতে বৈঁচির "ক"কে প্রেরণ করিতে হয়, উহা বাক্স বন্দী করিয়া পোষ্ট আফিস দিয়া পাঠাইতে অনেক খরচা হয় এবং মণি অর্ডার করিলে দুই আনা মাত্র লাগে। ইহার কারণ অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কলিকাতার পোষ্ট আফিসে যে মুদ্রা দেওয়া হয়, উহা বাস্তবিক বৈঁচিতে পাঠান হয় না। বৈঁচির পোষ্ট আফিসকে বলা হয় যে কলিকাতায় টাকা জমা লওয়া হইয়াছে, বৈঁচির তহবিল হইতে যেন উহা, তথাকার "ক" কে দেওয়া হয়। যেমন কলিকাতার পোষ্ট আফিসে বৈঁচি পাঠাইবার নিমিত্ত টাকা দেওয়া হয়, সেইরূপ বৈঁচির পোষ্ট আফিসে কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে পাঠাইবার নিমিত্ত অনেকে টাকা দিয়া যায়। অতএব বৈঁচির টাকাতেই বৈঁচির লোকের প্রাপ্য অর্থ শোধ করা হয় ও কলিকাতার অর্থেই কলিকাতার লোকের টাকা শোধ করা হইয়া থাকে। যদি হঠাৎ এমন হয় যে কলিকাতার ১ সহস্র ব্যক্তি প্রত্যেকে দশ টাকা বৈঁচি পাঠাইবার নিমিত্ত কলিকাতার পোষ্ট আফিসে দিয়া যায়, তাহা হইলে ১০,০০০ মুদ্রা বৈঁচির পোষ্ট আফিস তথাকার লোকদিগকে দিতে পারিবে না এবং হয়ত হুগলী হইতে কয়েকজন লোক সমভিব্যবহারে সেই অর্থ বৈঁচিতে প্রেরিত হইবার আজ্ঞা হইতে পারে। এরূপ করিতে পোষ্ট আফিসের কর্ত্তৃপক্ষ গণের অনেক খরচা হইতে পারে। কিন্তু পোষ্ট আফিস সরকারের কার্য্য বলিয়া এই অতিরিক্ত খরচা প্রেরকদের নিকট হইতে লওয়া হয় না। এই কার্য্য কোন কোম্পানির হইলে ঐ অতিরিক্ত খরচা নিশ্চয়ই প্রেরকদের নিকট গ্রহণ করা হইত। পোষ্ট আফিসের নিয়মে কলিকাতার দশ টাকা দুই আনা বৈঁচির দশ টাকার সমান এবং বৈঁচির দশ টাকা দুই আনা

কলিকাতার দশ টাকার সমান। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে অর্থাৎ হুগলী হইতে যখন টাকা বৈঁচিতে পাঠান হইয়াছিল, পোষ্ট আফিস যদি কোন কোম্পানির হাতে থাকিত, তাহা হইলে হয় ত কলিকাতার দশ টাকা চার আনা বৈঁচির দশ টাকার সমান হইত এবং বৈঁচির পোষ্ট আফিস টাকা সংগ্রহের নিমিত্ত হয় ত বৈঁচির নয় টাকা পনর আনা লইয়া কলি-কাতার দশ টাকা শোধ দিবার চেষ্টা করিত। বিশদভাবে এই উদাহরণটি অনুধাবন করিলে অন্তর্বিনিময় ও বহির্বিনিময় সহজে বোধগম্য হইতে পারে।

অন্তর্বাণিজ্যে দেখিতে পাওয়া যায় কলিকাতা হইতে "ক" নামক ব্যবসায়ী যদি ঢাকার "খ" নামক ব্যবসায়ীকে কাগজ বিক্রয় করেন, এবং ঢাকার "গ" নামক ব্যবসায়ী যদি কলিকাতার "ঘ" নামক ব্যব-সায়ীকে ঢাকাই কাপড় বিক্রয় করেন এবং যদি কাগজ ও কাপড় তুল্য মূল্যের হয়, তাহা হইলে কলিকাতার ব্যবসায়ীকে ঢাকায় টাকা পাঠাইতে হইবে না এবং ঢাকার ব্যবসায়ীকেও কলিকাতায় টাকা পাঠাইতে হইবে না; কারণ ঢাকার "গ" ব্যবসায়ী কলিকাতার "ঘ" ব্যবসায়ীকে পত্র দিতে পারেন যে তাঁহার নিকট প্রাপ্য টাকা যেন কলিকাতার "ক" ব্যবসায়ীকে দেওয়া হয়, এবং কলিকাতার "ক" নামক ব্যবসায়ীও ঢাকার "খ" ব্যবসায়ীকে জ্ঞাপন করিতে পারেন যে তাঁহার নিকট প্রাপ্য টাকা ঢাকার "গ" ব্যবসায়ীকে দেওয়া হয়। অর্থাৎ উপরিউক্ত উদাহরণে "ক" ঢাকার "খ" কে কাগজ বিক্রয় করিয়া তাহার উপর ঢাকার "গ" কে টাকা দিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়া একখানি হুণ্ডী * লিখিবেন ও "খ" তাহা

* কোন ব্যক্তির নিকট অর্থ ঋণ করিলে বা ধারে দ্রব্যাদি খরিদ করিলে ঐ অর্থ বা মাল ব্যবহার বা হস্তান্তর করিবার স্বত্ব, যে ব্যক্তি ধার করেন, তাঁহাতেই সম্পূর্ণ-ভাবে বর্ত্তায়; যাঁহার নিকট ধার করা হয়, তাঁহাকে দাবী করিবার স্বত্ব দেওয়া হয় মাত্র। নিদর্শনপত্রে ঋণগ্রহীতা নিজে ঐ স্বত্ব প্রদান করিলে উহাকে ঋণপত্র বলা

স্বীকার করিবেন এবং "গ" কলিকাতার "ক" কে দিবার নিমিত্ত "ঘ" এর উপর হুণ্ডী লিখিয়া তাহাকে স্বীকার করিতে বলিবেন। এস্থলে দেখা যাইতেছে "ক" "খ" "গ" "ঘ" পরস্পর পরস্পরের নিকট পরিচিত। বাস্তবিক কিন্তু বিস্তৃত ব্যবসায় ক্ষেত্রে এক দেশের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীর সহিত সেই দেশের বা অপর দেশের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীর পরিচয় থাকা

যায়। নিদর্শনপত্রে ঋণদাতা অর্থ দাবী করিয়া ঋণ-গ্রহীতাকে উহা, তাহাকে বা তাহার আজ্ঞামত অন্য কাহাকে প্রদান করিতে আদেশ করিলে ও ঋণগ্রহীতা উহাতে স্বাক্ষর করিলে উহাকে Bill of Exchange বা হুণ্ডী বলে এবং ব্যাঙ্ক যখন জমা রাখিয়া আমানৎ কারীকে যে মুদ্রিত কাগজে ঐ ঋণ নিদর্শন পূর্ব্বক দাবী করিবার অধিকার দেন, তাহাকে চেক বলা হয়।

সাধারণতঃ ইংরাজি ভাষায় যেরূপ ভাবে হুণ্ডীর মুসবিধা হইয়া থাকে, সেই মর্ম্মে বাঙ্গলায় নিম্নে একখানি লিখিত হইল :—

কলিকাতা, বেলিয়াঘাটা
১০ই জুন, সন ১৩১৩।

শ্রীদে দত্ত এণ্ড কোম্পানি সমীপেষু—
১৪নং ক্লাইব ষ্ট্রীট।

দেখাইবার পর
অদ্যকার তারিখ হইতে } দুই মাসের মধ্যে শ্রীযুত রামগোপাল নিয়োগীকে বা তাহার আদেশমত অপর কাহাকে প্রাপ্ত পাঁচশত টাকা দিবেন।

৫০০৲ টাকা শ্রীহরিহর সাহা।

উপরি উক্ত হুণ্ডীখানি হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে উহাতে তিনটী পক্ষের বিষয় লিখিত আছে, অর্থাৎ প্রাপক রামগোপাল নিয়োগী বা তাহার আদেশমত কোন ব্যক্তির অনুকূলে লেখক শ্রীহরিহর সাহা দায়ক শ্রীদে দত্ত কোম্পানির উপর হুণ্ডী লিখিয়াছেন এবং একখানি হুণ্ডী লিখিতে হইলে তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়া থাকে :—

(ক) যেখান হইতে লেখা হইয়াছে, সেই স্থান ও যে তারিখে লেখা হইয়াছে, সেই তারিখ।

(খ) অর্থ প্রদানের নির্দ্দিষ্ট কাল।

অসম্ভব। এক দেশের কোন ব্যবসায়ী যদি অপর দেশে দ্রব্যাদি বিক্রয় করেন এবং শেষোক্ত দেশে পুনরায় অন্য কোন দ্রব্য খরিদ করেন তাহা হইলে বরং এইরূপ বরাৎ দেওয়া সম্ভব।

(গ) নির্দ্দিষ্ট অর্থ যাহা প্রদান করিতে হইবে (কথায় ও অঙ্কে)।

(ঘ) লেখকের স্বাক্ষর।

(ঙ) দায়কের নাম ও ঠিকানা।

(চ) প্রাপকের নাম ও বর্ণনা।

উপরিলিখিত হুণ্ডীতে "প্রাপ্ত" কথাটি লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে দায়ক ঐ টাকার পরিমাণ মাল প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এই হুণ্ডী অকারণ লিখিত হয় নাই। দায়ককে জোর করিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করা যায় না। এবং ব্যবসায়ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, যে ব্যবসায়ীরা পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত না থাকিলে কাহারও উপর হুণ্ডী লিখিয়া তাহাকে স্বীকার করিতে অনুরোধ করেন না।

সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর হুণ্ডী দেখিতে পাওয়া যায়। যে হুণ্ডীলিখিত অর্থ "দেখাইবা মাত্র" বা উপস্থিত করণ সময়ে দায়ককে প্রদান করিতে হয়, তাহাকে "দর্শনী" হুণ্ডী (demand bill) কহে ও যে হুণ্ডীলিখিত অর্থ সাকরিয়া (স্বীকার করিয়া) দিবার পর নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে অথবা যে তারিখে লিখিত হইয়াছে, তাহার পর কোন নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে প্রদান করিতে হয়, তাহাকে "মুদ্দতী" হুণ্ডী কহে।

যে ব্যক্তি বিল অব্ এক্স্চেঞ্জ লিখিয়া দেন, তাহাকে "লেখক" (drawer) কহে ও যাহার প্রতি মুদ্রা দিবার আদেশ থাকে, তাহাকে "দায়ক" (drawee) কহে।

নিদর্শনপত্রলিখিত যে ব্যক্তিকে বা যাহার আদেশ মতে ঐ নিদর্শন পত্রক্রমে মুদ্রা দিবার আদেশ থাকে, তাহাকে, "প্রাপক" (Payee) বলা যায়। হুণ্ডীতে যিনি লেখক, তিনিও প্রাপক হইতে পারেন। দায়ক যত কাল পর্য্যন্ত নিজের দায়িত্ব স্বীকার পূর্ব্বক নিজের নাম সহি না করেন, তত কাল পর্য্যন্ত তাহাকে অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য করা যায় না। তিনি স্বীয় সম্মতি লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলে তাঁহাকে "স্বীকারকারী" (Acceptor) বলা যায়। এইরূপ স্বীকার করাকে 'সাকরিয়া" দেওয়া (Accepting the bill) কহে। এদেশে দায়কের কেবল নামসহী থাকিলেই স্বীকার করা হইয়া থাকে।

যেমন পোষ্ট আফিস দিয়া লোকে মণি অর্ডার করিয়া টাকা পাঠাইয়া থাকে, সেইরূপ যাহাদের হুণ্ডীর কারবার আছে ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঐ কারবারের নিমিত্ত গদি আছে তাঁহাদের দ্বারাও ব্যবসায়ীরা টাকা পাঠাইয়া থাকেন যেহেতু পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে ক খ গ ঘ পরস্পরের নিকট পরিচিত না থাকিতে পারেন এবং দশ বিশ টাকা পোষ্ট আফিস দিয়া পাঠাইতে খরচা অল্প হইলেও হাজার হাজার টাকা পাঠাইতে অনেক খরচা পড়িয়া যায়। হুণ্ডীর ব্যবসায়ীরা যখন পোষ্ট আফিসের মত শতকরা এক টাকা গ্রহণ করিবার মানস করেন, তখন ব্যবসায়ীরা তাহাদের দ্বারা না পাঠাইয়া পোষ্ট আফিস দ্বারা অথবা গাড়ী ভাড়া দিয়া লোক মারফত টাকা পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। যখন কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে ব্যবসায়িগণ হুণ্ডী করিয়া অধিক টাকা পাঠাইবার মনস্থ করেন, সেই সময়ে হুণ্ডীর কারবারীরা শতকরা কিছু অধিক টাকা বাটা ধার্য্য করিয়া থাকেন। পরে বলা হইবে যে ব্যাঙ্কারগণ দাবীস্বত্ব প্রদান করিয়া হুণ্ডী (এস্থলে draft) বিক্রয় করিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যিনি অর্থ প্রদান করিয়া কোন দেশের উপর হুণ্ডী খরিদ করেন, ব্যাঙ্কারগণ সেই দেশের তাহাদের গদি হইতে তাঁহাকে বা তাঁহার আদেশমত কোন ব্যক্তিকে হুণ্ডী পরিমেয় অর্থ দাবী করিবার স্বত্ব প্রদান করিয়া থাকেন, এবং প্রতি শত মুদ্রার দাবী করিবার স্বত্ব প্রদানের নিমিত্ত অবস্থা বিশেষে শত মুদ্রার কিছু অল্পাধিক গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই শত মুদ্রা অন্য দেশে দাবী করিবার স্বত্বের নিমিত্ত যত অধিক টান হয় অর্থাৎ যত অধিক শত মুদ্রা বা তাহার অংশ ব্যবসায়ীরা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত হুণ্ডী খরিদ করিতে ইচ্ছা করেন, ততই তাহাদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয় ও ততই হুণ্ডীর দর শতকরা অধিক হইতে থাকে।

যদি কলিকাতা হইতে ঢাকায় রপ্তানি মাল ঢাকা হইতে কলিকাতায়

আমদানী মালের তুল্যমূল্য হয় অর্থাৎ ঢাকা কলিকাতার নিকট যেরূপ ঋণী, কলিকাতা ঢাকার নিকট তদ্রূপ ঋণী হয়, তাহা হইলে উভয় দেশের ঋণের বিনিময় সমান হইবে, অর্থাৎ বিনিময়ের হার সমান (at par) থাকিবে। কিন্তু যদি এক দেশের অপেক্ষা অন্য দেশের ঋণ অধিক হয় অর্থাৎ এই উদাহরণে ঢাকাকে কলিকাতা হইতে আমদানী মালের নিমিত্ত কলিকাতায় প্রেরিত মালের পাওনা অপেক্ষা কিছু অধিক টাকা পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ঢাকা হইতে কলিকাতার উপর হুণ্ডীর টান কলিকাতা হইতে ঢাকার উপর টান অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। যাহাদের ঢাকা হইতে অর্থ প্রেরণ করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে, এবং এই নিমিত্তই কলিকাতার উপর হুণ্ডীর দর চড়িয়া যাইবে ; অর্থাৎ কলিকাতার উপর হুণ্ডী খরিদ করিতে হুণ্ডীতে লিখিত মুদ্রা অপেক্ষা কিছু অধিক দিতে হইবে। অতএব কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যে বিনিময় কলিকাতার অনুকূলে ও ঢাকার প্রতিকূলে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ঢাকা হইতে যাহারা টাকা পাঠাইতেছেন বা হুণ্ডী খরিদ করিতে-ছেন,তাঁহাদের পক্ষে বিনিময় অসুবিধা-জনক এবং কলিকাতার ব্যবসায়ীরা যাহারা টাকা জমা দিতেছেন বা ঢাকার উপর হুণ্ডী খরিদ করিয়া টাকা পাঠাইতেছেন তাহাদের পক্ষে সুবিধা-জনক। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে যখন অপর দেশের উপর লিখিত হুণ্ডীগুলি যে দেশ হইতে লিখিত হইয়াছে সেই দেশে চড়া দামে বিক্রীত হয় তখনই বিনিময় সেই দেশের প্রতিকূলে।

উপরি উক্ত উদাহরণে কলিকাতার ব্যাঙ্কারগণ সস্তায় ঢাকায় টাকা পাঠাইবার সম্বাদ প্রচার করিয়া কলিকাতার ব্যবসায়িগণের নিকট ঢাকার উপর হুণ্ডী বিক্রয় করিয়া সেই টাকাতেই ঢাকা হইতে কলিকাতার লোকের প্রাপ্য শোধ করিবার চেষ্টা করিবেন এবং ঢাকার উপর হুণ্ডীর দর কমিয়া যাইবে।

হুণ্ডীর টান হইলে অর্থাৎ অধিকাংশ লোক এক স্থানে হুণ্ডী দ্বারা টাকা পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উহা অধিক দরে বিক্রীত হয় বটে কিন্তু হুণ্ডীর পরিমিত ধাতু মুদ্রা দূরদেশে প্রেরণের যে ব্যয় তদপেক্ষা কদাচিৎ অধিক হইতে পারে না। লোকে বিদেশে সুলভে অর্থ প্রেরণ করিবার নিমিত্তই হুণ্ডী খরিদ করিয়া থাকেন, কিন্তু হুণ্ডীর লিখিত মূল্যের অপেক্ষা টান হেতু অতিরিক্ত যাহা কিছু দিতে হয় তাহা যদি যথারীতি প্রেরণ ব্যয়-অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে অধিক মূল্যে হুণ্ডী খরিদ করিয়া কেহই টাকা প্রেরণ করেন না।

উপরে যে উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, উহাতে কলিকাতার সহিত ঢাকার কারবার না হইয়া যদি কলিকাতার সহিত লণ্ডন বা লিভারপুলের কারবার হয়, তাহা হইলে কারবার ঘটিত অর্থের আদান প্রদান ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ সম্পাদিত হইবে কারণ, উহাদের মূল সূত্রের কোন পার্থক্য নাই। কলিকাতা হইতে লণ্ডন বা লিভারপুলের উপর হুণ্ডী ইত্যাদি বিদেশীয় হুণ্ডীকে বিলাতী হুণ্ডী বলা যায়। অন্তর্বিনিময় কেবল এক দেশের টাকাতেই সম্পাদিত হয় কিন্তু বহির্বিনিময়ে এই সমস্যায় পড়িতে হয়, যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রচলন আছে। এই নিমিত্ত এক দেশের টাকা অপরিবর্ত্তনীয় রাখিয়া অন্য দেশীয় পরিবর্ত্তনশীল টাকা লইয়া বিনিময় কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে ভারতবর্ষীয় রৌপ্য মুদ্রাই নিশ্চিত পণ ধার্য্য আছে এবং তৎপরিবর্ত্তে বিনিময়ের হারে জ্ঞাপন করিতে যে অনিশ্চিত পণ লিখিত হয় উহা পেন্সে জ্ঞাপন করা হয় অর্থাৎ এক টাকায় কখনও পনর পেন্স কখনও ষোল পেন্স, কখনও বা অধিক ইত্যাদি জ্ঞাপন করা হয়। লণ্ডন বা প্যারিস নগরী দ্বয়ের মধ্যে ষ্টারলিং পাউণ্ডই নিশ্চিত পণরূপে ধার্য্য আছে এবং তৎপরিবর্ত্তে যে অনিশ্চিত পণ বিনিময়ের হারে জ্ঞাপন করা হয় তাহা ফ্র্যাঙ্কস বা সেণ্টসতে গণনা করা হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষের বাণিজ্যের তুলনায় যদি ইংলণ্ড হইতে আমদানি মালের মূল্য ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি মালের মূল্যের অপেক্ষা কম হয় অর্থাৎ ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষের অধিক টাকা পাওনা হয় তাহা হইলে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের অর্থপ্রেরণকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে এবং ভারতবর্ষের উপর বিলাতী হুণ্ডীগুলির দর বাড়িয়া যাইবে; ভারতবর্ষের উপর পনর শত টাকা মূল্যের হুণ্ডী একশত পাউণ্ড ষ্টারলিং অপেক্ষা কিছু অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবে এবং পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইতে যে খরচ, হুণ্ডী খরিদ করিয়া টাকা পাঠাইতে যদি সেই খরচ লাগে, তাহা হইলে হুণ্ডী দ্বারা অর্থ না আসিয়া বিলাত হইতে স্বর্ণমুদ্রা আসিবে। এই সময়ে বিনিময় ইংলণ্ডের প্রতিকূলে হইবে, অর্থাৎ বিনিময়ের হার যোল পেন্সের উপর হইবে। উপরিউক্ত উদাহরণে যদি ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে অধিক টাকা প্রেরণ করিতে হয় অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইংলণ্ড হইতে আমদানি মালের মূল্য যদি ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি মালের মূল্যের অধিক হয়, তাহা হইলে বিলাত হইতে ভারতবর্ষের উপর হুণ্ডীর মূল্যের হ্রাস হইবে। কারণ হুণ্ডী দ্বারা যে পরিমাণ অর্থ ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে প্রদান করিতে বরাত হইবে, উহা হুণ্ডীর দ্বারা যে পরিমাণ অর্থ ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে প্রদান করিতে বরাৎ হইবে তদপেক্ষা অনেক অল্প এবং পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এক দেশের প্রদত্ত অর্থ দ্বারাই সেই দেশের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করা হয়। অতএব ভারতবর্ষের উপর পনর শত টাকার হুণ্ডী ইংলণ্ডে একশত পাউণ্ড অপেক্ষা কিছু অল্প মূল্যে বিক্রয় হইবে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে ইংলণ্ড দেশে ভারতবর্ষের উপর হুণ্ডী যখন চড়া দামে বা ধরাট দিয়া খরিদ করিতে হইবে তখন ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের উপর হুণ্ডী বাটা কাটিয়া খরিদ করা যাইবে এবং যখন ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের উপর হুণ্ডী বাটা কাটিয়া খরিদ করা যাইবে তখন

ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের উপর হুণ্ডী চড়া দামে ধরাট দিয়া খরিদ করিতে হইবে।

হুণ্ডী খরিদ করিয়া অর্থ প্রেরণের খরচা যখন স্বর্ণ বা রৌপ্য প্রেরণের খরচার সমান হয় তখন তাহাকে ইংরাজীতে স্পীসি পয়েণ্ট (specie point) কহে।

যে দেশে হুণ্ডী করিয়া টাকা পাঠান যায় সেই দেশের উপর হুণ্ডীর দর চড়া হইলে কম খরচে আর এক প্রকারে অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। ইহাকে ইংরাজী বাণিজ্যিক ভাষায় (Arbitration of exchange) আরবিট্রেসন্ অফ্ এক্‌শ্চেঞ্জ বহে, অর্থাৎ যে দেশে অর্থ প্রেরণ করিতে হইবে, সেই দেশ ও অপর এক দেশের মধ্যে বিনিময় যদি শেষোক্ত দেশের অনুকূলে হয় সেই শেষোক্ত দেশকে মধ্যস্থ করিয়া অর্থ প্রেরণ করা সুবিধা জনক। উদাহরণ স্বরূপ ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে যদি বিনিময় ইংলণ্ডের অনুকূলে হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডের উপর হুণ্ডীর দর চড়া হইবে, কিন্তু সেই সময় এমন কোন দেশ থাকিতে পারে যাহার সহিত ইংলণ্ডের মধ্যে বিনিময় সেই দেশের অনুকূলে এবং যাহার সহিত ভারতবর্ষের বিনিময়ের হার হয় সমান না হয় ভারতবর্ষের অনুকূলে। অতএব ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডের উপর হুণ্ডী খরিদ না করিয়া ঐ অপর কোন দেশের ইংলণ্ডের উপর হুণ্ডী খরিদ করিলে অল্প ব্যয়ে ইংলণ্ডে অর্থ প্রেরণ করা যাইতে পারে।

যদি কোন সময়ের বিনিময়ের হারে দেখিতে পাওয়া যায় যে—

ভারতবর্ষের ১৫।৷০ টাকা = ইংলণ্ডের ১ পাউণ্ড ষ্টারলিং হয়

ফ্রান্সের ২৪৷৷০ ফ্রাঙ্ক = ” ” ”

ভারতবর্ষের ১৫৲ টাকা = ফ্রান্সের ২৫ ফ্রাঙ্ক হয়

তাহা হইলে ভারতবর্ষের ১৫ টাকার কমে ফ্রান্সের ২৪৷৷০ ফ্রাঙ্ক পাওয়া যাইবে। এবং পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে বিনিময়ের হার অনুযায়ী দেখা

যাইতেছে ফ্রান্সের ২৪॥• ফ্রাঙ্ক ইংলণ্ডের এক পাউণ্ডের সমান। অতএব ফ্রান্স দেশীয় ইংলণ্ডের উপর হুণ্ডী ভারতবর্ষ হইতে পাউণ্ড প্রতি পনর টাকার কিছু কম দিয়া খরিদ করিয়া ইংলণ্ডের দেনা শোধ করা যাইতে পারে।

ব্যবসাদারগণের পক্ষে বিনিময় ব্যাপার শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিনিময়ের হ্রাস বৃদ্ধি দেখিয়া সবিশেষ গণনার উপর নির্ভর করিয়া ব্যবসায়িগণ লাভবান হইয়া থাকেন। বিনিময়ের সমতা বা মুদ্রার ধাতুগত মূল্য ও বিনিময়ের হার জানা থাকিলে ব্যবসায়িগণ তৎক্ষণাৎ বলিতে পারেন কোন স্থানে জমা দেওয়া অথবা কোন স্থানে টাকা লওয়া অথবা তাহাদের উপর কোন স্থানে হুণ্ডী কাটা হইলে তাহাদের পক্ষে লাভজনক।

আধুনিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে, বিনিময় বিধি বিশেষরূপে বোধগম্য না হইলে ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কেবল ভারতবর্ষে কি পরিমাণ দেশজাত পণ্য জন্মিয়াছে তাহা দেখিয়া কোন সময়ে কি পরিমাণ দরের তারতম্য হইবে তাহার আন্দাজ করা সুকঠিন। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের বাণিজ্যে, বিনিময় কোন্ দেশের অনুকূলে বা প্রতিকূলে, ইহা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলে ব্যবসায়ীর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের বাণিজ্যে বিনিময় যদি ভারতবর্ষের অনুকূলে হয় অর্থাৎ যদি এক টাকায় ষোল পেন্সের অধিক পাওয়া যায়, তাহা হইলে যাহারা বিলাতী সামগ্রী ক্রয় করেন তাঁহারা উহা সুলভে পাইয়া থাকেন। যাহাদের মাল বিলাতে বিক্রয় হয় তাহারা সে মালে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প টাকা পাইয়া থাকেন। বিনিময় ভারতবর্ষের প্রতিকূলে হইলে ইহাদের পরস্পরের অবস্থা বিপরীত ভাবাপন্ন হয়। এক টাকায় যদি ১৬½ পেন্স পাওয়া যায় অর্থাৎ এক টাকা ১৬ পেন্সের অধিক হয় তাহা হইলে ১৬½ পেন্স মূল্যের দ্রব্য এক টাকায় পাওয়া যাইবে। কিন্তু অন্য সময়ে যখন

বিনিময়ের হার ১৫$\frac{১}{২}$ পেন্স হইবে অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রতিকূলে তখন ঐ ১৬$\frac{১}{২}$ পেন্স মূল্যের সামগ্রাটী খরিদ করিতে এক টাকার উপর আরও কয়েক আনা অধিক দিতে হইবে অর্থাৎ বিলাতী দ্রব্যের দর চড়িয়া যাইবে ও খরিদ্দার কম হইবে। অপর পক্ষে এদেশীয় দ্রব্যনির্ম্মাতা বা উৎপাদনকারী ১৬$\frac{১}{২}$ পেন্সের মত মাল বিলাতে পাঠাইলে তবে একটী টাকা পাইবেন এবং বিনিময়ের হার ১৫$\frac{১}{২}$ পেন্স হইলে অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রতিকূলে হইলে ১৫$\frac{১}{২}$ পেন্সের মত সামগ্রী বিলাতে বিক্রয় করিলে একটী টাকা পাইবেন। বার টাকা মনের তূলা বিনিময়ের হার ১৪ পেন্স হইলে ইংলণ্ডের মহাজন ১৪ শিলিঙে ঐ তূলা খরিদ করিতে পারিবেন ও বিনিময়ের হার ১৬$\frac{১}{২}$ পেন্স হইলে তাঁহাকে ১৬$\frac{১}{২}$ শিলিঙে উহা খরিদ করিতে হইবে। কিন্তু অপর দেশের ও অপর বৎসরের তুলনায় ইংলণ্ডের মহাজন ১৬$\frac{১}{২}$ শিলিং দিতে নারাজ হইলে তূলা বার টাকায় বিক্রীত না হইয়া অনেক অল্প দরে বিক্রয় হইবে; যেহেতু অপর দেশে উহা পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ১৪ শিলিং দরে পাওয়া যাইতেছে। অতএব এদেশীয় তূলার ব্যবসায়ীরা যদি পূর্ব্ব বৎসরের মত তূলা জন্মাইয়াছে দেখিয়া উহা এবৎসরেও সেই দরেই বিক্রয় হইবে অনুমান করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহারা ঐ ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন। এই সকল কারণে আন্তর্জাতিক্ ব্যবসায়ে বহির্বিনিময় বিধি বিশেষরূপে বোধগম্য হওয়া উচিত।

বিনিময়ের গণনা বুঝিবার জন্য নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল। এই সকল চেনরুলে বাণিজ্যিক কার্য্যালয়ে কসা হয়।

১। ৩০০ পাউণ্ডে কলিকাতার কত রজত মুদ্রা দেওয়া হইবে, যখন বিনিময়ের হার এক টাকায় ১ শিলিং ৩$\frac{৩১}{৩২}$ পেন্স ?

কত টাকা = ৩০০ পাউণ্ড।

১ পাউণ্ড = ২৪০ পেন্স।

১৫$\frac{৩১}{৩২}$ পেন্স = $\frac{৫১১}{৩২}$ পেন্স = ১ টাকা।

কত টাকা = $\frac{৩০০ \times ২৪০ \times ১}{১ \times \frac{৫১১}{৩২}} = \frac{৩০০ \times ২৪০ \times ১ \times ৩২}{৫১১} = \frac{২৩০৪০০০}{৫১১}$

= ৪৫০০·৮৮ টাকা।

২। যদি ১ পাউণ্ড ট্রয়ে $\frac{৩৭}{৪০}$ অকৃত্রিম থাকে, এবং ৬৬টী শিলিং মুদ্রিত হয় ও এক একটী এদেশীয় রজত মুদ্রার ওজন ১৮৪ গ্রেন ট্রয় ও $\frac{১১}{১২}$ অকৃত্রিম হয়, তবে এদেশীয় রজত মুদ্রা ও শিলিংএর টাকশাল অনুযায়ী বিনিময়ের সমতা নিরূপণ কর।

কত শিলিং = ১ টাকা।

১ টাকায় = ১৮০ গ্রেণ।

১২ গ্রেণ = ১১ গ্রেণ অকৃত্রিম।

৫৭৬০ গ্রেণ অকৃত্রিম = ১ পাউণ্ড অকৃত্রিম (ওজন)।

৩৭ পাউণ্ড (ওজন) অকৃত্রিম = ৪০ পাউণ্ড (ওজন)।

১ পাউণ্ড (ওজন) = ৬৬ শিলিং।

কত শিলিং = $\frac{১ \times ১৮০ \times ১১ \times ১ \times ৪০ \times ৬৬}{১ \times ১২ \times ৫৭৬০ \times ৩৭ \times ১} = \frac{৫৫ \times ১১}{৮ \times ৩৭} = ২\frac{১৩}{২৯৬}$ শিলিং।

এই জাতীয় অঙ্কের গণনা দেখিবার আবশ্যকতা হইলে বাণিজ্যিক পাটীগণিত (Commercial arithmetic) দেখ। যুক্ত রাজ্য ও ক্যানেডার ডলার নামক মুদ্রাকে স্থির রাখিয়া উহাকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া এক একটীকে সেণ্ট (Cent) বলা হয়। এই দশমিক প্রথায় গণনাদি করিলে অনেক সুবিধা দেখিতে পাওয়া যায় যথাঃ—৪ ডলার—২৫ সেণ্টকে ৪·২৫ ডলার অথবা ৪২৫ সেণ্টও বলা যাইতে পারে। একটী আমেরিকান ডলার প্রায় ইংরাজী ৪৯ পেন্স বা ৯৮ হাফ পেনির সমান। অতএব দেখা যাইতেছে যে একটী আমেরিকান সেণ্ট প্রায় ইংরাজী একটী হাফ পেনির তুল্য। ফরাসী দেশে ফ্রাঙ্ক

নামক যে রজত মুদ্রা প্রচলিত আছে, উহার ২৫টীতে ১টী ইংরাজী পাউণ্ড হয়। অতএব দেখাইতেছে যে ৫ ফ্রাঙ্কে ৪ শিলিং। বেলজিয়ম ও সুইজার্লাণ্ড দেশেও ফ্রাঙ্ক মুদ্রার প্রচলন আছে। ইটালী দেশে ঠিক ঐ মূল্যের মুদ্রাকে লাইরা (Lira) বা লাইরে (Lire) বলা যায় এবং স্পেন দেশে উহাকে পেসেটা (Peseta) বলে; গ্রীস দেশে উহাকে ড্রাক্‌মা (Drachma) বলে। ফরাসী বেলজিয়ান ও সুইসগণ ঐ মুদ্রাকে শতভাগে ভাগ করিয়া সেণ্টাইম্‌স (Centimes) নাম প্রদান করিয়াছে। ইটালীয়ানগণ উহাকে সেণ্টেসেমি (centesemi) এবং গ্রীকগণ উহাকে লেপ্টা (Lepta) বলেন। স্পানিয়াডগণ এক একটী পেসেটাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া এক একটীকে রিল Real) এবং ঐ এক একটী রিল আবার শতভাগে বিভক্ত হইয়া সেণ্টাইম্‌স্ নামে অভিহিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে।

১০০ সেণ্টাইম্‌স্ = ১ ফ্রাঙ্ক = ৯½ পেন্স

১০০ সেণ্টেসিমি = ১ লাইরা = ৯½

১০০ লেপ্টা = ১ ড্রাকমা = ৯½ „

৪০০ সেণ্টাইম্‌স্ = ৪ রিল = ১ পেসেটা = ৯½ পেন্স।

বড় বড় অঙ্কে এক পাউণ্ড = ২৫ ফ্রাঙ্ক = ২৫ লাইরা = ২৫ ড্রাকমা = ২৫ পেসেটা স্মরণ রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

আধুনিক ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রা ও উহাদের টাকশালানুযায়ী সুবর্ণ মুদ্রার হিসাবে মূল্য নিম্নে প্রদত্ত হইল। পেন্স বলিলে সুবর্ণ পাউণ্ডের ২৪০ ভাগের এক ভাগ বুঝিতে হইবে। উহা ব্রঞ্জ নির্ম্মিত বিলাতের চলতি পেন্স নহে।

ফ্রান্স	১০০ সেণ্টাইমস্	=	১ ফ্রাঙ্ক	৯½ পেন্স সুবর্ণ মুদ্রা
বেলজিয়ম	১০০ „	=	১ „	„
সুইজারল্যাণ্ড	ঐ „	=	১ ফ্রাঙ্ক	„

ইটালি	১০০ সেণ্টসেমি	=	১ লাইরা	৯½ পেন্স স্বুবর্ণ মুদ্রা
গ্রীস	ঐ লেপ্টা	=	১ ড্রাক্‌মা	,,
স্পেন	ঐ সেণ্টিমোস	=	১ পেসেটা	,,
সার্ভিয়া	ঐ প্যারাস	=	১ ডাইনার	,,
বুলগেরিয়া	ঐ ষ্টোটিন্‌কিস্‌	=	১ লেভা	,,
রুমানিয়া	ঐ ব্যানিস্‌	=	১ লে	,,
পর্টুগাল	১০০০ রিজ	=	১ মিলরিস	৪—৫¾ পেন্স
জার্ম্মানি	১০০ পেনিজ্‌	=	১ মার্ক	১১¾ ,,
আস্ট্রিয়া	ঐ হেলার	=	১ ক্রোণ	১০ ,,
হল্যাণ্ড	ঐ সেণ্টস্‌	=	১ ফ্লোরিণ	১—৮ ,,
ইউনাইটেড্‌ ষ্টেটস	ঐ ,,	=	১ ডলার	৪—১½ ,,
রুষিয়া	ঐ কোপেক্‌স	=	১ রুব্‌ল	৩—১½ ,,
নরওয়ে	১০০ ওর	=	১ ক্রাউন	১—১ পেন্স
সুইডেন	ঐ ,,	=	১ ,,	১—১ ,,
ডেনমার্ক	ঐ ,,	=	১ ,,	,,
তুরস্ক	ঐ পিয়াষ্টার্স	=	১ ,, (তুরস্ক)	১৮—¾ পেন্স
মিসর	ঐ ,,	=	১ ,, (মিসর)	২০—৩½ ,,
ইংলণ্ড	২৪০ পেন্স	=	১ পাউণ্ড ষ্টার্লিং	,,
ভারতবর্ষ	১৬ আনা	=	১ টাকা	১৬ ,,
লঙ্কা	১০০ সেণ্টস	=	,,	,,
চীন	১০০০ ক্যাশ	=	১ টীল	৬—৬
জাপান	১০০ সেন	=	ইএন	৪—½

তৃতীয় ভাগ।

—:*:—

ধনোৎপাদিনী শক্তি।

ধনাগম সংক্রান্ত তত্ত্বের কথা প্রতিপাদিত হইয়াছে জানিয়া বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা তৎসংক্রান্ত কতকগুলি কার্য্যকরী কথার আলোচনা করিব। ভূমি, পরিশ্রম ও মূলধন ধনাগমের প্রধান উপায় একথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। এখন কিপ্রকারে যথাসম্ভব অধিক ভূমি অধিক পরিশ্রম ও অধিক মূলধনের সদ্ব্যবহার হইতে পারে সেই কথারই অবতারণা করিতে হইবে, অর্থাৎ যথাসম্ভব অধিক ভূমিতে যথাসম্ভব পরিশ্রম বা শ্রমলাঘবকর যন্ত্রাদির সাহায্যে দেশীয় লোকের সামর্থ্যানুরূপ মূলধন প্রয়োগে সস্তায় বহুল সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিয়া কি প্রকারে নানাবিধ আবশ্যক সামগ্রীর ভোগ সম্ভবপর হইতে পারে তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সংক্ষেপে বিবৃত করা হইবে।

সমান পরিমাণ ভূমি হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান সামগ্রী উৎপন্ন করিতে হইলে দেশে কৃষিতত্ত্ব বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। কৃষিতত্ত্বানুসারে কোন নির্দ্দিষ্ট জমির উপর মূলধন ও পরিশ্রম লাভের নিমিত্ত প্রয়োগ করিবার একটী সীমা নির্দ্ধারিত আছে। কিন্তু এই নিয়মের সফলতা মালের সস্তায় পরিচালনের উপায় ও অন্যান্য অনুষঙ্গী উপায়ের উপর নির্ভর করে। পাটনার জমিতে সার ইত্যাদি দিয়া ফুলকপির চাষ সাধিত হইয়াছে, কিন্তু রেলে সস্তায় এই সকল কপি সত্বর ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইতে না পারিলে সার ইত্যাদির খরচ পোষায় না। তবে কৃষিতত্ত্বের সাহায্যে এই উপকার সাধিত হয় যে নির্দ্ধারিত সীমা অতিক্রম করিয়া লোকে আর সেই জমিতে অধিক মূলধন ও

পরিশ্রম প্রয়োগ করে না। যে পরিমাণ ভূমিতে ধান্তের চাষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের কৃষক যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হইত এখন সেই পরিমাণ ভূমিতে পাটের চাষ করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থ প্রাপ্ত হইতেছে। বঙ্গদেশে এমন অনেক স্থান আছে যেথানে পাট উৎপন্ন হইতে পারে কিন্তু বহুনি খরচা অধিক বলিয়া তথাকার লোকে নিকটস্থ বাজারের মত অন্য চাষ করিয়া থাকে। যেস্থলে পাট হইতেছে সেখানে উন্নত কৃষিপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়া আরও অধিক পাট উৎপন্ন হইতে পারে। শ্রমবিভাগ করিয়া শ্রমলাঘবকর যন্ত্রাদির সাহায্যে অধিক মূলধনে পাটের চাষ করিলে সমান পরিমাণ ভূমি হইতে অধিকতর ধনোৎপাদিত হওয়া অসম্ভব নহে। এই বর্দ্ধমান ধনসামগ্রী যদি সস্তায় বিক্রয়স্থলে পরিচালিত হয় ও রপ্তানি মালের ভাড়া, টোল, খালমাশুল, বন্দর খরচা ইত্যাদি নিম্নতম সীমায় ধার্য্য হয় তাহা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনাগম হইতে পারে বা তদ্বিনিময়ে অধিকতর সামগ্রী প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যতদিন দেশে ধনসামগ্রীর অধিক উৎপাদন না হইতেছে ততদিন মূলধন সস্তা হইবে না এবং সুদের হার হ্রাস হইবে না। আমরা একথাও বলিয়াছি যে মূলধনের অধিক পরিমাণ টাকা শ্রমজীবীদের মজুরিতে ব্যয়িত না হইয়া যদি কলে কুটি প্রস্তুত করিতে মালে বা অন্যদ্রব্যে ব্যয়িত হয় তাহা হইলে লাভের পরিমাণ অধিক অথবা উৎপন্ন সামগ্রীর বিনিময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সামগ্রী প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয় এবং মূলধনের সাহায্যে শ্রমলঘুকর যন্ত্রোপকরণ নির্ম্মিত বা আনিত না হইলে কেবল বেতন সরবরাহ করিয়া শ্রামিকদের নিকট অধিক কর্ম্ম পাওয়া যায় না বা অধিক ধনোৎপত্তি হয় না। অতএব কৃষিতত্ত্বানুসারে যথাসম্ভব অধিক জমিতে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করিতে হইলে শ্রামিকদিগের নিমিত্ত বৈতনিক মূলধন বাদে আরও অধিক মূলধনের আবশ্যকতা অনুভূত হইবে। রেল খাল ও রাস্তা বিস্তার করিতে মূলধনের

প্রয়োজন। কিন্তু ব্যবসায় বুদ্ধিহীন হইলে ধননাশ হয় এবং ধনবিজ্ঞান বাণিজ্য ও ব্যবহারিক শিল্পশিক্ষার অভাবে ব্যবসায়বুদ্ধির বিকাশ হয় না। অতএব উক্ত বিষয় গুলিতে শিক্ষিত হইয়া ব্যবসায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে উহা সুফলপ্রদ হয়।

জগতের ধনোৎপাদক দেশসমূহের বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করণের কারণ অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যে দেশের লোক যে সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিয়া নিজেদের আকাঙ্ক্ষামত লাভ প্রাপ্ত হয় তাহারা সেই সামগ্রী অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করে এবং তদ্বিনিময়ে অপর আবশ্যক সামগ্রী ভোগ করিতে ইচ্ছা করে। লাভপ্রদ সামগ্রী অধিক উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত সামগ্রীর বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত আবশ্যক অথচ উৎপাদনে বা প্রস্তুতিতে যাহা অল্পলাভপ্রদ এইরূপ সামগ্রী আমদানি করিতে পারিলে নানাপ্রকারের সামগ্রী ভোগ করা হয়। এবং নানাজাতীয় সামগ্রী ভোগ করিতে পারিলেই মনুষ্য চরিতার্থ বিবেচনা করে ও দেশে ধনোৎপত্তি হইতেছে বলা যাইতে পারে।

দেশে ধনবিজ্ঞান বাণিজ্য ও ব্যবহারিক শিল্পশিক্ষার প্রসার বৃদ্ধির সহিত বিপুল রেল খাল রাস্তার বিস্তার এবং রপ্তানি মালের শুল্ক, ভাড়া, টোল, খাল-মাশুল, বন্দর-খরচা ইত্যাদি নিম্নতম সীমায় ধার্য্য হইলে দেশীয় মূলধনের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী লাভপ্রদ-সামগ্রী উৎপাদনে দেশে ধনাগম হইতে থাকে। কোনজাতীয় সামগ্রী উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিলে দেশে অধিক ধন উৎপন্ন করা হয় বা অধিক সামগ্রী ভোগ করিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া আমরা উহার উপায় সমূহ বা অন্যান্য ধনোৎপাদিনীশক্তির সাহায্যকারিণী শাখাগুলি বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে সমুদয় লোকে যাবতীয় কার্য্য করিতে

পারে না এবং পরস্পরের অভাব-পরিপূরণার্থ পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে হয়। যাহা স্বর্ণকারের পক্ষে সহজ কার্য্য, তাহা কর্ম্মকারের পক্ষে সুকঠিন, আবার যাহা শ্রমশীল চাষার পক্ষে সহজ, তাহা হয় ত তৈলকারের পক্ষে দুরূহ হইতে পারে। সেইরূপ সমগ্র জগতের ব্যবসাকার্য্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা এক দেশের পক্ষে অনায়াসসাধ্য, তাহা অপর দেশের পক্ষে আয়াসসাধ্য। যাহা এক দেশে সুপ্রতুল, তাহা অপর দেশে দুর্লভ। যাহা এক দেশের অল্প আকাঙ্ক্ষাযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে লোভজনক, তাহা অন্য দেশের অধিক আকাঙ্ক্ষাযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অগ্রাহ্য। যে সকল বৃক্ষের বীজ এক দেশের ভূমিতে জলবায়ুর গুণে অঙ্কুরিত হয়, তাহা অপর দেশের ভূমিতে আদৌ অঙ্কুরিত হয় না, সুতরাং সেই সকল বৃক্ষের ফল সেই দেশে দুষ্প্রাপ্য।

উৎপাদ্য সামগ্রী।

দেশ বিশেষের শ্রমশীল ব্যক্তিদের মধ্যে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক একটী লোক বহুবিধ কার্য্য না করিয়া কেবল একটী কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছে অথবা কর্ম্মকর্ত্তার অধীনে নিজ নিজ সামর্থ্য মত কর্ম্ম করিয়া সামগ্রী উৎপাদন বা প্রস্তুত করিতেছে এবং নিজের ব্যবহারোপ-যোগী রাখিয়া উদ্বৃত্ত মালের বিনিময়ে আপনার আবশ্যক নানাবিধ দ্রব্য সম্ভারের সংগ্রহ করিতেছে; সেইরূপ জগতের ব্যবসায়ে এক একটী দেশের শ্রমবিভাগে-উৎপন্ন বা প্রস্তুত উদ্বৃত্ত মালের সহিত অপর দেশের উদ্বৃত্ত মালের বিনিময় হইতেছে। একদিকে যেমন পল্লী হইতে বড় বড় মহানগরীতে সর্ষপ, গোধুম, পাট প্রভৃতি নীত হইয়া তৈল, ময়দা ও বোরা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে এবং আবার যেমন পল্লীর দিকে ধাবিত হইতেছে, সেইরূপ অপরদিকে আবার ঐ সকল দ্রব্য মহানগরী হইতে বন্দরে আসিয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তদ্দেশের দ্রব্যাদির বিনিময়ে প্রেরিত হইতেছে। সমস্ত জগতের ব্যবসায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রায় সকল জাতিই উহাতে লিপ্ত; কখন রুষ জাতির কেরোসিন তৈল বা গোধুমের পরিবর্ত্তে

ইংরাজ জাতির লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রাদির বা সমুদ্র পোতের বিনিময় হইতেছে, কখন বা ভারতবর্ষীয় জাতিনিচয়ের পাট তূলা ধান্য গোধূমাদির বিনিময়ে জার্ম্মান জাতির ছুরী কাঁচি প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য ও উর্ণাজাত সামগ্রীর বিনিময় হইতেছে। এই জাতিনিচয়ের পণ্যদ্রব্যের পরস্পরের বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা যায়।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যদি কোনও পণ্য দ্রব্য একদেশে কোনও প্রকারে উৎপন্ন হইতে না পারে, সেই দেশের পক্ষে উহা সুদুর্লভ; অতএব সে দেশের লোকে উহা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে সেই দ্রব্য দেশান্তর হইতে আমদানি করিতে হইবে। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা এক দেশে অনায়াসে জন্মাইতে পারে বা প্রস্তুত হইতেছে, তাহাও অন্য দেশ হইতে আনীত হয়। ইহার কারণ সহজেই লোকে বলিয়া থাকে যে, সুলভ বলিয়াই লোকে উহা আমদানী করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রস্তুত না করিয়া আমদানি করিলে উহা অধিক লাভজনক হয়। যদি একই স্থানে একাধিক দ্রব্য প্রস্তুত হয় এবং উহাদের মধ্যে একটী সুলভ ও অপরটী মহার্ঘ্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে একের প্রস্তুতকরণের মজুরী বা ব্যয় অপরের অপেক্ষা অল্প। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে দ্রব্যাদির মূল্য কেবল প্রস্তুতকরণের ব্যয়ের উপর নির্ভর করে না, কারণ যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে যে দেশে উহা সমান মজুরী ও সমান লাভে প্রস্তুত হওয়া সম্ভব, সে দেশে উহা ভিন্ন দেশ হইতে আমদানি হইত না।

বোম্বাই প্রদেশে বহুকাল হইতে কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু বিলাত হইতে যেরূপ মিহি কাপড় আইসে, বোম্বাইএর কল হইতে সেরূপ মিহি কাপড় প্রস্তুত করান হয় না, ইহার কারণ তত্রত্য কলে যে মিহি কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে না তাহা নহে। বিলাতী কলের অংশীদারগণ মিহি কাপড় প্রস্তুত করিয়া যে পরিমাণ লাভে সন্তুষ্ট থাকেন,

বোম্বাই প্রদেশে কলের অংশীদারগণ সেই পরিমাণ লাভে সন্তুষ্ট নহেন।*

বারানসীতে গত জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে মাননীয় গোখ্‌লে এই কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

* More over it is well to remember what Mr, Bezanji says—that the present mill-owners must not be expected to be very keen about the production of finer cloth, because its manufacture is much less paying than that of the coarser cloth. This is due to various causes, the principal among them being that English capital, similarly invested, is satisfied with a smaller range of profits." "A commodity should be produced where the comparative cost of its production is the least and that it should be consumed where its relative value is the highest" (From the presidential speech of the Hon. Mr. Gokhale. I. N. Congress).

বয়কটের পূর্ব্বে অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় যে সকল দেশীয় সামগ্রীর ব্যবসায় স্থিতি লাভ করিয়াছিল, বুঝিতে হইবে সেইগুলিতে লাভের হার নিশ্চয় এদেশবাসীর লাভের আকাঙ্ক্ষার অনুগত। এই সকল সামগ্রী সস্তায় অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিলে তদ্বিনিময়ে এত অধিক আবশ্যক সামগ্রী সস্তায় ভোগ করা যায় যে, যাবতীয় সামগ্রী নিজেরা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিলেও তত অধিক সামগ্রী ভোগ করিতে পারা যাইবে না। এ দেশীয় আসামের এণ্ডী, ভগলপুরের বাফ্‌তা, বহরমপুরের গরদ, তসর, আম্র, পেয়ারা, হরীতকি, লেবু, শতমূলী ইত্যাদির চাট্‌নি, বেহারের কারপেট্‌, খনির কয়লা, লৌহ, আপেটাইটের (Apatite) সার ইত্যাদি বস্তু সমূহ অধিক সস্তায় প্রস্তুত করিলে এত অধিক বিক্রয় হইবে যে তদ্বিনিময়ে অন্য সস্তায় প্রস্তুত বহুতর ভিন্ন দেশীয় সামগ্রী ভোগ করিতে পারা যাইবে। এদেশীয় বাফ্‌তা কাপড় এত সস্তায়-প্রস্তুত হয় যে উহার সহিত মনোমত পাকা রঙের সূতা ও কাশ্মীরের পসমি সূতা মিশ্রিত করিয়া সস্তায় স্বাস্থ্যসম্মত এরূপ মনোহর মজবুত কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে যে, ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীকে বিক্রয় করিয়া তাহাদের সস্তায় প্রস্তুত অন্য সামগ্রী পাওয়া যাইতে পারে। সেইরূপ এণ্ডি কাপড়ের সহিত গরদের তসরের সূতা ও অন্য রঙিন সুতার মিশ্রণেও সস্তায় নানাবিধ মজবুত কাপড় অধিকসংখ্যক ইউরোপবাসীর প্রিয় করা যাইতে পারে। আম্র ইত্যাদির চাট্‌নী বিদেশে যায় বটে, কিন্তু অতিশয় সস্তা হইলে ঐ দেশের প্রত্যেকের প্রাত্যহিক ভোজ্য বস্তু হইতে পারে। এ্যাপেটাইট এদেশে ছড়ান। দেশের অস্থিগুলি প্রেরণ না করিয়া এ্যাপেটাইট চূর্ণ অন্য দেশে পাঠান যাইতে পারে। পশ্চিম বঙ্গের

এদেশের মূলধন এত মহার্ঘ যে, যে কোনও পূর্ব্ব-প্রবর্ত্তিত ব্যবসায়ে উহা ব্যবহার করা হউক না কেন, তাহা হইতে মিহি কাপড় প্রস্তুত করা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ লাভ পাওয়া যায়; এবং মিহি কাপড় হইতে সেই পরিমাণ লাভ প্রাপ্তি না হইলে বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।* এদেশে ময়লাচিনি বহু পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে বটে, কিন্তু পরিষ্কৃত শর্করা প্রস্তুত হইতে পারে; তথাপি কাহাকেও তাহা প্রস্তুত করিতে দেখা যায় না। ময়লা চিনির ব্যবসায়ে বা এদেশীয় অন্য সামগ্রীর ব্যবসায়ের তুলনায় পরিষ্কৃত শর্করা প্রস্তুত করিবার ব্যবসায়ে লাভ নিতান্ত অল্প। অথচ জার্ম্মাণি দেশে তদ্দেশীয় অন্যান্য ব্যবসায়ের তুলনায় পরিষ্কৃত শর্করার ব্যবসায় নিতান্ত অল্প লাভের নহে। সুতরাং পরিষ্কৃত চিনি এদেশে প্রস্তুত হইতে পারিলেও অপর দেশ হইতে আনীত হয়।

স্পেনদেশীয় মদ্যের পরিবর্ত্তে ইংলণ্ড দেশীয় কার্পাস বস্ত্রের বিনিময় হইয়া থাকে। ইংলণ্ড দেশে যে খরচায় কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়, স্পেন-দেশেও হয়ত সেই খরচাতেই উহা প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু স্পেনদেশীয়

পতিত রিগার (regur soil) জমিতে তুলার চাষ হইতে পারে। কার্পেটগুলি চেষ্টা করিলে অর্দ্ধেক মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। খয়ের, হরিতকী ইত্যাদি স্বাভাবিক অবস্থায় প্রেরিত না হইয়া রঙে রূপান্তরিত হইয়া প্রেরিত হইতে পারে, এবং চামড়া এদেশেই পরিষ্কার হইতে পারে। নূতন সামগ্রী প্রস্তুত করিবার চেষ্টা মন্দ নহে কিন্তু যেগুলি বয়কটের পূর্ব্বে অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় স্থিতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে সমবেত যত্ন-প্রকাশ আরও ভাল।

---

* তবে কি ভারতবাসী কখন সুবিধামতে কলে মিহি কাপড় প্রস্তুত করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষে অধিক ধন সামগ্রী উৎপন্ন হইয়া উহা যখন মূলধনে পরিণত হইবে তখন মূলধন বাড়িবে ও সুদের হার কমিবে অথবা জগতের বাণিজ্যে যখন ভারতবাসীর সম্ভ্রম বাড়িবে, তখন অপর দেশের মূলধন অল্প সুদে গ্রহণ করিতে পারিবে। অর্থাৎ মূলধনে ক্রেয় কল কারখানার যন্ত্রাদি অল্প সুদে ধারে ক্রয় করিতে পারিবে। সুতরাং মিহি বস্ত্রের মত অল্প লাভের ব্যবসায়ে ভারতবাসী তখন লাভবান বিবেচনা করিবে।

ব্যবসায়িগণ মদ্য ব্যবসায়ে যেরূপ অধিক লাভবান হয়েন, কার্পাস বস্ত্রের ব্যবসায়ে সেরূপ লাভবান হইবার সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহারা কার্পাস বস্ত্র নির্ম্মাণে অধিক মনঃসংযোগ করেন না। ইংলণ্ডদেশের কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রের সহিত ভারতবর্ষের গোধূমের বিনিময় হইয়া থাকে। অথচ দক্ষিণ ইংলণ্ডে গোধূম জন্মাইতে পারে এবং ভারতবর্ষে বস্ত্র নির্ম্মিত হইতে পারে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে ইংলণ্ডে গোধূম উৎপাদনের ব্যবসায়ের তুলনায় বস্ত্র-নির্ম্মাণের ব্যবসায়ে লাভ অধিক এবং ভারতবর্ষে বস্ত্র-নির্ম্মাণের ব্যবসায়ের তুলনায় গোধূম-উৎপাদনের ব্যবসায় লাভ অধিক।

অনেক সময় রত্নগর্ভ ভারতবর্ষেও ব্রহ্মদেশ হইতে চাউলের আমদানী হইতে দেখা যায় এবং এখানকার চাউলের সহিত উহা একই দরে বিক্রীত হয়। এখানকার কৃষকগণের মধ্যে অনেকে চাউলের পরিবর্ত্তে পাট উৎপন্ন করিয়া অধিক লাভবান হয় বলিয়া শেষোক্ত কার্য্যেই মনোনিবেশ করিয়াছে এবং ব্রহ্মদেশবাসিগণ অন্যান্য কৃষি ব্যবসায়ের তুলনায় ধান্য উৎপাদন লাভজনক মনে করিয়া থাকে। সুতরাং এক দেশের দ্রব্যনিচয়ের উৎপাদনের আপেক্ষিক ব্যয়ের তুলনায় যে সকল পণ্য সামগ্রী অধিকতর স্বল্প ব্যয়ে প্রস্তুত হয়, অথবা যাহাতে লভ্যাংশ অধিক, তাহারই সহিত অপর দেশীয় দ্রব্যনিচয়ের মধ্যে যে সকল পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন স্বল্পতর ব্যয়সাপেক্ষ, বা অধিকতর লাভজনক, তাহাদেরই পরস্পর বিনিময় হইয়া থাকে। ইহাই আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে জগতে কি কল্যাণ সাধিত হয়, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে দেশে যে জিনিস দুর্লভ, ভিন্ন দেশ হইতে আনীত সেই দ্রব্য যে কেবল উহার অভাব মোচন করে এমন নহে, পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া তদুৎপন্ন দ্রব্য-সম্ভারের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয়। যে দুইটী দেশের মধ্যে পরস্পর পণ্য দ্রব্যাদির

বিনিময় হইয়া থাকে, তাহারা পরস্পর যদি পরস্পরের নিকট হইতে দ্রব্যাদির বিনিময় না করে, তাহা হইলে এ দুইটী দেশের পরিশ্রম ও মূলধন পূর্ব্ববৎ ফলদায়ক হইবে না; অর্থাৎ পরস্পরের সাহায্য না লইয়া দুইটী দেশে মোটের উপর যে পরিমাণ পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইবে, যদি তাহারা পৃথকভাবে স্ব স্ব পরিশ্রম পণ্য বিশেষের উৎপাদনে নিয়োজিত করে, এবং স্বকীয় ব্যবহারোপযোগী রাখিয়া উভয়ে উভয়ের সহিত দ্রব্যাদির বিনিময় করে, তাহা হইলে ঐ দুইটী দেশের পণ্যদ্রব্যের যে সমষ্টি হইবে, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এক সমাজে কৃষক, তৈলকার, কর্ম্মকার, তন্তুবায় প্রভৃতি পৃথক্‌ভাবে স্বকীয় উদ্যম প্রয়োগ করিয়া নিজেদের ব্যবহারের মত রাখিয়া যে পরিমাণ সামগ্রী উদ্বৃত্ত হয়, তদ্বিনিময়ে অন্য আবশ্যক সামগ্রী যে পরিমাণে ভোগ করিতে পারিবে, তাহারা প্রত্যেকে চাউল, তৈল, বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া সে পরিমাণ দ্রব্যাদি উপভোগ করিতে পারিবে না। যাহা এক সমাজের পক্ষে সত্য, তাহা সমস্ত জগতের ব্যবসায়ের পক্ষেও তদ্রূপ। দ্রব্যাদির বিনিময়কে বাণিজ্য বলে এবং বিনিময় কার্য্যে পণ্য সমষ্টির আধিক্যই বাণিজ্যের গূঢ় রহস্য। সচরাচর দৃষ্ট হয় যে, দুই দেশের মধ্যে একটী দেশের লোক অপর দেশের লোকাপেক্ষা অনেক বিষয়ে দ্রব্যাদির প্রস্তুতি ও উৎপাদন-কৌশলে পশ্চাৎপদ। ইহা হইতে হয়ত মনে হইতে পারে যে, এক দেশের উন্নতিশীল ব্যক্তিগণ সুলভে পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করিয়া পশ্চাৎপদ দেশের পণ্য বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিবে। এস্থলে বিক্রয় অর্থে পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ বুঝাইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক অর্থের যথার্থ প্রকৃতি এই যে, উহা বিনিময় সৌকর্য্য সাধন করে। অতএব বিনিময়ই যখন বাণিজ্যের মূল সূত্র, তখন উন্নতিশীল লোকদিগের মাল বিক্রীত হইলেই বুঝিতে হইবে যে তদ্বিনিময়ে পশ্চাৎপদ দেশের মালও বিক্রীত হইতেছে, কারণ পশ্চাৎপদ

দেশের লোকে যদবধি নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ প্রাপ্ত না হইতেছেন, তদবধি তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদের পণ্য ক্রয় করিবার সামর্থ্য হইতে পারে না। *

আজ কাল যে দেশে শান্তি বিরাজমান, সেই সকল দেশের যদি যাতায়াতের সুবিধা থাকে ; তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সেই সমস্ত দেশের কোনটীর মূলধনের অভাব হইলে অপর দেশের মূলধন উহার অভাব পূর্ণ করে, অথবা অপর দেশের উদ্বৃত্ত মূলধন সেই দেশে নিযুক্ত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং এক দেশের শ্রমজীবীর অভাব হইলে অপর দেশীয় শ্রামিকগণ সেই অভাব পরিপূর্ণ করে ও তাহাতে দেশ বিশেষের পণ্য দ্রব্য বহুল পরিমাণে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হয়। কোন দেশের কোন ব্যবসায়ে অধিক লাভ হইতেছে দেখিয়া সেই ব্যবসায়ের অংশ খরিদ করিতে অপর দেশের ধনীরা মূলধন প্রেরণ করিয়া থাকেন। এইরূপে সেই দেশের ব্যবসায় এত অধিক বিস্তৃতি লাভ করে যে, অন্য দেশে সেই জাতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। জর্ম্মাণি দেশের শর্করা ও রঙের ব্যবসায়ে এবং আমেরিকার ঘড়ির ব্যবসায়ে এত অধিক অর্থ মূলধন স্বরূপ নিযুক্ত করা হইয়াছে যে, সেই পরিমাণ বা ততোধিক মূলধনে রঙের বা শর্করার বা ঘড়ির ব্যবসায় পরিচালিত না হইলে জগতের কুত্রাপি ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু কোন দেশের সমস্ত লোক বা তাবৎ মূলধন অন্য দেশের অভাব পরিপূরণার্থ তদ্দিকে ধাবিত হইতে দৃষ্ট হয় না। যদি তাহা সম্ভব হইত, জগতের যে স্থানে যে দ্রব্য উৎকৃষ্টরূপে ও বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হইতে পারে, সেই সকল স্থানে তাবৎ মূলধন ও পরিশ্রম সম্মিলিত হইলে জগৎ পণ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইত। কিন্তু তাহা না হওয়ায়

* কোন্ জাতীয় সামগ্রীর বিনিময়ে কোন্ জাতীয় পণ্য গ্রহণ করিয়া ভোগ করা উচিত, উহা পরে ধনভোগে আলোচিত হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের তত্তৎদেশীয় মূলধন ও পরিশ্রম যে সকল মাল অনায়াসে ও অন্য দ্রব্যের তুলনায় অধিক লাভে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাতে নিয়োজিত হইয়া দেশের উপযোগী মাল বাদে উদ্বৃত্ত মাল বিদেশে প্রেরণ করিতে সক্ষম হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দ্রব্যনিচয়ের ব্যয়ের আপেক্ষিক তারতম্যানুসারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পাদিত হইতেছে। এক দেশ হইতে দেশান্তরে দ্রব্যাদির আনয়নের ব্যয়াধিক্য বা অসুবিধা থাকায় অনেক স্থলে প্রস্তুত করিবার ব্যয়ের আপেক্ষিক ন্যূনাধিক্য হইলেও উহাদের বিনিময় হইতে দেখা যায় না। এই কারণে পূর্ব্বকালে হীরা, মণি, মাণিক্য প্রভৃতি বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য-নিচয়ের বহন-ব্যয় অত্যন্ত অল্প ছিল বলিয়া এবং লাভের অত্যাধিক্যবশতঃ উহাদের ব্যবসায় অবাধে চলিত। এক্ষণে জগতের সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহিত দ্রব্যাদির আনয়নের ব্যয় সংক্ষিপ্ত ও বিপদাপদের ভয় নিরাকৃত হওয়ায় কেবল যে বহুমূল্য স্বল্পভারবিশিষ্ট দ্রব্যাদির আমদানী হইতেছে, তাহা নহে, দূরদেশদেশান্তর হইতে গুরুভারযুক্ত অতি স্বল্প মূল্যের দ্রব্যাদিও আনীত হইয়া বিক্রীত হইতেছে। এই নিমিত্তই ভারতীয় গোধূমরাশি, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া দেশের মাংস, ইংলণ্ড দেশীয় কয়লা, জার্ম্মাণ দেশের লৌহ দেশ বিদেশে রপ্তানী হইতেছে।

বিদেশীয় দ্রব্য বিশেষের উপর গুরু শুল্ক থাকায় অনেক সময় আপেক্ষিক প্রস্তুতি-ব্যয়ের ন্যূনাধিক্য হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেশের পণ্য দ্রব্যের বিনিময় রহিত হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতাও অনেক সময় দ্রব্যনিচয়ের আমদানীর অন্তরায় স্বরূপ দণ্ডায়মান হয়। নির্ম্মাতাদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতায় যেরূপ দ্রব্যাদির মূল্যের হ্রাস এবং খরিদ্দারগণের প্রতিযোগিতায় মূল্যের বৃদ্ধি হয়, দ্রব্যাদির প্রস্তুতি বা উৎপাদন-কারক দেশসমূহের মধ্যে এবং ক্রয়কারী দেশ-সকলের মধ্যে প্রতিযোগিতায় সেইরূপ দ্রব্যাদির মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ, যুক্তরাজ্য, রুষিয়া, এবং অষ্ট্রেলিয়ার

মধ্যে যে দেশের গোধূম স্বল্প মূল্যে পাওয়া যাইবে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ও জার্ম্মাণী সেই দেশেরই গোধূম খরিদ করিবে। আবার ইহাদিগের মধ্যে যদি প্রতিযোগিতা হয়, তাহা হইলে যে দেশ অধিক মূল্যে গোধূম খরিদ করিতে পারিবে, তাহাদিগের নিকট পূর্ব্বোক্ত দেশ সমূহের গোধূম চলিয়া যাইবে। আমেরিকার লৌহ অপেক্ষা গোধূমে অধিক লাভ, এবং ইংলণ্ডের গোধূম অপেক্ষা লৌহে অধিক লাভ, সুতরাং ইংলণ্ডের গোধূম আমেরিকায় বিক্রীত হইতে পারে না। বরং আমেরিকার গোধূম ইংলণ্ডে বিক্রীত হইবে। কিন্তু আমেরিকার সহিত ভারতের প্রতিযোগিতায় হয়ত ভারতবর্ষ সস্তাদরে ইংলণ্ডকে গোধূম সরবরাহ করিতে পারিবে এবং জর্ম্মাণ দেশে লৌহ অধিকতর সস্তা বলিয়া তথা হইতে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইতে পারে। কিন্তু ভারত হইতে ইংলণ্ডে গোধূম-প্রেরণের ব্যয় যদি আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে প্রেরণের ব্যয় অপেক্ষা অনেক অধিক হয়, তবে ভারতের গোধূম সুলভ হইলেও উহা ইংলণ্ডে বিক্রীত হইবে না।

সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় যে যাহা অধিকতর আবশ্যক, তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প আবশ্যক দ্রব্যের বিনিময়ে গ্রহণ করা হয়। কৃষকের চাউল, প্রাণধারণের একমাত্র উপায় হইলেও প্রাণধারণোপযোগী চাউল রাখিয়া সে উদ্বৃত্ত চাউলের বিনিময়ে অর্থগ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা তৈল, ঘৃত, লবণ, বস্ত্র, ইন্ধনাদি খরিদ করে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়েও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক জাতির অল্প আবশ্যক দ্রব্যের বিনিময়ে অপর জাতির নির্ম্মিত বা উৎপাদিত অধিকতর আবশ্যক দ্রব্য গৃহীত হয়। ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে চা, তূলা, গোধূম, পাট, রেশম ইত্যাদি দ্রব্য আমদানী করিয়া থাকেন। এই সকল দ্রব্য ঐ দেশবাসীর পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত লৌহ অপেক্ষা অধিক ব্যবহারে আইসে বলিয়া তদ্বিনিময়ে লৌহ ও অন্যান্য প্রস্তুত দ্রব্যাদি ভারতবর্ষে রপ্তানি করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে যাহা এক দেশে

দুষ্প্রাপ্য, তাহা অপর দেশ হইতে আনীত হইয়া সে অভাব পূরণ করে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সভ্যতার পরিচায়ক; ইহাদ্বারা এক দেশের লোকের সহিত অন্য দেশের অন্য আচারব্যবহারাবলম্বী লোকের পরিচয় হয়। যে মানবের পদে পদে ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে, অন্যান্য নানা জাতীয় লোকের সংমিশ্রণে তাহার সেই সকল ভ্রম সংশোধিত হইতে পারে। সমাজে শ্রমবিভাগে দ্রব্যাদির যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, সমগ্র জগতের ব্যবসায়েও এক এক জাতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণে সেইরূপ সক্ষম হইতেছে। দুই চারিটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া দেশীয় তাবৎ মূলধন, পরিশ্রম ও কলা বিশেষের নিয়োগে কোন কোন পণ্য দ্রব্য এত অধিক প্রস্তুত হইতেছে, যে তাহা জগতের ব্যবসায়ে পণ্য দ্রব্যের অভাব দূরীকৃত করিতেছে।

সমাজে অভাব অনুযায়ী মালের সরবরাহ করা অতি দুরূহ কার্য্য; এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উহা যে কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এক দেশ হইতে সুদূর কোন দেশে মালের সরবরাহ ও লাভের পরিমাণ নিরূপণ করা একরূপ অসম্ভব। বহুদর্শিতা দ্বারা ব্যবসায়িগণ অনেক সময় উহাতে কৃতকার্য্য হইলেও তাঁহারা সময়ে সময়ে ভ্রমে পতিত হওয়ায় বাণিজ্যজগতে মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়া থাকে।

মূলধনের সংযোগ।

এইরূপে ধনবিজ্ঞান ও বাণিজ্য-সম্মত দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষারগুণে উৎপন্ন বা প্রস্তুত করিতে পরিশ্রম ও শ্রমলঘুকর যন্ত্রোপকরণ, তত্ত্বাবধারণ, এবং যে সকল ঘটনা ঘটিলে ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয় এবং যাহা প্রতিবন্ধ করা তাহার ক্ষমতায় অতীত সেই সকল ঘটনা জানিত ক্ষতির পূরণার্থে বীমাকরণ ইত্যাদি নানাবিধ উপায় ধনোৎপাদিনী-শক্তির অন্তর্ভুক্ত। শ্রামিকের মজুরি দিতে ও শ্রম লঘুকর যন্ত্রোপকরণ ক্রয় করিতে এবং তত্ত্বাবধারণ

বীমাকরণ ইত্যাদিতেও মূলধনই একান্ত আবশ্যক। শ্রামিকের বেতনে অধিক মূলধন ব্যয় না করিয়া শ্রমলঘুকর যন্ত্রোপকরণে উহা ব্যয়িত হইলে লাভ অধিক হয় বলিয়া ঐ সকল যন্ত্র খরিদ করিতে এককালে অধিক মূলধনের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। এমন অনেক ব্যবসায় আছে যাহাতে মূলধন প্রযুক্ত হওয়ার অধিক পরে প্রস্তুত সামগ্রীর মূল্য পাওয়া যায়। যে দেশে মূলধন দুর্লভ বা সুদ অধিক সে দেশে কোন কালে মূলধন বৃদ্ধি হইবে বলিয়া যদি কালক্ষেপ করিতে হয় তাহা হইলে সে দেশের ধনোৎপাদিনী-শক্তির সমধিক বিকাশ হয় না এবং সে দেশের মূলধনে কতিপয় ব্যবসায় ভিন্ন অন্য ব্যবসায় পরিচালিত করিতে হইলে সুদ বাদে লাভের ভাগ থাকে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব সে দেশে মূলধন ঋণ করিতে হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমূহ কোন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করে নাই বা মূলধনে ক্রুত সামগ্রী নিচয়ের ব্যবসায় করে নাই এবং যাহাদের বাজার সম্ভ্রমও নাই তাহাদের ঋণ করিয়া বা ধারে দ্রব্য সামগ্রী খরিদ করিবার সামর্থ্য হয় না। আমরা ব্যবসায়ের ব্যক্তি-গণের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিব কিরূপে ব্যক্তিবিশেষের সম্মিলনে মূলধনের সমাগম কিম্বা ব্যবসায় সুচারুরূপে পরিচালিত হয়।

ব্যবসায়ের ব্যক্তিগণ

ব্যবসায় কার্য্যে দেখিতে পাওয়া যায় কখন এক ব্যক্তি নিজনামে কারবার করিতেছেন, বা নিজেই লাভ লোকসানের দায়িক; কখনও বা কয়েকজনে মিলিত হইয়া কারবার পরিচালনা করিতেছেন; কখনও বা বহুসংখ্যক লোকে সম্ভূয় সমুত্থানে কারবার নির্ব্বাহ করিতেছেন। প্রথমোক্ত কারবারীকে একক ব্যবসায়ী (soletrader) বলে; দ্বিতীয়োক্ত ব্যবসায়িগণ অংশীদার বা বখরাদার (partners) ও তাহাদের ব্যবসায় অংশীদারী ব্যবসায় (partnership business) বলা যায়। এবং তৃতীয়োক্ত ব্যক্তিগণকে কোম্পানির অংশীদারগণ (share holders of a joint stock company) বলা

যায়। কয়েক ব্যক্তি কোন ব্যবসায়ে আপনাদের ধন, পরিশ্রম ও কর্ম্ম-কৌশল সংযোগ করিতে এবং আপনাদের মধ্যে তদুৎপন্ন লাভ বণ্টন করিয়া লইতে অঙ্গীকার করিলে তাহাদের মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ, তাহাকে অংশীত্ব (partnership) বলা যায়। যে ব্যক্তিরা পরস্পর সেই অংশিত্ব কার্য্যে বদ্ধ আছেন তাঁহাদের সমূহের নাম কুঠি (firm). *

একাকী ব্যবসা পরিচালিত করিতে সক্ষম হইলে কেহ অংশী হইয়া ব্যবসায় পরিচালন করিতে ইচ্ছা করেন না। ব্যবসায়ের সবিশেষ সুবিধা হইবে মনে করিলেই লোকে অংশীদার গ্রহণ করিয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন এক ব্যক্তির ব্যবসায় বুদ্ধি ও কার্য্য তৎপরতা দ্বারা ব্যবসায়ের যেরূপ উন্নতি সাধিত হয়, হয়ত অব্যবসায়ী অংশীদারগণকে ব্যবসায়ের সুবিধা, অসুবিধার বিষয় বোধগম্য করাইয়া সেই ব্যবসায়ে তদ্রূপ উন্নতি সাধিত হয় না। ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন কল্পে কোন উপায় উদ্ভাবিত হইলে কোন এক ব্যক্তি একক ব্যবসায়ী হইলে যেরূপ তৎপরতার সহিত ঐ উপায় দ্বারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন তিনি অংশীদার হইলে অপর অংশীদারকে সেই উপায় বোধগম্য করাইয়া তদ্রূপ তৎপরতার সহিত কার্য্য করিতে সক্ষম হইতে পারেন না। যে হেতু ঐরূপ স্থলে হয় অংশীদারগণের মধ্যে মতভেদ হইতে পারে, অথবা তাঁহাদের মতামত এত বিলম্বে প্রকাশিত হইতে পারে, যে তখন উদ্ভাবিত উপায় মত কার্য্য করিলে কৃতকার্য্য হইবার অল্পই সম্ভাবনা থাকে। খামখেয়ালী ব্যক্তির হঠকারিতায় আবার যেরূপ ব্যবসায়ের ক্ষতি হওয়া সম্ভব, উহার অংশীদারগণ থাকিলে হয়ত উহাতে সেরূপ ক্ষতি হইতে পারে না, কারণ তাহাদের সৎপরামর্শে ব্যবসায় বুদ্ধি সুপথে পরিচালিত হইতে পারে।

এমন অনেক ব্যবসায় আছে, যাহাতে কলকারখানা বা মালামাল খরিদ করিতে এত মূলধনের আবশ্যক হয় যে ঐ ব্যবসায়েচ্ছু কোন

* ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক ৯ আইন ২৩৯ ধারা।

এক ব্যক্তির পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা সুকঠিন। যদি ঠিক ঐ ব্যবসায় করিতে আরও কয়েক ব্যক্তির অভিলাষ হয়, এবং উহাদের প্রত্যেকের কিছু কিছু অর্থ থাকে, তাহা হইলে ব্যবসায়ে এই সকল ব্যক্তির মিলনই সুবিধাজনক। ব্যবসায় বিশেষে পরস্পরের ব্যক্তিগত গুণে আকৃষ্ট হইয়া অনেক সময় অংশীদারী ব্যবসায় হইয়া থাকে। অনেকে হয়ত পাট দেখিলেই উহার ভাল মন্দ বিচার করিতে পারেন। বাজারে খাতির থাকায় দুইদিন পরে দিব বলিয়া ধারে অনেক পাট সংগ্রহ করিতে পারেন কিন্তু এই পাট বিক্রয়ের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অতএব যাহারা পাটের নমুনা দেখাইয়া বড় বড় পাটের খরিদ্দারদের বিক্রয় করিতে পারেন, পঁহুছিবামাত্র মাল প্রাপ্তির রসিদ দেখাইয়া খরিদ্দারের নিকট বা দরের সর্ত্ত সম্বলিত বিল কোন ব্যাঙ্কে দেখাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে শতকরা ৮০/৯০ টাকা তৎক্ষণাৎ পাট খরিদের স্থানে প্রেরণ করিতে পারেন তাহাদের মত অভিজ্ঞ লোকের সহিত তাঁহার মিলনই শ্রেয়স্কর। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যদি কেহই হিসাব রাখিতে অপারদর্শী হন, হয়ত কোন বিশ্বস্ত হিসাব নিপুণ অংশীদারও গ্রহণ করিয়া তাঁহারা সেই ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

বহুদিনের চালিত স্যবসায়ে পুরাতন উপযুক্ত কর্ম্মচারীরা এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করে, যে তাহারা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে নিজে ঐ প্রকার স্বতন্ত্র ব্যবসা আরম্ভ করিয়া প্রতিযোগিতা করিতে পারেন। উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের আকাজ্ক্ষা বর্দ্ধিত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। ব্যবসায়ের লাভালাভের অনিশ্চিততা হেতু ঐ প্রকার অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর বেতন অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত মনে না করিয়া ব্যবসাদার তাঁহাকে ব্যবসায়ের অংশীদার করাই শ্রেয়ঃকল্প মনে করেন।

অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদারগণের মধ্যে মতভেদ হইলেই ব্যবসায়ে ক্ষতি হইয়া থাকে,যেহেতু ব্যবসাকার্য্যেও একতাই বল। ব্যবসায়ের প্রারম্ভে

দেখিতে পাওয়া যায় যে অংশীদারগণ পরস্পর বন্ধুত্ব ও পরস্পরের সুখ্যাতি করিয়া থাকেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই পরস্পরের গ্লানি করিয়া থাকেন ও ক্রুটী প্রদর্শন করেন। এইহেতু ব্যবসায়ের প্রারম্ভেই অংশীদারগণের স্বভাব চরিত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্যবসায়ে অংশীদার গ্রহণের পর অংশীদারগণের ক্রুটী প্রীতির সহিত উপেক্ষা করা, তাঁহাদিগের প্রতি হিংসাভাব পরিহার করা ও বিশ্বাসস্থাপন করাই ব্যবসায়ের পক্ষে মঙ্গলসূচক। অংশীদারগণের পরস্পরের ক্ষমাগুণ ও তিতীক্ষা থাকিলে সামান্য মতভেদ ভবিষ্যতে বিদ্বেষভাবে পরিণত না হইয়া তাহা জলবুদ্বুদের ন্যায় উত্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যায়।

কোম্পানি :—পাঠকের প্রথমেই মনে হইতে পারে যে যখন অংশী-দারীতে ব্যবসায় কার্য্য হইতে পারে তখন আবার কোম্পানীর আবশ্যক কি? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় যাহাতে অল্প মূলধনের আবশ্যক তাহা অক্লেশে ৫।৭ জন অংশীদারের মিলিত মূলধনে সমাধা হইতে পারে; কিন্তু বৃহৎ ব্যবসায় সকল যেমন বিস্তৃত রেল লাইন বা ট্রাম লাইন নির্ম্মাণ বা কয়লার বৃহৎ খাদ খনন অল্প মূলধনে সমাধা হইতে পারে না। আবার বিলাতে যাহা অল্প মূলধন বলিয়া পরিগণিত হইবে এ দেশের পক্ষে তাহা অত্যন্ত অধিক বলিয়া বোধ হইতে পারে। বিলাতে টাকার শতকরা সুদ এত অল্প এবং সে দেশের ধনীরা ব্যবসায় কার্য্যে অভ্যস্ত থাকায় শতকরা কিছু অধিক সুদ (লাভ) পাওয়া যায় এমন কোন ব্যবসায় চালিত হইতে পারিলেই তাঁহারা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। এ দেশে টাকার উপর শতকরা ১০।১২ টাকা পর্য্যন্ত সুদ পাওয়া যায়, এবং ধনী মহাজনগণ এই সুদের আধিক্য হেতু অধিকতর লাভজনক ব্যবসায় দেখিতে না পাইলে ব্যবসায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

কোন ব্যবসায় কল্পিত হইলে প্রতিষ্ঠাতাগণ যখন দেখেন যে,যে পরিমাণ মূলধনে ব্যবসায়টী সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে সেই পরিমাণ মূলধন

সংগ্রহ করা তাহাদের সাধ্যাতীত, তখন কোম্পানি সৃষ্ট হইবার কারণ উপস্থিত হয়। কয়েকজন ব্যক্তি মিলিত হইয়া কোনও লাভজনক ব্যবসায়ের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে এই ব্যবসায়ে এত মূলধন লাগিবে এবং উহা কোনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় বিভক্ত হইবে। ব্যবসায় কার্য্য সংস্থাপিত হইবার পর ৬।৭ মাস বা এক বৎসর বা অধিককাল পরে কি পরিমাণ লাভ পাওয়া যাইতে পারে তাহা উল্লিখিত হইয়া একটী অনুষ্ঠানপত্র (কার্য্যবিবরণী ও লাভের পূর্ব্বাভাস পত্র (prospectus) প্রকাশিত হয়। এই পত্রে আরও প্রকাশ থাকে যে নির্দ্দিষ্ট সমভাবে বিভক্ত মূলধনের পরিমাণ যদি দশ টাকা হয় তাহা হইলে যাহাদের নামে অংশ (share) বিলি (allot) হইবে হয় ত প্রথমে তাঁহাদিগকে তিন টাকা করিয়া অংশ প্রতি দিতে হইবে ও পরে নির্দ্দিষ্ট কালান্তর কিস্তিবন্দি করিয়া বাকী টাকার পূরণ করিতে হইবে। এই তিন টাকার মধ্যে হয়ত অংশের জন্য আবেদন করিবার সময় প্রথম অংশ প্রতি ১ টাকা দিতে হইবে এবং পরে যখন নামে অংশ বিলি হইবে তখন আরও ২ টাকা দিতে হইবে। যদি কেহ ১০ খানি অংশের নিমিত্ত আবেদন করে এবং তাঁহার নামে ৫ খানি বিলি করা হয় তাহা হইলে বাকী ৫ টাকা তাহাকে ফেরত দেওয়া হয়। যদি ব্যবসায়ের মূলধন ৩০০০০ সহস্র মুদ্রা হয়, এবং উহা ৩০০০ হাজার ভাগে বিভক্ত হয় তাহা হইলে প্রত্যেক অংশের মূল্য ১০ টাকা হইবে। ধনী বাদেও যে সকল ব্যক্তি ব্যয় সংযম করিয়া মাসিক দশ টাকাও মূলধন সৃষ্টি করিতে পারেন তাহারা যদি শতাধিক টাকাও জমাইয়া থাকেন হয় ত ৫০ টাকার পাঁচ খানি অংশ খরিদ করিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া ১৫ টাকা দিয়া ১৫ খানি অংশের নিমিত্ত আবেদন করিতে পারেন এবং অংশ বিলির সময় আরও ৩০ টাকা দিতে পারেন এবং ছয় মাস পরে যদি অংশ প্রতি ২ টাকা দিতে হয় তাহা হইলে ১৫ খানি অংশের নিমিত্ত আরও ৩০ টাকা দিতে পারিবেন। এইরূপে যাহাদের

মূলধন অল্প তাহারাও অর্থের ব্যবহার করিয়া লাভবান হইতে ইচ্ছা করেন এবং তাহার ন্যায় কত শত লোকের মূলধন লইয়া দেশের বাণিজ্য কার্য্য বিস্তৃত হওয়ায় তথাকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে উপরি উক্ত স্থলে হয়ত দশ টাকার অংশের নিমিত্ত পুরা দশ টাকাও দিতে হয় না। অংশ প্রতি ৭ টাকা কি ৮ টাকা লইয়াই কোম্পানীর কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত চালিত হইতে থাকে। এইরূপে প্রদত্ত অংশের সমষ্টিকে প্রদত্ত মূলধন (paid up capital) কহে। এই কোম্পানীর যদি লাভ হয় তাহা হইলে ৬ মাস পরে অংশ প্রতি শতকরা ৫।৭ টাকা হিসাবে লাভ বণ্টন করা যাইতে পারে। এই লাভের হার তাহা হইলে বাৎসরিক দশ টাকা বা ততোধিক হইল। যে সময় ধনীরা তাহাদের মূলধনে ঐরূপ লাভ পান না তখন উঁহারা এই প্রকার অংশ খরিদ করিয়া উহার ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন। যদি বাজারে শতকরা ৬ টাকা হিসাবে সুদ পাওয়া যায় তাহা হইলে ১৫০ টাকায় ৯ টাকা সুদ হইবে এবং ধনীরা তখন ঐ দশ টাকার অংশ ইচ্ছা সুখে ১৪।১৫ টাকায় খরিদ করিতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে পারেন, এবং যে ব্যক্তি ১৫ খানি অংশ পূর্ব্বে খরিদ করিয়াছিলেন তিনি এখন উহা হস্তান্তর করিয়া লাভবান হইতে পারেন। কোম্পানীর ব্যবসায় কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট কয় মাস অন্তর সভা হইয়া থাকে। কিরূপ ভাবে ব্যবসায় কার্য্য চালিত হইতেছে কতই বা লাভ হইতেছে এবং কিরূপে ঐ লাভের ব্যবহার করা হইবে অথবা ব্যবসায় কার্য্য লাভজনক বলিয়া উহার বিস্তৃতির আবশ্যক এবং তদর্থে কিরূপে আরও মূলধন সংগ্রহ করা হইবে অথবা ব্যবসায়ে লোকসান হইলে আরও কত টাকা ঋণ করিতে হইবে ও কিরূপে উহা করিতে হইবে, আয় ব্যয়ের বিবরণী ও উদ্বর্ত্তপত্র (balance sheet) দেখাইয়া অংশিদারগণকে উহা

জ্ঞাপন করা ও তাহাদের মতামত গ্রহণ করাই এই সভার উদ্দেশ্য। অনেক সময় কোম্পানী সৃষ্ট হইবার সময় যে কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অংশ খরিদদারকে কোম্পানীর একজন পরিচালক (director) করা হইবে অথবা তদল্প কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অংশ খরিদ্দারকে পরিচালক নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হইবে ইহাও উত্থাপন করা হয়। নির্ব্বাচিত পরিচালকগণকে বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস্ বলে। লাভের টাকা যদিও সমস্তই অংশিদারগণের প্রাপ্য তথাপি বিপদ আপদের নিমিত্ত কতক পরিমাণ টাকা সর্ব্বসম্মতি ক্রমে রক্ষিত তহবিলে (রিজার্ভ ফণ্ড, নীবি) জমা রাখা হয়। বাকী লাভের টাকা অংশীদারগণকে অংশ মত বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ লভ্যাংশকে ভাজ্য (ডিভিডেণ্ড) বলে।

কোম্পানী ও অংশিত্ব প্রথমত এক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বিশ্লিষ্ট ভাবে আলোচনা করিলে অনেক পার্থক্য অনুভূত হয়, সাত জনের কম সম্ভূয়কারী হইলে কোম্পানীর সৃষ্টি হইতে পারে না। কিন্তু অংশিত্ব হইতে পারে। অংশিত্বের কার্য্য সকল অংশীদার দ্বারা চালিত হইতে পারে কিন্তু কোম্পানীর কার্য্য বিশেষ কার্য্যদক্ষ কতিপয় অনুমোদিত ও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। আইনের সাহায্য ব্যতীত জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী গঠিত হইতে পারে না। এবং গঠন কাল হইতে ভঙ্গ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় কোম্পানী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ৬ আইনের অধীন উহার সকল কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। অংশিত্ব কিন্তু অংশীদারগণের পরস্পরের লেখা পড়ায় বা মৌখিকসর্ত্তে গঠিত হইতে পারে এবং গঠিত হইলে পর অংশীদারগণকে ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক আইনের (১৮৭২ সালের ৯ আইন) অধীন হইতে হইবেক। অংশীদারগণ পরস্পরের নিকট সর্ত্তে আবদ্ধ, পরস্পরের কার্য্য-কলাপের জন্য দায়ী, অংশিত্বের লাভ লোকসানের ভাগী এমন কি যদি মূলধনের টাকাতেও ঋণ পরিশোধ না হয় তাহা হইলে নিজস্ব ধন দিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে

তাহারা বাধ্য ; কিন্তু কোম্পানীর সম্ভূয়কারিগণ পরস্পরের নিকট কোন সর্ত্তে আবদ্ধ নহে ও পরস্পরের কার্য্য কলাপের জন্য কোন কারণে দায়ীক নহে, পরন্তু সীমাবদ্ধ (limited) হইলে লাভের ভাগী ও কেবল মাত্র অংশ পরিমাণে লোকসানের দায়ীক। অংশিত্বের অংশীদারগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যখন তখন খাতা পত্র পরিদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু কোম্পানীর সম্ভূয়কারিগণ আবশ্যক বিবেচনা করিলে সভা করিয়া মনস্থ হইলে পর কোম্পানীর নিযুক্ত খাতাঞ্চির নিকট প্রকাশ্যে আবেদন না করিলে কিছুই অবগত হইতে পারেন না। অংশীদারগণ কর্ম্মচারীর মত কার্য্যসমূহ করিলে পর কোন প্রকারে বেতন পাইবার অধিকারী হন না অথচ কোম্পানীর সম্ভূয়কারিগণ কর্ত্তৃক নিয়োজিত পরিচালকগণ কর্ম্মচারীর মত বেতন ভোগী বলিয়া গণ্য হয়েন।

সপ্ত বা তদধিক লোক ব্যবস্থাসিদ্ধ কোন কার্য্য সম্পাদনার্থে সংসৃষ্ট হইয়া, সংসৃষ্ট পত্র স্বাক্ষর দ্বারা আবেদন করিয়া, দায় সীমাবদ্ধ বা অসীমাবদ্ধ করিয়া, সমবায়িত কোম্পানীরূপে রেজিষ্ট্রীকৃত হইতে পারেন। কিন্তু রেজিষ্টারী না করিয়া দশ জনের অধিক হইলে ব্যাঙ্কী কার্য্য করিতে সমবেত হইতে পারিবেন না ও অন্য কার্য্যের নিমিত্ত বিশ জনের অধিক সমবেত হইতে পারিবেন না।

ধারে অর্থের প্রয়োজনসিদ্ধি।

নগদ অর্থের অভাবে অনেক ব্যবসায় অবাধে চলিতেছে দেখিয়া জনসাধারণের নিকট ধারে জগতের কার্য্য চলিতেছে ইত্যাদি কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ধার কেবল অপরের মূলধন ব্যবহার করিবার অনুমতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। একের মূলধন ভবিষ্যতে পরিশোধ করিব বলিয়া ধনী যাহা ব্যবহার করিতে পারে না, অপরে তাহার ব্যবহার করিয়া থাকে। যাহার মূলধন, সে তাহার মূলধনের প্রাপ্য (সুদ) গ্রহণ করে এবং যে ব্যক্তি উঁহার ব্যবহার বা রূপান্তর করে সেই লাভ গ্রহণ করিয়া থাকে। কএক

নিকট যদি খ ধার লয়, যে মূলধনে খএর কার্য্যের সুবিধা হয়, সেই মূলধনেই আবার কএর কার্য্যের সুবিধা হইতে পারে না। মূলধনে কএর স্বত্ব রহিল বটে, কিন্তু উহার ব্যবহার করিবার কোন ক্ষমতা রহিল না; তবে খকে টাকা দিয়ে কএর যে দাবী স্বত্ব রহিল, গকে সেই স্বত্বে স্বত্ববান করিয়া ক গএর নিকট টাকা লইতে পারে। এস্থলে মনে হইতে পারে যে, একই মূলধনে দুই জনের কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু বিবেচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ক, খ, গ তিন জনের মধ্যে কেবল দুই জন মাত্র মূলধনের ব্যবহার করিতেছে। কএর মূলধন লইয়া খ ব্যবহার করিতেছে, এবং গএর মূলধন লইয়া ক ব্যবহার করিতেছে এবং গ কেবল তাহার মূলধন হইতে বিচ্যুত হইয়া কএর নিকট দাবী স্বত্বে স্বত্ববান হইয়াছে। যে মূলধন নিজের নহে, উহা যিনিই ব্যবহার করুন না কেন, ধনী উহার ব্যবহারে বঞ্চিত, অতএব প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে ধারে দেশের পণ্য দ্রব্য যে অধিক পরিমাণে প্রস্তুত বা উৎপন্ন হইতেছে, তাহা নহে; যাহা একে প্রস্তুত বা উৎপন্ন করিতে না পারিত, তাহাই অপরে করিয়া থাকে। তবে ভিন্ন দেশ হইতে ধারে অল্প সুদে শ্রমলঘুকর যন্ত্রোপকরণ ইত্যাদি মূলধন আমদানি করিতে পারিলে মোটের উপর দেশে যথা সম্ভব ধনোৎপাদিত হয়।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নলিখিত ভাবে ব্যবসায় কার্য্যে পণ্য দ্রব্য হস্তান্তরিত হইয়া থাকে। নির্ম্মাতার নিকট মহাজন মাল আমদানী করিলে পাইকারী দোকানদার খুচরা দোকানদারের নিকট বিক্রয়ের নিমিত্ত উহা লইয়া আসে এবং খুচরা দোকানদারের নিকট হইতে খরিদদার ব্যবহার বা ভোগের (consumption) নিমিত্ত মাল খরিদ করে। এইরূপ শেষোক্ত খরিদদার মাল খরিদ করিলে সেই মাল বাজার হইতে উঠিয়া যায় বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর ব্যবসাদারগণের নিকট ঐ মালগুলি ভ্রাম্যমান মূলধন (floating capital) স্বরূপ এবং

শেষোক্ত খরিদদার যে মূল্য দেয়, তাহাতে ঐ সকল ব্যবসাদারগণের খরচা পোষাইয়া কিছু কিছু লাভ থাকিয়া যায়।

যে মহাজন মাল আমদানী করিয়াছে, সে যদি নগদ মূল্যে পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করে, তাহা হইলে সে আবার মাল আনিতে সক্ষম হয়, এইরূপ যদি পাইকারী খরিদদার নগদ মূল্যে খুচরা দোকানদারকে বিক্রয় করে, এবং খুচরা দোকানদার গ্রাহককে নগদ মূল্যে বিক্রয় করে, তাহা হইলে কাটতি বা ব্যবহার অনুযায়ী দ্রব্য অবাধে আসিতে পারে। বাস্তবিক কিন্তু এভাবে ব্যবসায় কার্য্য পরিচালিত হয় না।

অতি অল্প সংখ্যক গ্রাহকই নগদ মূল্যে মাল খরিদ করিতে সক্ষম এবং অল্প সংখ্যক ব্যবসাদারও নগদে মাল খরিদ করিয়া থাকে। মালের অবাধ আমদানীর স্রোত যদি খরিদদারের টাকার অভাবে প্রতিহত হয়, তাহা হইলে মালের আমদানী বা উৎপত্তি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। সামান্য কৃষকও সম্বৎসর ভোগের পর জমীদারকে খাজনা দিয়া থাকে।

ব্যবসায়ে ধার পাওয়া কঠিন কথা। ধার করিতে গেলে বাজারে খাতির চাই। ভবিষ্যতে শোধ দিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্রব্যাদির খরিদ করিবার ক্ষমতাই ব্যবসাদারের বাজার সম্ভ্রম। সুযোগমত বাজার সম্ভ্রমের ব্যবহার করিতে পারিলেই উহা মূলধনের দশগুণ কার্য্যকরী হয়। ব্যবসাদারের সম্বন্ধে বাজার সম্ভ্রমই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মূলধন। যখন কোন ব্যবসাদার তাহার বাজর সম্ভ্রমে ধারে মাল খরিদ করেন, ঐ মালে সম্পূর্ণভাবে তাহার স্বত্ব বর্ত্তায়। অর্থাৎ নগদ মূল্যে খরিদ করিলে তিনি যেরূপে উহার ব্যবহার বা হস্তান্তর করিতে পারিতেন, ধারে খরিদ করাতেও সেইরূপ ভাবে উহার ব্যবহার বা হস্তান্তর করিতে পারেন। ঐ মালে তাহার স্বত্ব বর্ত্তাইবার কালে তাহার ও বিক্রেতার পরস্পরের সহিত পরস্পরের যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহা নিম্নলিখিত ভাবে

প্রকাশ করা যাইতে পারে। (১) বিক্রেতার খরিদদারের উপর দাবী করিবার স্বত্ব ও (২) খরিদদারের বিক্রেতাকে শোধ করিবার দায়িত্ব। বিক্রেতা নিদর্শনপত্রে দাবী করিলে পর খরিদদার দায়িত্ব স্বীকার করিলে উহাকে হুণ্ডী বলা যায় এবং খরিদদার নিজে পাওনাদারকে দাবী করিবার স্বত্ব প্রদান করিয়া পত্র দিলে উহাকে ঋণপত্র বলা যায়।*

হয়ত কোন পণ্য দ্রব্যের দর বাড়িয়া যাইবে, এই আশায় অনেক সময় ব্যবসাদারগণ তাহাদের যাহা কিছু নগদ থাকে, তাহা ব্যতীত ধারেও অনেক দ্রব্য খরিদ করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে ব্যবসাদারগণ পণ্য দ্রব্যের টান বাড়াইয়া দেয়, কারণ নগদ মূল্যে যদি তাহাদিগকে খরিদ করিতে হইত, তাহা হইলে এত অধিকমাল আমদানী, বা উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতে পারিত না। উৎপাদক বা নির্ম্মাতাদের সরবরাহ করিবার ক্ষমতা অপেক্ষা ব্যবসাদারগণের টান অধিক হেতু দ্রব্যাদির দরও বাড়িয়া যায়; অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধারে যেমন দ্রব্যাদির দর বৃদ্ধি করে, সেইরূপ অধিক উৎপাদনেরও সাহায্য করে।

পাইকারী ব্যবসাদারের দেনা দুই প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। মহাজনের খাতায় দেনা বলিয়া লিখিত হইতে পারে অথবা পাইকারী খরিদ্দারের উপর লিখিত হুণ্ডিতে উহা দ্বারা স্বীকৃত হইতে পারে। এইরূপে পাইকারী ব্যবসাদারও খুচরা ব্যবসাদারকে ধারে বিক্রয় করিতে পারে, এবং খুচরা ব্যবসাদার ও গ্রাহককে ব্যবহারের বা ভোগের নিমিত্ত মাল ধারে বিক্রয় করিতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে নগদ অর্থ দ্বারা মহাজনের নিকট হইতে শেষ গ্রাহক পর্য্যন্ত যেরূপ মালের হাতফের হয়, ধারেও সেইরূপ ভাবে মালের হস্তান্তর হইয়া থাকে; আরও প্রতীত হইতেছে যে মালের যতবার হাতফের হইতেছে, তত বারই এক

---

* হুণ্ডী ঋণপত্র প্রভৃতি "দাবী স্বত্বের নিদর্শন পত্রাদির" বিষয় গ্রন্থকারের "বাণিজ্যে" বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

একটী ধারের বা দাবী স্বত্বের নিদর্শন পত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং এককালে হয়ত কোন ধারই নগদ অর্থে পরিশোধিত হয় নাই। মহাজনের নিকটে মাল লইয়া পাইকারী ব্যবসাদার যথা সময়ে ঋণ পরিশোধ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনাকে দায়ে আবদ্ধ করিয়াছে এবং মহাজনকে ভবিষ্যতে তাহার নিকট দ্রব্যপরিমেয় অর্থের দাবী করিবার অধিকার দিয়াছে। মহাজন যে ঋণপত্র বা দাবী করিবার অধিকার পায়, অন্য লোককে সেই ঋণ পত্রের বা দাবী করিবার স্বত্বে স্বত্ববান করিয়া নূতন মাল খরিদ করিতে পারেন।

এস্থলে মনে হইতে পারে যে বিক্রেতা মহাজনগণ ক্রেতার অপরের নিকট দাবী করিবার স্বত্ব গ্রহণ করিয়া মাল বিক্রয় করিয়া থাকেন। বাস্তবিক কিন্তু ঐরূপে বিক্রয় করিলে দাবী করিবার মিয়াদ যতদিন না অবসান হয়, বিক্রেতাকে ততদিন অর্থের ব্যবহারে বঞ্চিত হইতে হয় এবং অর্থের ব্যবহারে বঞ্চিত হইলেই ব্যবসায় কার্য্য বিস্তৃত হইতে পারে না। দূরদেশবাসী বিক্রেতাকে দাবীস্বত্ব প্রদান করিলে মিয়াদ অবসানের পর দাবী করিতেও তাহাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই নিমিত্তই বিনিময় সৌকর্য্যার্থে বাণিজ্যপ্রধান দেশে ঐ দাবী-স্বত্বের নিদর্শন পত্রগুলির (হুণ্ডি চেক, ঋণপত্র ইত্যাদির) ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী (ব্যাঙ্কার) ঐ নিদর্শন পত্রগুলি খরিদ করিয়া উহার মিয়াদ-অবসানের পূর্ব্বেই পাওনাদারকে অর্থ দিয়া থাকেন। হুণ্ডি খরিদ করিবার সময় ব্যাঙ্ক বাটা কাটিয়া বক্রী প্রাপ্য অর্থ পাওনাদারকে প্রদান করেন, অর্থাৎ পাওনাদার মুদ্দৎ ফুরাইবার পূর্ব্বেই অর্থের ব্যবহার করিতে সক্ষম হয়েন বলিয়া হুণ্ডিতে লিখিত অর্থের কিছু কম পাইয়া থাকেন। এই সকল দাবীসত্বের নিদর্শন পত্রগুলি ক্রয় বিক্রয় হয় বলিয়া ইহাদিগকে ক্রেয়বিক্রেয় নিদর্শন পত্র (Negotiable instruments) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই এক একটী ক্রেয়বিক্রেয়

নিদর্শন পত্র দ্বারা এক একটী সম্পত্তির হস্তান্তর প্রমাণিত হয়। বৎসরের মধ্যে যখন পাট বা নয়ালীর মউস্থম উপস্থিত হয়, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে দ্রব্যসম্ভারের ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দেশীয় মুদ্রিত অর্থ বা গবর্ণমেণ্ট প্রচারিত কাগজ মুদ্রার সংখ্যায়, ক্রয়বিক্রয়ের আধিক্য হেতু সম্বর্দ্ধিত দেনা পাওনা মিটান অসম্ভব বলিয়া এই সময় এক একটী ক্রয় বিক্রয়ের কালে এক একটী হুণ্ডির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণের বৃদ্ধির অনুপাতে হুণ্ডিরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে।

মনুষ্যের জীবনোপায়-সাধনের নিমিত্ত জগতে যে দ্রব্যসম্ভার উৎপাদিত বা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং যাহা অভাব অনুযায়ী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, এই সমস্ত দ্রব্যাদির যদি নগদ অর্থে ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কখনই ধারে যে পরিমাণে উহা উৎপাদিত ও প্রস্তুত হইতেছে, সেইরূপ অভাব অনুযায়ী অধিকতর উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতে পারিত না।

ধারে দ্রব্যাদি ক্রয়ের অর্থ মূলধনের হস্তান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। দ্রব্যাদির উৎপাদন ও প্রস্তুত করণে কার্য্যক্ষম লোকের হস্তেই মূলধনের হস্তান্তরের সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে। যদি আদৌ ধার বলিয়া কোন বিষয় না থাকিত, অথবা উপযুক্ত জামিনের অভাবে কেবল বিশ্বাসের উপর ধারে দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবহার প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে যাঁহারা অল্প বিস্তর পরিমাণ মূলধনের অধিকারী, অথচ যাঁহারা কার্য্যগতিকে বা আবশ্যক কার্য্য-নৈপুণ্য এবং জ্ঞানাভাবে স্বয়ং মূলধন পরিচালিত কারবারের তত্ত্বাবধানে অক্ষম হওয়ায় উহা হইতে কোন উপকার প্রাপ্ত হন না, তাঁহাদিগের মূলধন হয় অকর্ম্মণ্য অবস্থায় থাকিবে, নতুবা তাঁহারা ব্যবসাবুদ্ধিহীন বলিয়া তাহা হইতে লাভ করা দূরে থাকুক, মূলধনের অপব্যয় করিয়া সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু এক্ষণে সেই

সমস্ত মূলধন নিয়মিত সুদে খাটান হয়, এবং দ্রব্যাদির উৎপাদনে সাহায্য করে। এইরূপে অবস্থিত মূলধন যে কোন বাণিজ্যপ্রধান দেশের উৎপাদিকা শক্তির উপায়সমূহের অন্যতম, এবং যে সকল ব্যবসাদার বা উৎপাদনকারী বড় বড় কারবারে নিযুক্ত থাকায় উহার সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম, স্বতঃই মূলধন তাঁহাদিগের অভিমুখে ধাবিত হয়; যেহেতু পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিরাই উক্ত মূলধন ব্যবহার করিতে অধিক ইচ্ছুক এবং প্রাপ্ত মূলধন পরিশোধে অধিকতর সক্ষম।

যদিও ধারে দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয়ে তত্তৎকালে দেশের মূলধন মোটের উপর বর্দ্ধিত হয় না, তথাপি দেশের উৎপাদিকা শক্তির বর্দ্ধনে দেশের অব্যবহৃত মূলধনের সদ্ব্যবহার হয় ও পরে মূলধন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বাজার সম্ভ্রমের উপর বিশ্বাসের আধিক্যানুসারে সামান্য মূলধনও কার্য্যকর হইয়া থাকে; এমন কি যাহা লোকে অনিশ্চিত ব্যয়ের জন্য হাতে রাখে, তাহাও চলিত হিসাবে (current account) খাটাইয়া কিছু না কিছু লাভ পায়। যে ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত থাকে, তাহা দ্বারা ঐ কার্য্য সাধিত হয়। যেখানে ঐরূপ ব্যাঙ্ক নাই, সেখানে মিতব্যয়ী ব্যক্তি সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের উপযোগী অর্থ নিজের হাতেই রাখেন। কিন্তু লোকে যখন নিজের কাছে এইরূপ অর্থ না রাখিয়া ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে অভ্যস্ত হয়, তখন যে অল্প পরিমাণ অর্থ পূর্ব্বে খাটান হইত না, তাহাও ব্যাঙ্কারগণের নিকট ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ব্যাঙ্কারগণ বহুদর্শিতা দ্বারা বুঝিতে পারেন, কি পরিমাণ অর্থ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবশ্যক হইতে পারে। তাঁহারা আরও দেখিতে পান যে যদি কোন আমানতকারীর অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক টাকা আবশ্যক হয়, হয়ত অপরের তদপেক্ষা স্বল্প টাকার দরকার হইবে। অথবা কোন আমানতকারী হয়ত টাকা জমা দিয়া যাইবেন। সুতরাং তাঁহারা উৎপাদনকারী ও ব্যবসাদারগণকে, আবশ্যক

মত যত অর্থ তহবিলে রাখা উচিত, তাহা বাদে, অবশিষ্ট বা অধিকাংশ টাকা খাটাইতে দিতে পারেন। তাহাতে ফল এই হয় যে, যদিও চলিত মূলধনের পরিমাণের বৃদ্ধি হইল না বটে, কিন্তু উহাকে অধিক পরিমাণে খাটান হইল, এবং তাহাতে সেই পরিমাণে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়া গেল। দাবীস্বত্বের নিদর্শনপত্রগুলি ক্রেয় বিক্রেয় হওয়ায় এবং ব্যাঙ্ক দ্বারা ধার প্রথার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বাণিজ্য প্রধান দেশে ব্যবসায়ের যে কতদুর উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধিত হয়, তাহা নিম্নস্থিত চিত্র হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে।
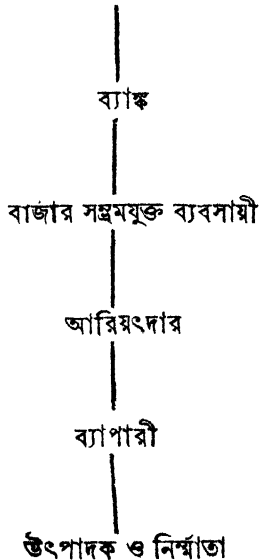
ব্যাপারী নগদ অর্থে নির্ম্মাতা ও উৎপাদকের নিকট মাল খরিদ করিয়া আরিয়তে উপস্থিত করে এবং আরিয়ৎদারদের নিকট মাল পহুছাইয়াই

উহার মূল্য বাবদ শতকরা ৭০।৮০ টাকা বিক্রয় হইবার পূর্ব্বেই গ্রহণ করে ও সেই টাকায় পুনরায় শস্যাদি খরিদ করিয়া আরিয়ৎদারের নিকট আনয়ন করে। আরিয়ৎদার বাজার সম্ভ্রমযুক্ত বড় ব্যবসাদারকে ধারে মাল বিক্রয় করিয়া তাহার নিকট ২।৩ মাস পরে দাবী করিবে বলিয়া এক দাবীস্বত্বের নিদর্শন পত্র (হুণ্ডী) লেখে এবং উক্ত ব্যবসাদার উহা স্বীকার করিলে এই হুণ্ডী পৃষ্ঠলিপি* করার পর বাটা দিয়া ব্যাঙ্কে বিক্রয় করিয়া অর্থ গ্রহণ করে। এই হুণ্ডীগুলি ক্রেয় বিক্রেয় না হইলে আরিয়ৎদার এত শীঘ্র টাকা পাইতে পারেন না অর্থাৎ বাজার সম্ভ্রমযুক্ত ব্যবসাদার যত দিন না মাল বিক্রয় হইয়া টাকা পান ততদিন আরিয়ৎদারকে টাকা দিতে পারেন না। এই নিমিত্ত ৩ মাস কাল বিলম্ব হইলে উৎপাদক ও নির্ম্মাতা ৩ মাস মালের মূল্য পাইবে না এবং হয় মালের দর কমিবে কারণ পূর্ব্বের মত সাময়িক অর্থে সমস্ত মাল বিক্রীত হইলে অল্প অর্থে অধিক মাল পাওয়া যাইবে, না হয় ৩ মাসের মত উৎপাদন ও প্রস্তুতি কার্য্য বন্ধ থাকিলে দেশের ৪ ভাগের ১ ভাগ কম মাল উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইবে বা ৪ ভাগের ১ ভাগ ধন নাশ হইবে। অতএব দেশের ব্যয়সংযমকারীদের অর্থে (মূলধনে) পরিপুষ্ট ব্যাঙ্কের দ্বারা উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

আজ কাল জন সাধারণের নিকট ব্যাঙ্ক কথাটী এতদূর পরিচিত যে

---

* অর্থাৎ আরিয়ৎদার বাজার সম্ভ্রমযুক্ত ব্যবসাদারকে "দেখাইবার পর ৩ মাসের মধ্যে প্রাপ্ত—টাকা আমাদিগকে বা আমাদের আজ্ঞা মত অন্যকে দিবেন" লিখিলে এবং উক্ত ব্যবসাদার "স্বীকৃত হইল, অমুক তারিখে দেওয়া হইবে" বলিয়া সহি দিলে আরিয়ৎদার যদি "ক" ব্যাঙ্কে উহা বিক্রয় করেন তাহা হইলে হুণ্ডীর অপর পৃষ্ঠে "ক" ব্যাঙ্ককে টাকা দিবে" বলিয়া সহি দিলে উহাকে "পৃষ্ঠ লিপি" বলা কহে।

এস্থলে এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ব্যাঙ্ক কথাটী ইংরাজী কথা নহে। এগার শত একাত্তর খ্রীষ্টাব্দে ভিনিসীয় সমর কালে উক্ত নগরীর রাজ-কোষের অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় তথাকার মহাসভার অনুমত্যনুসারে প্রতি লোকের আয়ের উপর শতকরা এক টাকা হিসাবে কর্জ্জ দিতে নগরবাসিগণকে বাধ্য করা হয়। উক্ত টাকার উপর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হইবে, এইরূপ ধার্য্য হয়। ইটালিদেশবাসীরা উক্ত ঋণকে "মণ্টী" (Monte) বলিত। এই সময়ে জার্ম্মাণরা ইটালীর অধিকাংশস্থানের অধিকারী ছিলেন এবং জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক (Banck) কথাটীও ইটালীর "মণ্টী" কথার ন্যায় ব্যবহৃত হইত। অবশেষে এই উভয় কথার অপভ্রংশ হইতে "ব্যাঙ্কো" (Banco) কথা প্রচলিত হয়। ভিনীস রাজ্য উক্ত টাকা ঋণ করিয়া রাজকীয় কার্য্যে উহা ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং উক্ত ঋণের পরিবর্ত্তে নগরবাসি-গণকে উক্ত টাকা দাবী করিবার স্বত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। এই স্বত্ব নগরবাসিগণ ইচ্ছানুসারে হস্তান্তর করিতে পারিতেন। ইহাই "ব্যাঙ্কিং" কার্য্যের মূলসূত্র। দাবী করিবার স্বত্ব ও তাহাঁর হস্তান্তর করিবার ক্ষমতার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করিয়া যাঁহারা অপরকে ঋণ প্রদান করেন, অধুনা তাঁহারা **ব্যাঙ্কার** নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আমাদের দেশে যাঁহারা নিয়মিত সুদে অপরকে ঋণ প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে **মহাজন** বলে। কিন্তু এই মহাজনগণ কেবল স্বকীয় মূলধনেই কারবার করেন। দেশের সাধারণের অব্যবহৃত মূলধন অল্প সুদে ঋণ গ্রহণ করিয়া অধিকতর সুদের হিসাবে কার্য্যক্ষম ব্যক্তিকে ঋণ দান করিতে

ব্যাঙ্কিং ও মহাজনী।*

---

* "ব্যবসায়ী" হইতে পুনর্মুদ্রিত। এই অধ্যায়ে ম্যাক্লাউড সাহেবকে অনুসরণ করিয়াছি।

তাঁহাদিগকে দেখা যায় না। মহাজনগণ ও ব্যাঙ্কারগণের পরস্পরের কার্য্যের ইহাই বিভিন্নতা।

ব্যাঙ্কারের প্রকৃতির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহার নিকট যাঁহারা টাকা জমা দেন, তাঁহাদের সেই সম্পত্তিতে আমানতকারীর ও ব্যাঙ্কারের কি প্রকার স্বত্ব বর্ত্তায়, সেই বিষয় আলোচনা দ্বারাই উহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। ব্যাঙ্কে যখন কেহ টাকা জমা দেন তখন সেই অর্থ ব্যবহার ও হস্তান্তর করণের স্বত্ব সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাঙ্কারেতে বর্ত্তায়। অর্থাৎ যিনি টাকা জমা দেন, তাঁহার কাছে ব্যাঙ্কার কিরূপ ভাবে উহা ব্যবহার করিবেন, তাহার কোন কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। ব্যাঙ্কারকে এইরূপে তাঁহার অর্থ ব্যবহার করিতে দিয়া তিনি তদ্বিনিময়ে উক্ত অর্থ দাবী করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন, এবং তাহা তিনি স্বেচ্ছানুসারে অপরকে হস্তান্তর করিতে পারেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্যাঙ্কার গচ্ছিতকারীর অর্থের অছি নহেন, কেবল যিনি টাকা জমা দেন, তাঁহার দেনদার মাত্র। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ব্যক্তিবিশেষকে ভবিষ্যতে দাবী করিবার স্বত্ব বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কার তাঁহার নিকট অর্থ খরিদ করেন। এমন কি ব্যবসাদারী দেনা পাওনা সম্বলিত হুণ্ডী ইত্যাদি কাগজ পত্রও ব্যাঙ্ক ঐরূপ ভাবে দাবী করিবার স্বত্ব প্রদান করিয়া খরিদ করেন এবং এজন্য প্রায়ই নগদ টাকা দেওয়া হয় না। যদিও সময় মত পরিশোধ করিব বলিয়া ব্যাঙ্ক এই বিপুল ঋণ সৃজন করে, তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে অতি অল্প সংখ্যক লোককেই নগদ টাকায় এই ঋণ পরিশোধ করা হয়। কারণ বাণিজ্য প্রধান দেশে সাধারণতঃ একের দায়িত্ব দ্বারা অন্যের দায়িত্বের পরিশোধ হইয়া থাকে।

ব্যাঙ্কার ও অন্যান্য ব্যবসাদারে কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। অন্য ব্যবসাদার যেরূপ পণ্য দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা অর্থ গ্রহণ করেন ব্যাঙ্কারগণও সেইরূপ ভবিষ্যতে দাবী করিবার স্বত্ব বিক্রয় দ্বারা অর্থ গ্রহণ করেন।

মহাজনগণের প্রধান কার্য্য ঋণ দান কিন্তু ব্যাঙ্কারদের প্রধান কার্য্য ঋণ গ্রহণ করিয়া ঋণ দান করা।

নিম্নলিখিত রূপে ব্যাঙ্কারগণের কার্য্যের শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে। (ক) যাঁহারা টাকা জমা দেন, তাঁহাদের নামে চলিত হিসাব রক্ষণ; (খ) মায়সুদ বা বিনাসুদে অপরের অর্থ আমানত করণ; (গ) বাটা কাটিয়া হুণ্ডী খরিদ করণ ও (ঘ) ঋণ দান।

[ক] ব্যাঙ্কারগণ চল্‌তি হিসাবে পরের অর্থ জমা রাখিয়া কদাচিৎ সুদ দিয়া থাকেন, কারণ এই অর্থ তাঁহারা বড় অধিক ব্যবহার করিতে পারেন না, যেহেতু যাঁহারা টাকা জমা দেন, তাঁহারা ইচ্ছানুসারে যে কোন সময়ে ঐ টাকা উঠাইয়া লইতে পারেন; এইরূপে চলিত হিসাবে টাকা একেবারে উঠাইয়া লইবার পূর্ব্বে লোকে অনেকবার টাকা জমাও দিতে থাকেন এবং কতক কতক উঠাইয়া লইতে থাকেন। কোন কোন ব্যাঙ্কের এরূপ নিয়ম আছে যে যাঁহারা জমা দেন, কতক পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কে তাঁহাদিগের হিসাবে বাকী থাকিলে তাহার উপর শতকরা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কিছু সুদ দেওয়া হয়।

[খ] ব্যাঙ্কারগণ টাকা আমানত রাখিয়া তাহার উপর সুদ দিয়া থাকেন; উক্ত সুদ দিয়া ব্যাঙ্ক কিপ্রকারে লোকসান না দিয়া বরং লাভবান হন,সেই বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্যাঙ্ক নিশ্চয়ই কোন না কোনরূপ লাভজনক কার্য্যে উহার ব্যবহার করিয়া থাকেন।

যদি কেহ ব্যাঙ্কে পাঁচহাজার টাকা জমা দেন, তাহা হইলে এই টাকা ব্যাঙ্কের নিজস্ব সম্পত্তি হয়, এবং পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ব্যাঙ্কার কিরূপে উহা খরচ করিবেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। যিনি জমা দিয়াছেন, তিনি কেবল ভবিষ্যতে দাবী করিবার স্বত্ব পাইয়াছেন মাত্র। ইহাকেই ব্যাঙ্কারগণের ভাষায় দেনা বলা হয়। ঐ পাঁচ সহস্রমুদ্রার নিম্নলিখিত ভাবে হিসাব রাখা যাইতে পারে:—

পাওনা বা মজুত।

নগদ ৫০০০৲

দেনা।

৫০০০ জমা।

ব্যাঙ্কারগণ কিন্তু বহুদর্শিতা দ্বারা দেখিয়াছেন যে যদি কেহ তাঁহার আমানতী টাকার দাবী করেন, অপর কেহ হয়ত সেই পরিমাণ বা তদধিক বা তদপেক্ষা কিঞ্চিদূন মুদ্রা আমানৎ করিবেন; এইরূপে দিবসের শেষে দেখিতে পাওয়া যায় যে তহবিলের অবস্থার বিশেষ কোন পার্থক্য হয় না। সুতরাং ব্যাঙ্কারগণ অতি অল্প পরিমাণ অর্থ উপস্থিত দাবী মিটাইবার নিমিত্ত তহবিলে রাখিয়া বাকী টাকার নিম্নলিখিত ভাবে ব্যবহার করিতে থাকেন:—উপরি উক্ত পাঁচ সহস্র মুদ্রার দাবী মিটাইবার নিমিত্ত আন্দাজ চারি পাঁচ শত মুদ্রা তহবিলে রাখিলে যথেষ্ট হইতে পারে। অতএব বাকী প্রায় সাড়ে চারি সহস্র মুদ্রা ব্যাঙ্কার বহুদর্শিতানুযায়ী অধিক সুদে খাটাইয়া থাকেন।

(গ) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ব্যবসাদারী দেনা পাওনা সম্বলিত হুণ্ডী প্রভৃতি কাগজপত্র ব্যাঙ্ক ঐরূপভাবে দাবী করিবার স্বত্ব প্রদান করিয়া খরিদ করিয়া থাকেন এবং এজন্য প্রায়ই নগদ টাকা দেন না। আমরা দেখিতে পাই যে পাঁচ সহস্র টাকার দাবী মিটাইতে ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র তহবিলে পাঁচশত টাকা রাখিয়া কাজ চালাইতেছেন; অতএব বক্রী সাড়ে চারি সহস্র মুদ্রা তহবিলে রাখিয়া ব্যাঙ্ক উহার প্রায় দশগুণ অর্থাৎ প্রায় পঁয়তাল্লিশ সহস্র মুদ্রার হুণ্ডী খরিদ করিয়া উহার পরিশোধের দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারেন ও নগদ না দিয়া হুণ্ডী ওয়ালার নামে খাতায় জমা করিতে পারেন। হুণ্ডী খরিদ করিবার সময় ব্যাঙ্ক বাটা কাটিয়া থাকেন। ইহার কারণ মুদ্দৎ ফুরাইবার পূর্ব্বেই হুণ্ডী ওয়ালাকে বাটা বাদে বক্রী টাকা দাবী করিবার বা উহার ব্যবহার পাইবার আশু স্বত্ব

দেওয়া হয়। যদি বাটার হার শতকরা একটাকা হয় তাহা হইলে ঐ পঁয়তাল্লিশ সহস্র মুদ্রার বাটা চারিশত পঞ্চাশ টাকা বাদে চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ টাকার আশু দাবী করিবার স্বত্ব বা ব্যবহার পাইবার স্বত্ব হুণ্ডীওয়ালাকে দেওয়া হয়, অর্থাৎ হুণ্ডীওয়ালার নামে ব্যাঙ্ক উক্ত ৪৪৫৫০৲ টাকা জমা করেন। যদি পূর্ব্বোক্ত হিসাবের জের টানা হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে,—

পাওনা বা মজুত।

	৫০০০৲
	৪৫০০০৲
	৫০০০০৲
দেনা।	
	৫০০০৲
	৪৪৫৫০৲
	৪৯৫৫০৲

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব হইতে এরূপ প্রতীতি হইতে পারে যে ব্যাঙ্কার কেবল ঋণগ্রহণেচ্ছু ও ঋণদানেচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যস্থ ব্যক্তিমাত্র; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। যদি কেহ অপর ব্যক্তিকে ঋণদান করে, তাহা হইলে সে তাহার প্রদত্ত টাকার ব্যবহারে বঞ্চিত হয়, কিন্তু কোন ব্যাঙ্কারকে উহা দিলে সে তাহার ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হয় না, বরং প্রায় নিজের অর্থ বলিয়া সর্ত্তানুযায়ী সময় মত উহার ব্যবহার করিতে সক্ষম হয়, অথচ ব্যাঙ্কার ঐ অর্থ ব্যবহার করায় ব্যবসায়েরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। পরিশোধ করিব বলিয়া ব্যাঙ্কার যে টাকা গ্রহণ করেন বা ঋণদাতার নামে জমা করেন, তিনি তাহার বহুগুণ অর্থ খরিদ করিতে সমর্থ হন। অতএব ব্যাঙ্ক কেবল ঋণগ্রহণেচ্ছু ও ঋণদানেচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যস্থ মাত্র নহেন,

বরং তাঁহাদের উভয়কেই ঐ অর্থের যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে দিয়া থাকেন। যাঁহারা টাকা দেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই নগদ মুদ্রা দাবী করিবেন এবং বক্রী অধিকাংশ লোক ব্যাঙ্কারের নিকট হইতে আশু দাবী স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে টাকা আদায় করিবেন, ব্যাঙ্কার বহুদর্শিতাদ্বারা লব্ধ এই জ্ঞানে নিশ্চিন্ত থাকেন; এবং এইরূপ ধারণার উপরে নির্ভর করিয়াই সর্ব্বত্র ব্যাঙ্কিং কার্য্য সমাধা হইতেছে।

ব্যাঙ্কিং কার্য্যের সহিত বিমা জাতীয় কার্য্যের তুলনা করা যাইতে পারে। আনুমানিক হিসাবে এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে যে যাঁহারা টাকা জমা রাখেন, তাঁহারা একই সময়ে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইবেন; সেইরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে যাহারা কোন বিমা কার্য্যালয়ে জীবন বিমা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একই সময়ে কালগ্রাসে পতিত হইবেন; অথবা যে সকল অট্টালিকা বিমা করা আছে একই সময়ে সকলগুলি দগ্ধীভূত হইয়া যাইবে; কিন্তু ব্যাঙ্কের কার্য্য এবং বিমা কার্য্যপ্রণালী এইরূপ ভবিতব্যতার উপর নির্ভর যে ঐরূপ কথনই ঘটিবে না। ব্যাঙ্ক চাহিবা মাত্র সর্ত্তমত পরিশোধ করিব এই প্রকারে দায়ে আবদ্ধ হইয়া অধিকতর ঋণ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন এবং সেই পরিমাণে আপনাকে অধিকতর দায়ে আবদ্ধ করেন এবং এককালে যত টাকা দাবী করা সম্ভব এরূপ পরিমাণ মুদ্রা তহবিলে রাখেন। যদি উহাতে সঙ্কুলান না হয়, অথচ লোকে অধিক তাগাদা করে; তবে ব্যাঙ্কারগণ বাধ্য হইয়া উপায়ান্তর না থাকিলে তিনি যে হুণ্ডী প্রভৃতি খরিদ করিয়াছেন, সেইগুলি পুনরায় বিক্রয় করেন, অথবা উহা অপরের নিকট বন্ধক রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। অন্যান্য ব্যবসা-দারগণ যেরূপ অধিক দরে বিক্রয় করণার্থ স্বল্প দরে মাল খরিদ করিয়া থাকেন, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে ব্যাঙ্কারগণও তদ্রূপ বাটা কাটিয়া অল্পমূল্যে হুণ্ডী খরিদ করিয়া যিনি হুণ্ডী স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার

নিকট লিখিত মূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়েন। তবে প্রভেদ এই যে অন্যান্য ব্যবসায়ে মাল খরিদ করিলে উহা বিক্রীত না হইলে যাহার নিকট তিনি ঐ মাল খরিদ করিয়াছেন, তাহাকে দায়িক করিতে পারেন না, কিন্তু ব্যাঙ্কারগণ হুণ্ডী খরিদ করিয়া উহা বিক্রীত হইবে কি না, সে বিষয়ে আদৌ চিন্তিত হন না, কারণ মুদ্দতী কালের অবসানে যে ব্যক্তি হুণ্ডী স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাকে উহা খরিদ করিতে বাধ্য করিতে পারেন এবং সে ব্যক্তি উহা খরিদ করিতে অস্বীকার করিলে যাহার নিকট ব্যাঙ্কার হুণ্ডী খরিদ করিয়াছেন, তাহাকে অথবা তাহাকে যিনি পৃষ্ঠলিপি করিয়া হস্তান্তর করিয়াছেন তাহাকে হুণ্ডীর সম্পূর্ণ মূল্যের জন্য দায়িক করিতে পারেন। এবং আরও দেখা যাইতেছে যে অন্য ব্যবসাদারের পক্ষে পণ্যদ্রব্য যেরূপ ভ্রাম্যমাণ মূলধন (Floating Capital) ব্যাঙ্কারের পক্ষে হুণ্ডী প্রভৃতি পণ্য দ্রব্যও তদ্রূপ ভ্রাম্যমাণ মূলধন বিশেষ।

কার্য্যগতিকে ব্যাঙ্কারকে দুইটি প্রতিকূল লক্ষ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতে হয়। একদিকে তিনি নিরাপদে যত টাকা খাটাইয়া লাভবান হইতে পারেন, তাঁহাকে সেই ইচ্ছায় প্রণোদিত হইতে হয়। কারণ লাভ না হইলে ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ে ফল কি হইল, অথবা যদি সম্ভূয় সমুত্থানে এই ব্যাঙ্ক সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে সম্ভূয়-কারীরাও সন্তুষ্ট হইবেন না। ফলতঃ ব্যাঙ্কারের নিকট যাঁহাদের টাকা আমানৎ আছে, তাঁহাদিগকে সুদ দিতে ব্যাঙ্কার অপারক হইবেন। অপর পক্ষে দেখা যায়, দাবী করিবার স্বত্ব প্রদান করিয়া ব্যাঙ্ক যখন অধিকতর হুণ্ডী ইত্যাদি খরিদ করেন, ঐ বিক্রেতাগণের টাকার আবশ্যক অধিক হইলে মজুত রক্ষিত তহবিল হইতে সেই টাকা পরিশোধ করা হয়। অথচ মজুত তহবিলে অধিক টাকা রাখিলে উহা অকর্ম্মণ্য হইয়া ব্যাঙ্কারের পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসাধনের অন্তরায় স্বরূপ হইয়া উঠে। অতএব ব্যাঙ্কার বা ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালককে অনেক সময়ে উভয় সঙ্কটে পড়িতে হয়।

বাটা কাটিয়া হুণ্ডী খরিদ করিতে ব্যাঙ্কারকে অতি সাবধানে কার্য্য করিতে হয় এবং হুণ্ডী বিক্রেতাগণের আর্থিক অবস্থা ও বাজারসম্ভ্রমাদির বিষয় হুণ্ডী খরিদ করিবার পূর্ব্বে উত্তমরূপে অবগত হইতে হয়। যদি ব্যাঙ্কার তাহাতে সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি দেখেন যে হুণ্ডী উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প কাগজে উচিত মত লিখিত এবং যথাযথ ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে কিনা। তৎপর দেখা হয় যে হুণ্ডীর পশ্চাদ্ভাগে রীতিমত স্বাক্ষর দ্বারা ব্যাঙ্কারের নামে উহা হস্তান্তরিত করা হইয়াছে কিনা। সাধারণতঃ ব্যাঙ্কারগণ অধিক দিনের মুদ্দতী হুণ্ডী খরিদ করেন না। হুণ্ডী খরিদ কারক ব্যাঙ্কার, যিনি হুণ্ডী স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার ব্যাঙ্কারের নিকট গুপ্তভাবে তাঁহার ব্যবসায়ের অবস্থা ও বাজার সম্ভ্রমাদির বিষয় অনুসন্ধান করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ব্যাঙ্ক অপরকে ভবিষ্যতে দাবী করিবার স্বত্ব দিয়া যেরূপ অর্থ খরিদ করেন, ঠিক সেই প্রণালীতে হুণ্ডী ইত্যাদিও খরিদ করিয়া থাকেন। আরও বলা হইয়াছে যে তহবিলের মজুত টাকার দশ গুণ পরিমাণ মূল্যের হুণ্ডীও তাঁহারা খরিদ করিয়া থাকেন। এই সকল অর্থ বা হুণ্ডী যাহা ব্যাঙ্ক খরিদ করেন, ব্যাঙ্কের খাতায় বিক্রেতাগণের নামে উহা জমা বলিয়া পরিগণিত হয়। পূর্ব্বদৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে যে পাঁচ সহস্র মুদ্রার বলে ব্যাঙ্ক ৪৯,৫৫০৲ টাকা বিক্রেতার নামে জমা দিয়াছেন। এইরূপ কত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বিক্রেতা-দের নামে ব্যাঙ্কের খাতায় জমা থাকে ; ইহা দেখিয়া যদি অনুমান করা হয়, যে ব্যাঙ্ক অতগুলি নগদ মুদ্রাই ব্যবহার করিতেছেন, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

যখন হুণ্ডীর বাটার দর বাড়িতে থাকে, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে যাহা বিক্রেতাদের নামে ব্যাঙ্কের খাতায় বাহ্যিক জমা বলিয়া প্রতীত হয়, তাহার সংখ্যা হ্রাস হইতে থাকে এবং এই সময়ে আমানতী টাকার উপর সুদের হার বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া অনেকেই ব্যাঙ্কে টাকা আমানৎ

করিতে থাকেন। শারদীয় পূজার পূর্ব্বে পাটের মরসুমের সময় অথবা হৈমন্তিক ও রবি শস্যের আমদানীর পরই যখন নগদ টাকার অত্যন্ত আবশ্যক হয়, তখন কলিকাতার অনেক ব্যাঙ্ককে অধিক সুদে অল্প দিনের নিমিত্ত টাকা ধার করিতে দেখা যায়। অধিক হারে সুদ দেওয়া অনাবশ্যক বিবেচনা করিলে ব্যাঙ্ক আমানৎকারিগণকে সাত দিন পূর্ব্বে জানাইয়া আমানতী টাকা উঠাইয়া লইতে বলেন। আমানৎকারিগণও সাত দিন পূর্ব্বে জানাইয়া টাকা উঠাইয়া লইতে পারেন না। যখন হুণ্ডীর বাটার দর অত্যন্ত চড়িয়া যায়, তখন স্বভাবতই হুণ্ডীর খরিদ বিক্রয় কমিয়া যায় এবং হুণ্ডী খরিদ করিয়া ব্যাঙ্ক যাহাদের নামে টাকা জমা করিয়াছেন, তাহাদের দাবী মিটাইতে থাকেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যে ব্যাঙ্কের খাতায় আমানতকারীদের নামে যে সকল টাকা জমা দেখিতে পাওয়া যায়, উহার হ্রাস হয় না, প্রকৃতপক্ষে হুণ্ডীবিক্রেতাগণের নামে তাহাদের দাবীস্বত্বের পরিবর্ত্তে যে বাহ্যিক জমা থাকে, তাহারই পরিমাণের হ্রাস হয় মাত্র।

আমানতকারীরা টাকা জমা দিলে একখানি চেকবহি প্রাপ্ত হন। এই বহিতে কতকগুলি ষ্ট্যাম্প সম্বলিত চেক থাকে এবং এই চেকের অলিখিত অংশে আবশ্যক মত অর্থের উল্লেখ পূর্ব্বক লিখিয়া দিলে ব্যাঙ্ক সেই পরিমাণ টাকা আমানতকারীকে দেন। আমানতকারীরা কেবলমাত্র চেক দ্বারাই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পুনর্গ্রহণ করিতে পারেন। এই সহি করা চেকগুলিই টাকা পুনর্গ্রহণের প্রমাণ-স্বরূপ। এই চেক কাটিয়া তিনি হয় (১) সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইতে পারেন। অথবা (২) ব্যাঙ্কের অন্য কোন আমানতকারীর হিসাবে জমা দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন (৩) বা অন্য কোন ব্যাঙ্ককে টাকা হস্তান্তর করিয়া দিতে আদেশ করিতে পারেন। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে যদি ক নামক ব্যাঙ্কের আমানৎ-কারী খ নামক ব্যাঙ্ককে টাকা দিতে বলেন, হয়ত দেখিতে পাওয়া যায়

যে খ নামক ব্যাঙ্কের উপর এরূপ আদেশ হইতে পারে যে ক নামক ব্যাঙ্কে টাকা হস্তান্তর করিতে হইবে। এরূপ স্থলে দুই ব্যাঙ্কের সমান পরিমাণ অর্থ হস্তান্তর করিবার আদেশ হইলে উভয় ব্যাঙ্কের খাতায় দুইটী নামের জমা হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যাঙ্ককেই নগদ টাকা বাহির করিতে হয় না। যদি কাহারও উপর কিছু অধিক টাকা দিবার আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে সেই ব্যাঙ্ককে ঐ অতিরিক্ত অর্থ মাত্র অপর ব্যাঙ্ককে দিতে হয়। অতএব অতি অল্প নগদ মুদ্রা দ্বারা ব্যাঙ্কের এই জাতীয় কার্য্যগুলি সম্পন্ন হয়।

(ঘ) ব্যাঙ্কের মহাজনী ঃ—ব্যাঙ্ক যাহাদিগকে টাকা ধার দেয় তাহা-দিগকে নিম্নলিখিত প্রকারে শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে।

(১) সাধারণত যাহারা কোন বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত নহে।

(২) কারবারী লোক সকল।

(৩) কোম্পানী বিষয়ক আইনের অন্তর্গত রেজেষ্টারি করা কোম্পানী সমূহ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রকারেও ঋণদান করা হইয়া থাকে।

প্রথম শ্রেণীর লোকদিগের নিকট ব্যাঙ্ক হুণ্ডী প্রভৃতি প্রাপ্ত হন না, কারণ কারবারী লোক ভিন্ন অপর কাহাকেও হুণ্ডী প্রভৃতির প্রচলন করিতে দেখা যায় না। এই প্রকার লোককে ব্যাঙ্ক বিশেষ সাবধানতার সহিত ঋণদান করিয়া থাকেন, যেহেতু তাহার মৃত্যুর পর তাহার নিজস্ব সম্পত্তি না থাকিলে টাকা আদায় করা দুরূহ হইয়া উঠে। ২য় শ্রেণীর কারবারী লোকদের টাকা ধার দিতেও ব্যাঙ্ককে বিশেষ সাবধানী হইতে হয়। অনেক সময় তাহাদের বাজার সম্ভ্রম বা খাতা দেখিয়া ধার দেওয়া হয়। এই খাতায় অনেক সময় অলীক দেনা পাওনার উল্লেখ থাকে। অনেক সময় পাওনার দিকটী এত অধিক বিস্তৃত করিয়া দেখান হয় যে ব্যাঙ্কারগণ উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মধ্যে মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। যদি অংশীদারগণ দ্বারা কোন কুঠী স্থাপিত হয়, এই কুঠীকে বা

অংশীদারগণকে টাকা ধার দিবার সময় তাহাদের কুঠীর অংশীপত্র দেখিয়া উকিলের পরামর্শ লইয়া ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিয়া থাকেন। তৃতীয় শ্রেণীর কোম্পানীকে টাকা ধার দিবার সময়ও ব্যাঙ্ককে ২।১টী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়; প্রথমত এমন অনেক কোম্পানী আছে, যাহাদের আদৌ ধার করিবার ক্ষমতা নাই, অথবা তাহাদিগের ঋণ করিবার ক্ষমতা কতক পরিমাণে সীমাবদ্ধ। এই সকল বিষয় জানিবার নিমিত্ত কোম্পানীর সংসৃষ্টি পত্র ও নিয়ম পত্রের প্রতিলিপি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবলোকন না করিয়া ব্যাঙ্ক কোন কার্য্য করেন না। যে সকল কোম্পানী নূতন স্থাপিত হইয়াছে, উহা যে ব্যবসায় করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে, সেই ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে অথবা যথাযথ রেজেষ্টারি হইবার পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক উহাকে টাকা ধার দেন না। কোম্পানীতে অংশীদারদিগের দায় তাহাদের অংশপরিমাণে সীমাবদ্ধ হইলে, তাহাদিগের নিকট হইতে কোন সম্পত্তি জামিন স্বরূপ না পাইলে ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেন না, তবে আবশ্যক হইলে ডাইরেক্টরগণের আলাহিদা ঋণপত্র পাইলে টাকা ধার দিতে পারেন। নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারে ব্যাঙ্ক হইতে লোকে টাকা কর্জ্জ করিয়া থাকে।

(১) বাটা বাদে হুণ্ডী বা ঋণপত্র হস্তান্তর করিয়া;

(২) নিজের চলিত হিসাবে যে টাকা জমা আছে তদপেক্ষা অধিক টাকা গ্রহণ করিয়া;

(৩) রীতিমত ঋণ করিয়া ঐ হিসাবে টাকা লইয়া।

হুণ্ডীর বাটাকাটার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ঋণপত্রও পৃষ্ঠলিপি করিয়া হস্তান্তর করা হইয়া থাকে। ব্যাঙ্ক এই সকল হুণ্ডী ও ঋণপত্রের উপর যথারীতি বাটা গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাবে টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয়টীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। জমা টাকার অতিরিক্ত যাহা কিছু লোকে অধিক লয়, ঐ অধিক টাকার উপরই

যেদিন টাকা লওয়া হইয়াছে সেইদিন হইতে সুদ লওয়া হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কের নিকট রীতিমত ধার করিয়া যখন হিসাব খোলা হয় তখন ঋণকারী ভবিষ্যতে তাঁহার যত টাকার আবশ্যক হইবার সম্ভাবনা, সেই পরিমাণ টাকা পূর্ব্ব হইতেই ব্যাঙ্কের নিকট লইয়া সেই সম্পূর্ণ টাকার উপর সুদ দিতে স্বীকার করেন, যদিও তাহার ব্যবহার তিনি একদিনে না করিয়া বহুদিন ধরিয়া করিয়া থাকেন।

ইহা হইতে প্রতীত হইতেছে যে প্রথমোল্লিখিত ভাবে টাকা ধার করা, শেষোল্লিখিত ভাবে টাকা ধার করা অপেক্ষা অনেক ভাল। যেহেতু প্রথমোল্লিখিত ভাবে ধার করিলে, কেবল মাত্র অতিরিক্ত ব্যবহৃত টাকার উপরই সুদ দেওয়া হয়, কিন্তু শেষোক্ত স্থলে যাহা ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হইবে, এরূপ টাকার উপরেও সুদ দিতে হয়। ব্যাঙ্কারগণ এই নিমিত্ত প্রথমোক্ত ভাবে টাকা গ্রহণে, যাহাকে ইংরাজিতে, ওভার ড্রাফ্‌ট্ আপন কারেণ্ট একাউণ্ট(over draft upon current account) বলে, অধিক সুদ ধার্য্য করেন এবং শেষোক্ত ভাবে টাকা কর্জ্জ গ্রহণে, যাহাকে লোন একাউণ্ট (Loan account) বলে, তাহার উপর অপেক্ষাকৃত অল্প সুদ ধার্য্য করেন। এই শেষোক্ত উপায়ে টাকা গ্রহণের অন্য একটী নাম ক্যাশ ক্রেডিট (Cash credit) অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে কোন টাকা জমা না দিয়া নিজের বা অপরের মাতব্বরীতে বা কোন সামগ্রী বন্ধক রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ভাবী দাবী করিবার স্বত্ব প্রাপ্তি। সাধারণত লোকে দাবীস্বত্বের বিনিময়ে অর্থ জমা দিয়া ব্যাঙ্কের নিকট সুদ গ্রহণ করেন, এস্থলে লোকে ব্যাঙ্ককে সুদ দিয়া এবং অর্থ জমা না দিয়া ব্যাঙ্কের নিকট দাবী করিবার স্বত্বের অধিকার প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ একটী ঋণদান অপরটী ঋণগ্রহণ। স্কটলণ্ড দেশে এই ক্যাশ ক্রেডিটের প্রথম সৃষ্টি এবং ঐ দেশেই উহা দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। এমন কোনও ব্যবসায়ী দেখিতে পাওয়া যায় না যাঁহাকে কিছু না কিছু টাকা দৈনিক

খরচ, মজুরী প্রভৃতি প্রদানের জন্য হস্তে মজুত রাখিতে না হয়, কিন্তু এই টাকা যদি তাঁহার নিজ ব্যবসায়ে লাগান যায়, তাহা হইলে শতকরা ১৫৲। ২০৲ টাকা লাভ পাওয়া যাইতে পারে। এই নিমিত্ত যিনি কোন ব্যাঙ্ক হইতে নিজের বা পরের মাতব্বরীতে ক্যাশ ক্রেডিট পাইতে পারেন, তিনি দৈনিক খরচ প্রভৃতির নিমিত্ত অর্থ নিজের নিকট মজুত না রাখিয়া ব্যবসায়ে খাটাইতে পারেন, এবং ব্যাঙ্ক হইতে আবশ্যক মত অর্থ অল্প সুদে ঋণ করিতে পারেন। ম্যাকলাউড্ সাহেব বলেন স্কটলণ্ড দেশে প্রায় সকলেই ক্যাশ ক্রেডিট দ্বারা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া থাকেন। এমন কি, স্কটলণ্ড দেশের ব্যবহারজীবিগণও এইরূপ ভাবে প্রথমে তাঁহাদের ব্যবসায় কার্য্য সুরু করেন। সমাজের কি ধনী কি দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোককেই ক্যাশ ক্রেডিট প্রদান করা হয়। ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর বিশ্বাস করিয়া এই ক্যাশ ক্রেডিট প্রদত্ত হওয়ায়, সামান্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণও স্বকীয় অধ্যবসায়, দৃঢ়তা, ইত্যাদি গুণনিচয় ও ব্যবসায়বিচারশক্তিতে ধনী বন্ধুগণকে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের মাতব্বরীতে ক্যাশ ক্রেডিট পাইয়া থাকেন। এই ক্যাশ ক্রেডিটই তাঁহাদের পক্ষে নগদ অর্থের সমতুল্য হয় এবং উহা প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় বুদ্ধি ও কার্য্যশক্তির পরিচালনায় তাঁহারা যথাকালে ব্যবসায় কার্য্যে যথাসম্ভব উন্নতিসাধন করিতে পারেন। স্কটলণ্ড দেশে এরূপ অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা কেবলমাত্র ক্যাশ ক্রেডিট রূপ মূলধন লইয়া, স্বকীয় অধ্যবসায় গুণে আজ কমলার ক্রোড়ে শায়িত। দেশীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত না হইলে এবং বাজারসম্ভ্রমযুক্ত চরিত্রবান ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে এই সকল সুবিধা পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বোক্ত কয়েক প্রকার কার্য্য ব্যতীত ব্যাঙ্ক অনেক সময় লোকের মাসিক বেতন, ও বৃত্তি, বৈদেশিক মহাজনগণের বিলের প্রাপ্য টাকা, কোম্পানির কাগজের সুদ, এবং অংশের (share) লভ্যাংশ সংগ্রহ করেন, এবং দেশী ও বিলাতী হুণ্ডীর কারবার করিয়া থাকেন।

যে সকল ঘটনা ঘটিলে মনুষ্যের ক্ষতি হয় এবং যাহা প্রতিবন্ধ করা মনুষ্যের ক্ষমতার অতীত সেই সকল ঘটনা জনিত ক্ষতির পূরণার্থে সাধারণ ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীরা যে বিধি অবলম্বন করেন তাহাকে বিমা বিধি বলা যায়। বাস্তবিক পক্ষে এই বিমা বিধি পরস্পরের সাহায্য করা এবং যে ব্যক্তি সমূহের মধ্যস্থতায় উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহাদিগকে পুরস্কার স্বরূপ লাভ দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। ব্যাঙ্কে যেমন এক ব্যক্তি টাকা জমা দিতেছে ও অপর ব্যক্তি উঠাইয়া লইতেছে ও মোটের উপর তহবিলের বিশেষ কোন পার্থক্য হয় না, সেইরূপ কত বিমাকারীর মৃত্যু হইতেছে ও কত নূতন ব্যক্তি জীবন বিমা করিতেছে, কত বিমা করা জাহাজ ডুবি হইতেছে ও কত জাহাজ বিমা করার পর নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিতেছে ও যে টাকায় সেইগুলি বিমা করা হইয়াছিল সেই টাকায় যে জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ করা হইতেছে। নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে যে সকল বিমা করা সামগ্রী দগ্ধীভূত হইতেছে না সেইগুলির বিমার টাকা হইতে যেগুলি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ করা হইতেছে। ফলকথা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে জীবন বিমাকারিদের মধ্যে যাহারা জীবিত আছে তাহারা মৃত জীবন বিমাকারীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ করিতেছে অথবা জাহাজ বিমাকারীদের মধ্যে যাহাদের জাহাজ ডুবিতেছে না তাহারা যাহাদের জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিতেছে এবং অগ্নিদাহ-জনিত ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, যাঁহারা সামগ্রী বিমা করিয়াছে তাহাদের সামগ্রী ভস্মীভূত না হইলে, তাহাদের প্রদত্ত বিমার টাকায় যাহারা সামগ্রী দগ্ধ হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদের ক্ষতিপূরণ হইতেছে। আনুমানিক হিসাবে এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে যে যাহারা ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখেন তাহারা সকলে একই সময়ে টাকা উঠাইয়া লইবেন অথবা যাহারা কোন বিমা কার্য্যালয়ে জীবন বিমা করিয়াছেন

বিমা ও ব্যাঙ্কারেজ।

তাহারা সকলেই একই সময়ে কালগ্রাসে পতিত হইবেন অথবা যে সকল অট্টালিকা বিমা করা হইয়াছে একই সময়ে সকলগুলি দগ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাঙ্কের কার্য্য এবং বিমা কার্য্যাবলী এইরূপ ভবিতব্যতার উপর নির্ভর যে ঐরূপ কখন ঘটিবে না। অধিকন্তু বহুদর্শিতা দ্বারা বিমাওয়ালারা এই জ্ঞানে নিশ্চিন্ত থাকেন যে রীতিমত পরীক্ষার পর জীবন বিমা করা হইলে, বিমাকারীদের মৃত্যুহেতু যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ করিতে হয় উহা জীবন বিমাকারীদের জীবিত অবস্থায় তাহাদের নিকট যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়, তদপেক্ষা অল্প ব্যতীত অধিক নহে।

আজকাল ইনসিওরেন্স কথার এত অধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ কথা বঙ্গভাষায় প্রচলিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ইনসিওরেন্স বলিলে বিমাওয়ালা ও বিমাকারীর মধ্যে সর্ত্ত বুঝায়। এই সর্ত্ত সম্বলিত নিদর্শন পত্রকে পলিসি (policy) কহে। জীবন সম্বন্ধে হইলে উহাকে লাইফ্ পলিসি (life policy), অগ্নি সংক্রান্ত হইলে ফায়ার পলিসি (fire policy) এবং সমুদ্র সংক্রান্ত হইলে উহাকে মেরিণ পলিসি (marine policy) কহে। যে ব্যক্তি বা কোম্পানী অর্থ লইয়া মৃত্যু হইলে বা জাহাজ ডুবি হইলে বা সামগ্রী দগ্ধীভূত হইলে বিমাকারীর ক্ষতিপূরণ করিতে স্বীকার হয়েন তাহাকে বিমাওয়ালা (insurer) বলা যায়। বিমাকারী (insured) বিমাওয়ালাকে একেবারে বা বাৎসরিক, সাণ্মাষিক, ত্রৈমাসিক বা মাসিক কিস্তিবন্দী করিয়া যে টাকা দেন তাহাকে প্রিমিয়াম (premium) কহে।

ইনসিওরেন্সের সর্ত্তগুলি পলিসিতে ছাপান থাকে, ও অলিখিত স্থান গুলি পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয় এবং কার্য্যবিশেষে লিখিত বিষয়গুলির কতক অংশ আবশ্যকমত কাটিয়া দেওয়া হয়। ইনসিওরেন্সের পলিসি আইনের ভাষায় লিখিত হয়। পলিসির পক্ষদ্বয় বিমাওয়ালা ও বিমাকারীর মধ্যে বিমাওয়ালা যখন উহার নিম্নে স্বাক্ষর করেন তখন তাহাকে

আণ্ডার রাইটার (under writer) বলা হয়। বিমা ব্যবসায়ের ক্ষমতা-প্রাপ্ত বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরাই কারবারের পক্ষে সই করিয়া থাকেন।

সামুদ্রিক পলিসির প্রথমেই বিমা কারীর নাম উল্লিখিত থাকে এবং শেষে বিমাওয়ালার নাম থাকে। পরে যে জাহাজে মাল যায় বা যে জাহাজ বিমা করা হয় তাহার নাম থাকে। অনেক সময় জাহাজের নাম খালি রাখিয়া পলিসি লিখিত হয়, কারণ কোন জাহাজে মাল যাইবে তাহা পরে জানা যায়। এইরূপ পলিসিকে ফ্লোটিং পলিসি (floating policy) কহে এবং জাহাজের নাম লিখিত হইলে নেম্‌ড পুলিসি (named policy) কহে।

যে সকল সামগ্রী বিমা করা হয় তাহার বর্ণনা, কিরূপে ক্ষতি হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ করা হইবে, কোন সময় হইতে কোন সময়ের মধ্যে ক্ষতির কাল অবধারিত হইবে, কি দরে বিমার হার নিরূপিত হইবে, এবং যে তারিখে লিখিত হয় এই বিষয়গুলি পরে পরে পলিসিতে সন্নি-বেশিত থাকে।

সামগ্রীতে বিমাকারীর স্বার্থ না থাকিলে বিমাকারী ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে পারে না। এই স্বার্থ প্রমাণ করিতে হইলে মালের বিল অফ লেডিং, ইনভয়েস্ এবং জাহাজের চার্টার পার্টি * ইত্যাদির অধিকার দেখাইতে হয়। যাহারা পরস্পরে বাজি রাখিয়া পরের মাল বিমা করেন অর্থাৎ কেহ বলিতেছে যেরূপ ঝড়ের সংবাদ আসিয়াছে ও জাহাজের কয়দিন খবর পাওয়া যাইতেছেনা, হয়ত জাহাজ ডুবিয়াছে। কেহবা তাহার বিপরীত মত অবলম্বন করিতেছে, এইরূপ অবস্থায় বিমা করা হইলে উহাকে বাজির বিমা (wagering policy) বলে। ইহা আদালতে গ্রাহ্য হয় না তবে যাহারা বাজি রাখে তাহাদের মধ্যে মান রক্ষার্থে বলবৎ হইতে পারে।

---

* গ্রন্থকারের "বাণিজ্যে" আলোচিত হইয়াছে।

বিমাকারীরা ছাপান রিকোয়েষ্ট নোটের (request note) অলিখিত স্থানগুলি লিখিয়া দিলে বিমাওয়ালা দ্বারা সর্ত্তগুলি স্বীকার করার নিদর্শন পত্র স্বরূপ একখানি সই করা কভারিং নোট বা কভার নোট (covering note, cover note) প্রাপ্ত হয়েন। এই কভারিং নোট পাইলে রীতিমত বিমা করা হইয়াছে বুঝায় এবং ইহাতেই লিখিত থাকে যথাসময়ে পলিসি প্রদত্ত হইবে।

মাল পৌছিবার পুর্ব্বে এইগুলি বিক্রয় হইলে ক্রেতাকে পৃষ্ঠ লিপি দ্বারা বিল অফ লেডিংএর মত উহা হস্তান্তর করা যায় এবং ক্রেতায় বিক্রেতার সকল সর্ত্ত বর্ত্তায়। একথা বিমাওয়ালা পলিসির প্রারম্ভেই স্বীকার করেন।*

পলিসিতে কেবল দ্রব্য সামগ্রীর ওজন বা মাপ লিখিত থাকিলে তাহাকে ওপন্ পলিসি (open policy) কহে। কিন্তু উহাদের মোট মূল্য লিখিত থাকিলে উহাকে ভ্যালুড পলিসি (valued policy) কহে।

য়্যাভারেজ (average)—— ক্ষতি, হর্জ্জা লোকসান—— বিমাকারিদের ক্ষতির পরিমাণ জ্ঞাপক সামুদ্রিক বিমার কথা। সমুদ্রে জাহাজে মালের যে ক্ষতি হয় সে কথা প্রথমেই কাপ্তেন পৌছিবার চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষদের কারণাদি নিদর্শন করিয়া বিবরণ (protest) প্রদান করেন। ক্ষতির প্রকার ভেদে উহার দুইটী সংজ্ঞা

INSURANCE POLICY.

*Whereas it hath been proposed to the Royal marine Insurance Company limited by Roy and Co. of Calcutta, as well in their own name, as for and in the name and names of all and every other person or persons to whom the subject matter of this policy does, may or shall appertain in part or in all, to make with the said Company the Insurance herein after mentioned and discribed, &c.

প্রবর্ত্ত হইয়াছে। একটী সাধারণ ক্ষতি (general average) অর্থাৎ সকলের মঙ্গলের নিমিত্ত মাল ফেলিয়া দিয়া জাহাজ হাল্কি করিতে হইলে যে ক্ষতি সকলকে স্বীকার করিতে হয়। অপরটী বিশেষ ক্ষতি (particular average) অর্থাৎ বিমাকারী বা প্রেরক বিশেষের ক্ষতি যাহাতে অপর বিমাকারী বা প্রেরক বা জাহাজের অধিকারীর ক্ষতি নাও হইতে পারে। যে ক্ষতিতে সকলের স্বার্থে আঘাত লাগে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

জাহাজের মাস্তল পাল ইত্যাদি বা বোঝাই মাল জাহাজ চড়ায় লাগিলে বা ঝড়ে পড়িলে উহাকে হাল্কি করিয়া গমনশীল করিবার নিমিত্ত ফেলিয়া (Jettisoned) দেওয়া হইলে যে ক্ষতি হয়।

জাহাজ বিপদে পড়ায় সাহায্যকারীদের মেহনতানা দিতে যে ক্ষতি বহন করিতে হয়।

মাস্তল ভাঙ্গিলে বা জাহাজ ফুটা হইলে বা অন্য কোন মেরামতিতে যে ক্ষতি বহন করিতে হয় এবং ঐ সকল খরচার নিমিত্ত যে সুদ দিতে হয়।

এতদ্ব্যতীত জাহাজ চালাইবার দোষে বা যত্নের ত্রুটিতে দ্রব্য বিশেষের যে ক্ষতি হয় এ সকল বিশেষ ক্ষতির অন্তর্গত।

সাধারণ ও বিশেষ ক্ষতি, জাহাজস্বামীর জাহাজের মূল্য ও বিমাকারী বা প্রেরকের মালের মূল্যের অনুপাতে ধার্য্য হয়।

যে ব্যক্তি জাহাজের ও মালের মূল্য নিরূপণ করেন তাহাকে সার-ভেয়ার (surveyor) এবং যিনি ক্ষতির প্রকার নিরূপণ করেন অর্থাৎ উহা সাধারণ ক্ষতি কি বিশেষ ক্ষতি, তাহাকে য়্যাভারেজ য়্যাডজাষ্টার (average adjuster) কহে।

ধনবিজ্ঞান ও বাণিজ্য সম্মত দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষার সাহায্যে সম্ভূয়-সমুত্থানে সংগৃহীত বা ঋণকৃত বিপুল মূলধনে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইবার সময় এবং দূরদেশে রেলে মাল রাস্তায় পরিচালনের সময়

সেগুলি বিমা করা আবশ্যক; নচেৎ উৎপন্ন বা প্রস্তুত সামগ্রী জলমগ্ন বা ভস্মীভূত হইলে উৎপাদিনীশক্তির সফলতা পরিদৃষ্ট হয় না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি জগতের বাণিজ্যে দ্রব্য সামগ্রী বিনিময় সাধ্য না হইলে উহা ধন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এই উৎপন্ন বা প্রস্তুত সামগ্রীর বহুল বিক্রয়কল্পে নিযুক্ত বণিক সমিতির কথা সঙ্ক্ষেপে বিবৃত করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিব।

বাণিজ্য বিস্তার ও উন্নতিকল্পে সরকারের যে বিভাগ সাহায্য করে তাহাকে বোর্ড অফ্ ট্রেড কহে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের যে বিভাগ বাণিজ্য ও শিল্পবিষয়ের নিমিত্ত নূতন গঠিত হইয়াছে, তাহার নাম **ডিপার্টমেণ্ট অফ কমার্স এণ্ড ইন্‌ডষ্ট্রি** (Department of commerce and industry).

বণিকদিগের নিজ নিজ বাণিজ্য বিষয়ের উন্নতি সাধনের ও বিস্তারের নিমিত্ত অথবা সম্বৎসরের বিবরণ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কিম্বা কোন ব্যবসায় অন্যায় আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় কি প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, এই সকল বিষয়ের অভিযোগাদি করণের নিমিত্ত যে সভা গঠিত হয়, তাহাকে **বণিক সমিতি** (Chamber of commerce) বলে।

সরকার হইতে যে সকল নূতন কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তদ্দ্বারা যদি ব্যবসায় বিশেষের ক্ষতি হয়, তাহা হইলে সভা হইতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করা হয়। যদি মালগাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি বা রেল খাল রাস্তার বিস্তার এবং শুল্ক, টোল,খাল-মাসুল বন্দর খরচা ইত্যাদি নিম্নতম সীমায় হ্রাস করা প্রভৃতি নূতন অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয়, যদ্দ্বারা বণিকগণের ব্যবসায়ের সুবিধা হইতে পারে, এই সভা তৎক্ষণাৎ সেই বিষয় অন্যান্য কোম্পানীকে এবং স্থলবিশেষে সরকারকে অনুরোধ করিলে সরকার তাহার রীতিমত বিবেচনা করিয়া ভাল বুঝিলে মঞ্জুর করিয়া থাকেন।*

---

* বাঙ্গলায় উপস্থিত তিনটী বণিক সভা আছে। একটীর নাম বেঙ্গল চেম্বার

ধনোৎপাদিনী শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আরও কয়েকটী কথার অবতারণা আবশ্যক। প্রথমতঃ জাতীয় শ্রমোৎপন্ন সামগ্রীর

অফ্ কমার্স Bengal chamber of commerce—ইহার সভ্যগণ প্রায়ই ইউরোপীয়। মাড়ওয়ারীগণের সভার নাম Marwari chamber of commerce. এদেশীয় বণিক-গণের সভা—Bengal national chamber of commerce এর বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

সভাপতি—মহারাজা মুনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

সহকারী সভাপতি—মাননীয় বাবু নলিনবিহারী সরকার।*

সভার উদ্দেশ্য—বাঙ্গালা দেশে বাণিজ্য কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িগণের বাণিজ্যিক স্বত্ব সংরক্ষণ—এদেশের ব্যবসায়িগণের প্রচলিত বাণিজ্যিক রীতিনীতির পরস্পরের সামঞ্জস্য সংরক্ষণ—সরকার বাহাদুরের নিকট তাঁহাদের অভাব ও অভিপ্রায় জ্ঞাপন—বাণিজ্যসংলিপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন বিষয়ে বিবাদ হইলে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সালিসি দ্বারায় আপনা আপনি মিটমাট করা ইত্যাদি ইত্যাদি॥

বণিকসমিতি দ্বারা কিরূপে উৎপাদিনীশক্তির সাহায্য হয়, তাহা তাহাদের পত্রাদি হইতে অনেক আভাস পাওয়া যায়। নিম্নে এক খানি পত্রের অনুবাদ দেওয়া হইল।

বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স, কলিকাতা।

২৬ জুন ১৮৮৩ সন।

বোম্বাই চেম্বর অফ্ কমার্সের সেক্রেটারি সমীপে পৌঁছে

প্রিয় মহাশয়!

ভারতীয় গোধূমের উপর রপ্তানী-শুল্ক রহিত করিবার নিমিত্ত আপনাদের চেম্বর অফ্ কমার্স গত ১৮৭২ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড় লাট বাহাদুরের নিকট যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে পরবর্ত্তী বর্ষের ৫ঠা জানুয়ারী তারিখ হইতে উক্ত শুল্ক রহিত হইয়া গিয়াছে।

অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের দ্রব্যের উপর শতকরা ১০৲ টাকা শুল্কনির্দ্ধারণ একটী দুর্ব্বহ কর বলিতে হইবে। এই দুর্ভর করের অপসরণ দ্বারা উক্ত দ্রব্যের ব্যবসায়ে প্রভূত উৎসাহ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং সেই সময় হইতে উক্ত ব্যবসায় বিপুল পরিমাণে

---

* আজি এক বৎসর হইল নলিনবাবু ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

পোষণ ও সংরক্ষাকল্পে রক্ষিত-বাণিজ্য প্রথা অবলম্বন করা উচিত কি না? এ ক্ষুদ্র পুস্তকে এ বিষয় আলোচিত হইতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে ও

প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে। এই বর্দ্ধিত প্রসার উপযুক্ত উৎসাহ পাইলে কালে যুক্তরাজ্যের প্রয়োজন-সাধনে আমেরিকার সহিত যে প্রতিযোগিতায় সকলকাম হইবে, সাধারণের এরূপ আশা অসঙ্গত নহে।

বিগত দশ বৎসরের মধ্যে গমের রপ্তানীর একটী বিবরণ এস্থলে দেওয়া অনাবশ্যক। তবে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে,১৮৮১-৮২ সালে বেঙ্গল ও বোম্বে প্রেসিডেন্সি হইতে প্রায় এক কোটী টন রপ্তানী হইয়াছিল; তাহার মূল্য আট কোটী পাউণ্ড হইবে। উহার প্রায় অর্দ্ধাংশ যুক্তরাজ্যে এবং অপরার্দ্ধ ইউরোপ মহাদেশে প্রেরিত হইয়াছিল।

১৮৮১ সালে আমেরিকা হইতে যুক্তরাজ্যে প্রায় ১৮,০০,০০০ টন গম আমদানী হইয়াছিল; তাহার মূল্য বিশ কোটী পাউণ্ড হইবে। উপরিলিখিত অঙ্ক হইতে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, ইউরোপের বাজারসমূহে আমেরিকার যে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, ভারতের শস্যোৎপাদিনী শক্তির ক্রমবিকাশে তাহা প্রভূত পরিমাণে মন্দীভূত হইয়াছে।

"Indian Wheat *versus* American Protection or the influence on English Trade and American Protection of the Development of India" নামে সম্প্রতি যে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে এবং যাহার কয়েকখণ্ড আপনাদের অবগতির নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে গ্রন্থকার নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে অসীম দক্ষতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন; যথা—যে সকল কারণএ দেশে গোধূম ব্যবসায়ের উন্নতি পথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে, উক্ত ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ আশা ভরসা, এবং তাহার শ্রীবৃদ্ধি দ্বারা বৃটিস বাণিজ্যের কয়েকটী শাখায় কিরূপ অবস্থান্তর সম্ভবপর।

নিম্নে প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি বিবৃত হইল;—

(১) গোধূম উৎপাদন ও বাজারজাত করিতে যে ব্যয় হইবে, আমেরিকার সহিত তদ্বিষয়িণী প্রতিযোগিতায় ভারত অধিকতর সামর্থ্যশালী।

(২) বৃটিশ ইণ্ডিয়া আমদানীর উদ্ভবস্থল; ইহার বন্দর হইতে যে সকল সমুদ্রপোত

"ধনভোগে" প্রকারান্তরে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। বর্দ্ধমান লোকসংখ্যা ও উৎপাদিত ধনের সামঞ্জস্য সম্বন্ধে মহামতি ম্যালথসের

ইংলণ্ডে গমন করে, তাহাদের উচ্চ ভাড়া দিয়াও আমেরিকার উপর ইহার অসংশয়িত প্রাধান্য আছে।

(৩) ভারতীয় গোধুম গুণে আমেরিকার গোধুম অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে।

(৪) ভারতের গোধুম-উৎপাদক প্রদেশগুলিকে একটী সুশৃঙ্খল কৃষি ব্যবস্থার অধীন করিবার নিমিত্ত যদি উপযুক্ত সুবিধা, সৌকর্য্য ও উৎসাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইহাতে এত অধিক পরিমাণে গোধূম উৎপাদিত হইতে পারে যে, তদ্দ্বারা সমগ্র ইংলণ্ডে যত গোধুম আবশ্যক তাহা যোগাইতে পারা যায়।

উপরিউক্ত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে লেখক বলিতেছেন—কি ব্যাপ্তি, কি গুণ, কি মূল্য যে কোন বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বিদ্যমান প্রশ্নের আলোচনা করা যাউক। দেখা যাইবে যে জাহাজের ভাড়া জন্য অসুবিধা নিরাকৃত হইলে ইংলণ্ডের যত গোধুম আবশ্যক, প্রধানতঃ ভারত হইতে তাহার আমদানী হওয়া উচিত।

অতঃপর লেখক আবার দুইটী প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন; যথা—ভারত কেন ইংলণ্ডের গোধূমবাণিজ্যে অধিকতর প্রতিপত্তি লাভ করে নাই? কেনই বা প্রকৃতপক্ষে ইহা একচেটিয়া করিতে পারে নাই? এই সকল প্রশ্নের তিনি নিজেই উত্তর দিয়া বলিতেছেন, ভারতের কৃষিজাত দ্রব্য সম্পত্তি জগতের প্রকাশ্য বাজার সমূহে স্থাপন করিতে হইলে সমুদ্রতীর ও অভ্যন্তরীণ প্রদেশ সমুদায়ের মধ্যে সুলভে দ্রব্যাদির পরিচালন জন্য সুগম উপায় উদ্ভাবিত হওয়া আবশ্যক। এই বিষয়ে ভারত তাহার প্রতিযোগী অপেক্ষা অনেকাংশে পশ্চাৎপদ।

অনন্তর লেখক বলিতেছেন, ইউরোপের বাজারসমূহে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যাদি যদি সহজে পরিচালিত করিতে হয়, তাহা হইলে সুলভ রেলওয়ে স্থাপন করিতে হইবে; ইহাতে বাস্তবিকই ভারতীয় কৃষকদিগের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে। অতি সমীচীন যুক্তিকলাপ দ্বারা তিনি ঐ মতের পোষকতা করিয়া এই বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, এই জন্য অতি সত্বর রেলপথ সকল স্থাপন করিতে হইবে এবং বর্ত্তমানকালে যে নিয়মে তৎসমুদায় পরিচালিত হইতেছে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর সুলভ উপায়ে উন্নতপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে।

মতামতের বিষয় যথাসম্ভব সঙ্ক্ষেপে "ধনভোগে" আলোচিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া দেশের উৎপাদন কার্য্য পরিচালিত

এইরূপে অধিকতর সুলভ উপায়ে রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে বিদ্যমান রেলওয়ে সমূহের ভাড়া এরূপে কমাইতে হইবে যে তাহাতে কোন রেল কোম্পানীর বা গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি না হয়; এরূপ করিলে রেলকোম্পানীসমূহের আয় বৃদ্ধি হইবে। এই তিনটী বিষয়ের যুক্তিযুক্ত বিগত ১০ই মার্চ্চ তারিখে একখানি পত্র দ্বারা অস্মদীয় বণিকসভা বড় লাট বাহাদুরের গোচর করিয়াছেন। উক্ত পত্রের অনুলিপি আপনার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। সেই পত্রের প্রত্যুত্তরে বড় লাট বাহাদুর এই বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, এই প্রয়োজনীয় ব্যাপারে তিনি অবিলম্বে মনঃসংযোগ করিবেন।

রেলওয়ের বিস্তার ও উৎকর্ষসাধন হইতে যে সুফল ফলিবে, তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়াও অন্য উপায়ে ভারতীয় গোধূম ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে সহায়তা করা যাইতে পারে। এই সম্পর্কে লেখক বলেন, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্কল্পে গোধূম পরিচালনের নিমিত্ত টোল, খালমাসুল, বন্দরখরচা ইত্যাদি যে সকল শুল্ক দিতে হয়, তৎসমুদায় একেবারেই উঠাইয়া বা সম্ভবপর নিম্নতমসীমায় বসাইয়া দিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের গোধূম ব্যবসায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

এই গুরুতর কথায় আলোচনা করিতে হইলে এই পত্রের আদৌ অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয় স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়; সেই বিষয়টী এই;—ভারতের যে সকল বণিকসভার এই বিষয়ে সহানুভূতি আছে, তাঁহাদের সকলের সমবেত চেষ্টায় ভারতীয় গোধূম ব্যবসায়ের সহায়তা প্রার্থনা করিয়া সুয়েজ কেন্যাল ডাইরেক্টরী বিভাগে আবেদন করা যুক্তিযুক্ত কিনা? ইংলণ্ডাভিমুখীন যে সকল জাহাজে ভারতীয় গোধূম বাহিত হইবে, তাহাদের টনপ্রতি কেন্যাল-শুল্ক সুবিবেচনাপূর্ব্বক কমাইয়া দিলে গোধূম-ব্যবসায়ে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হইবে এবং তাহাতে উক্ত ব্যবসায়ের এরূপ উন্নতিসাধিত হইবে যে, তদ্দারা কেন্যাল কোম্পানীর ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং শুল্ক-হ্রাস জন্য তাঁহাদের যে আয় হ্রাস হইবে, তাহাতে অধিক মাল পরিচালিত হওয়ায় কোম্পানির প্রভুত অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা হইবে।

হইবে, কি সমস্ত সমাজ উহাতে হস্তক্ষেপ করিবে, অথবা সমগ্র সমাজের সমবেত চেষ্টা উৎপাদিনী শক্তির অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইবে কি না সেই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা পাঠকগণের নিকট বিদায় লইব।

জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সমাজগত স্বার্থ কখনই এক হইতে পারে না। ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া ইংলণ্ডের কেহ কেহ যখন অধিক মূল্য পাইবে বলিয়া নিজেদের জাহাজ একটী আমেরিকান কোম্পানিকে বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন ইংলণ্ডের সমাজগত স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল। কারণ ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে পরিচালিত মাল ও যাত্রীর জাহাজগুলি আমেরিকান কোম্পানির হস্তগত হইলে ইংলণ্ডের মাল আমেরিকায় সস্তায় পরিচালিত না হইয়া আমেরিকার মাল ইংলণ্ডে সস্তায় পরিচালিত হইবে। এইরূপে অধিক মূল্যে জাহাজ বিক্রয় করিয়া কয়েকজন ইংলণ্ডবাসীর অধিক লাভ হইতে

ইয়ূরোপে গোধূম আমদানী করিবার পক্ষে আমেরিকার সহিত ভারত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যত অধিক কৃতকার্য্য হইবেন. সুয়েজক্যেন্যাল কোম্পানী তত অধিক মঙ্গললাভ করিতে পারিবেন, কারণ আমেরিকার গোধূম হইতে কোম্পানীর কোষাগারে এক কপর্দ্দকও অর্পিত হয় না। সুতরাং ভারতীয় গোধূম ব্যবসায়ের যাহাতে উন্নতি ও প্রসার বৃদ্ধি হয়, ন্যায়সঙ্গত উপায়ে কোম্পানীর তাহাই করা উচিত।

মার্কিন গোধূম অধুনা ইয়ূরোপের ও ইংলণ্ডের বাজারসমূহে স্থাপন করিতে যে ব্যয় হইতেছে রেলওয়ে খরচা ও কেন্যাল শুল্ক প্রভৃতি অন্যান্য অনুষঙ্গী ব্যয় লাঘব করিলে ভারতীয় গোধূম ঐ সকল বাণিজ্যস্থলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখিতে তাহা অপেক্ষা অধিক খরচ পড়িবে না। ইহাতে ব্যবসায়ের আয়তন বিপুল বৃদ্ধি লাভ করিবে এবং সেইসঙ্গে কেন্যাল কোম্পানীর আয় অধিকতর হইবে।

ভবদীয় সভা আলোচ্য বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমাদিগের সমিতিকে অনুগৃহীত করিবেন, অধীনের এইমাত্র অনুরোধ। বসম্বদ

সেক্রেটারী বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স।

পারিত বটে, কিন্তু সস্তায় মাল পরিচালিত হইতে পারিবে না বলিয়া সমগ্র ইংলণ্ডের স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল।

ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া আসাম দেশে যে এণ্ডি প্রস্তুত হইতেছে, অথবা ভগলপুরে যে বাফ্‌তা প্রস্তুত হইতেছে উহা কখনই সমাজগত স্বার্থের অনুমোদিত হইতে পারে না। আমরা দেখিতেছি যে আমাদের দেশের লোকবৃদ্ধির অনুপাতে অধিক ধনসামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে না বলিয়া দেশে মূলধন বৃদ্ধি পাইতেছে না ও সুদ কমিতেছে না। আমরা আরও দেখিতেছি যে চরিত্রের গঠন হয় নাই বলিয়া আমাদের বাজার সম্ভ্রম অল্প। আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া পালন করিতে না পারিলে আমরা সমাজে ক্ষতিগ্রস্ত হই না, এই জন্য প্রতিজ্ঞাপালনে চেষ্টা করি না। আমাদের বাজার সম্ভ্রম অল্প বলিয়া আমরা অল্প সুদে বিদেশী মূলধন (কলকব্জা ইত্যাদি ধন সামগ্রী) ধার পাই না। এইরূপ স্থলে সমগ্র সমাজের এই উদ্দেশ্যে সমবেত চেষ্টা ধনোৎপাদিনী শক্তির অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই শক্তির বলে ব্যক্তিগত স্বার্থ এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে দেশের অধিক মূলধন সৃষ্ট হইতে পারে অথবা বহুসংখ্যক লোক কার্য্যবিশেষে শ্রমবিভাগ প্রথায় নিযুক্ত হইয়া ধন সামগ্রীতে দেশ পরিপূর্ণ করিতে পারে। অপিচ আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ধনসামগ্রী বহুল পরিমাণে উৎপন্ন ও প্রস্তুত না হইলে কেবল অর্থে মূলধন বৃদ্ধি পায় না। বাফ্‌তা ও এণ্ডি কাপড় এখনও হইতেছে বটে, কিন্তু উহা শ্রমবিভাগে একত্র সমবেত মূলধনে প্রস্তুত হইতেছে না। মহাজনের দাদনে প্রস্তুত হইয়া কাপড় অনেক হাত ফিরিয়া বড়বাজারে আসিতেছে ও তথা হইতে বিদেশী বণিক ইউরোপ ও আমেরিকায় গতিকেই এখানকার দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। এই যে উৎপাদন হইতেছে ইহা কয়েকজন মাত্র মহাজনের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। এই বস্ত্র সস্তায় বিক্রয় করিতে হইলে মহাজনদের লাভ অল্প হয়

অথচ এই বস্ত্র সস্তায় বিক্রীত হইলে কাটতির আধিক্যানুসারে বহুসংখ্যক দেশবাসীর অন্নের সংস্থান হয়, অথবা কয়েকজন মহাজনের না হইয়া সমগ্র সমাজের অবস্থান্তর হয়। ফলকথা ১০,০০০ গজ ৫০,০০০ টাকায় বিক্রীত না হইয়া ২৫,০০০ গজ ঐ মূল্যে বিক্রয় হওয়া সম্ভবপর হইলে আড়াই গুণ অধিক শ্রামিকের কর্ম্মসংস্থান হয়। কিন্তু ২৫,০০০ গজ ঐ মূল্যে বিক্রয় করায় লাভের সমষ্টি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে কি কম হইবে, ইহার ঝুঁকি লইতে অনিচ্ছুক বলিয়া মহাজনেরা এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। তাহাদের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী লাভপ্রাপ্তিই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। উহা যদি অল্প পরিমাণ সামগ্রী হইতে তাহাদের পাওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে অধিকসংখ্যক লোকের কর্ম্মসংস্থান-চিন্তা তাহাদিগকে যে, বিচলিত করিবে, তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। সমাজস্বার্থ নিজে ইহাকে পরিপোষণ করিবে। সমগ্র সমাজের সমবেত চেষ্টা এইরূপ দ্রব্য বিশেষের উৎপাদনে নিয়োজিত হইলে দ্রব্যাদি সুলভে প্রস্তুত হয় ও কাটতির আধিক্যে শ্রমজীবিরা সুখে কালাতিপাত করে। সমাজ হইতে হাতে কলমে শিল্পবিষয়িণী শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পাইলে কত প্রকার রঙের মজবুদ টুইল, বাফ্‌তা (silk and cotton) প্রস্তুত হইয়া ইউরোপ-বাসীর ভিতরে পরিবার (underwear) অপরিহার্য্য কাপড় বলিয়া গণ্য হইবে। আসামবাসী, ভগলপুরবাসী ও বহরমপুরবাসী মিলিত হইয়া এণ্ডী বাফ্‌তা ও গরদের সংমিশ্রণে আরও সস্তায় কাপড় প্রস্তুত করিতে পারিবে এবং বঙ্গবাসী ও কাশ্মীরবাসী মিলিত হইয়া রেশম ও পশমের সংমিশ্রণে (natural wool and silk) সস্তায় ইয়ুরোপবাসীর বস্ত্রাভাব দূর করিবে।

দেশবাসীর অন্নসংস্থান, ও অন্নসংস্থান বাদে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্য সামগ্রী ক্রয় করিবার ক্ষমতা, আছে কিনা তাহা সমাজের লক্ষ্যস্থল। ফলকথা যে জাতি যে ভাবে কালাতিপাত করিতেছে, সমাজের দেখা

উচিত উহা ক্রমশঃ উন্নতির পথেই চলিতেছে কিনা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের (international trade) অনুমোদিত বাণিজ্যিক দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনে ব্যক্তিমাত্রই নিজ নিজ কলা বিশেষের সামর্থ্যানুযায়ী পরিচয় দিতে পারিলে এবং বাস্তবিক ধর্ম্মভীরু ও কার্য্যক্ষম কর্ম্মকর্ত্তার আবির্ভাব হইলে যতই দেশের অধিকাংশ শ্রামিকের শ্রমবিভাগে কার্য্য সামর্থ্যের বিকাশ পায়, ততই দেশে ধন উৎপাদিত হইয়া থাকে এবং অন্য নূতন ধনের উৎপাদন ও প্রস্তুতিকল্পে মূলধনের অভাব হয় না।

পরিশিষ্ট।

ধন-ভোগ।

ধন ব্যবহার না করিলে উহা ভোগ করা হয় না এবং ভোগ করিলেই উহার উপকারিতা হ্রাস পাইতে থাকে। ধনসামগ্রী ব্যবহার করিতে করিতে কোনটীর উপকারিতা একবার ব্যবহারে, কোনটীর বহুবার ব্যবহারে নষ্ট হয়। কাঠ পোড়াইলে উহার অঙ্গার ভিন্ন আর কিছুই থাকে না; কাচের সামগ্রী ভাঙ্গিয়া গেলে উহার মেরামত করিয়া ব্যবহার করা চলে না। ছুরির মত দ্রব্য ব্যবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও কতক কাজে আইসে এবং পুস্তক পাঠ করিলে যত দিন না উহা নষ্ট হইয়া যায়, ততদিন অনেক ব্যক্তি পাঠ করিয়া উহা ভোগ করিতে পারে। কোন সামগ্রী অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া থাকিলে যখন উহা ব্যবহারোপযোগী করিয়া কাজে লাগাইতে পারা যায়, তখনই লোকে বলে "এতদিন পরে ভোগে আসিল।"

ভোগের নিমিত্তই দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয় এবং লোকে উহা খরিদ করিতে ব্যয় করিয়া থাকে। কিন্তু ভোগ করিবার নিমিত্ত এক একটী সামগ্রী যাহাতে প্রয়োজন মত অধিক দিন বা অধিক বার ব্যবহার করিতে পারা যায়, মিতব্যয়ী মাত্রেরই তাহা দ্রষ্টব্য। নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর মূল্য অপেক্ষা সৌখীন দ্রব্যের মূল্য অনেক অধিক, তথাপি সময় বিশেষে সৌখীন দ্রব্যেরও প্রচলন দেখা যায়। এই সকল সৌখীন দ্রব্য অষ্ট প্রহর ব্যবহার করিলে সময় বিশেষে উহার অধিক ব্যবহার পাওয়া যায় না। সেই জন্য উহা অধিকবার ক্রয় করিতে হইলে ধননাশ হয়। আবশ্যক দ্রব্যাদি পুনরায় ক্রয় না করিয়া প্রয়োজন মত যত অধিক ব্যবহার করিতে পারা যায়, ততই কম ধননাশ হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, যাহাদের অধিক ধন আছে, তাহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে তাহা ভোগ না করিলে, বা তাহাদের বিলাসিতা বর্দ্ধিত না হইলে উৎপাদক বা প্রস্তুতি-

কারকের ধনাগম হয় না। ব্যবসায়ীরাও সেই জন্য ধনী খরিদদারকে যত অধিক মাল বিক্রয় করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করে এবং ধনীরাও নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া সুখানুভব করেন। বাস্তবিক ধনীর ধন কখনও বসিয়া থাকে না। মাটীতে কলসী করিয়া মোহর পুঁতিয়া রাখিলেও মোহরের টান বাড়িয়া যায়; সেই জন্য উহার মূল্যও বৃদ্ধি পায়।

যাঁহারা দ্রব্যাদি ক্রয় না করিয়া টাকা বাড়িবে বলিয়া কোম্পানীর কাগজ খরিদ করেন, তাঁহাদেরও টাকাতে দেশে ধনাগম হয়। রাজা সেই টাকা ধার করিয়া রেল, খাল, রাস্তা প্রভৃতির বিস্তার বা বড় বড় কুঠী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, তাহাতে নানা স্থানের দ্রব্যাদি বিদেশে নীত হইয়া স্থানজনিত মূল্যযুক্ত হয়, অথবা এঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার, কুলি ইত্যাদি বহু লোকের অন্ন-সংস্থান হইয়া থাকে। লোকে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিলেও ব্যাঙ্ক ঐ টাকায় মহাজনী করে এবং কার্য্যক্ষম ব্যক্তিরা উহা ধার করিয়া দেশের ধনোৎপাদন করে; অতএব উৎপাদিত ধন যে ভাবেই ব্যবহার করা হউক না কেন, উহাতে কোন না কোন ব্যক্তির উপকার হইয়া থাকে।

বাস্তবিক পক্ষে লোকে যখন কোন ধনসামগ্রী ব্যবহার করে, তখন বিশেষ কোন কারণ উপস্থিত না হইলে উহা কোন্ দেশে উৎপাদিত বা খরিদ করিলে কোন্ দেশের লোকের ধনাগম হইবে, একথা ভাবিয়া দেখে না। ধন অধিক ব্যবহার করিলে সন্তান সন্ততির থাকিবে না এই কথাই অধিকাংশ লোকের মনে জাগরিত হয়। নিজেরা ব্যবহার করিয়া উদ্বৃত্ত ধন যে জাতি বংশধরগণের জন্য রাখিয়া দেয়, সে জাতির আর এক পুরুষে ধনের অভাব থাকে না। কিন্তু ঐ ধন শীঘ্র অপরিমিত ভাবে ভোগ করিয়া নষ্ট করিলে পুনরায় অভাব দেখা দেয়। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের মুখে শুনা যায়, "পেটে বাণিজ্য, পেটে দারিদ্র্য"। এই কথা অতীব সমীচীন। আহারীয় ও পানীয় সামগ্রী একবারমাত্র ভোগ করা যায়; অতএব অধিক

মূল্যের ঐ জাতীয় সামগ্রী অপরিমিত ভোগ করিলে ধননাশ হয় এবং যে দেশে যে পরিমাণে ধনাগম হয়, তদপেক্ষা অধিক ভোগ করিতে হইলে স্বতঃই সেই দেশে দরিদ্রতা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব ধনভোগের উপর জাতির ধনবত্তা বা দরিদ্রতা নির্ভর করে। এই জন্যই পরিণামদর্শিতায় ও বহু পরিশ্রমে ধন উপার্জ্জিত হইলে কিরূপ তাহা ভোগ বা ব্যবহার করিতে হয়, তাহাই ধনভোগে আলোচিত হইয়া থাকে। "ধনভোগে" নূতন ধনের উৎপত্তির কথা বিবৃত করা হয় না বলিয়া ধন-বিজ্ঞানের অন্তর্নিবিষ্ট না করিয়া ইহা পরিশিষ্টে আলোচিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ধনবিশেষের ভোগে উহার ক্ষয় নির্ভর করে। আহারীয় সামগ্রী একবারমাত্র ভোগ করা যায়; অনেকবার ব্যবহার করা যায়, এমন সামগ্রীও আছে; আবার অন্য প্রকারের এমন সামগ্রীও আছে, যাহা ব্যবহারযোগ্য না হইলে বিনিময়সাধ্য হয় না। আবার এরূপ সামগ্রী আছে, যাহা ভোগ করিতে করিতে অব্যবহার্য্য হইলেও বিনিময়সাধ্য হইয়া থাকে।

আহারীয় সামগ্রী ব্যতীত মানুষের জীবনধারণ হয় না; কিন্তু অধিক মূল্যের আহারীয় সামগ্রীও একবার ভোগেই বিনষ্ট হইয়া যায়। পরন্তু অধিক মূল্যের আহারীয় বস্তু ভোগ করিলে যে পরিমাণে ধননাশ হয়, সেই অনুপাতে শরীরে বলাধান হয় না। অবশ্যই আহার বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন গুণ আছে, এ কথা সকলেরই স্বীকার্য্য; কিন্তু অল্প মূল্যের আহার্য্য দ্রব্য হইতে যদি কতক পরিমাণে সে গুণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রয়োজন মত অধিক মূল্যের আহার্য্য দ্রব্যের ভোগে দোষ নাই। অকারণ সর্ব্বদাই অধিক মূল্যের খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় ভোগে ধননাশ হয়, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিবেন।

শুনা যায় সেকালের নবাবেরা বহুমূল্যের মুক্তা পুড়াইয়া চুণ করিয়া পানের সঙ্গে খাইতেন; শামুক পোড়া চুণ হইতে এ কার্য্য সম্যক্‌রূপে

সুসিদ্ধ হইতে পারিত; তাহাতে স্বাদের কিছুই তারতম্য হইত না এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও মূল্যের অনুপাতে এমন কিছু দোষাবহও নহে। পেশীতে বল হইবে বলিয়া অধিক মূল্যের মাংস ভোজন করিলেও যে উপকার হয়, ঘৃতপক্ক ডাইল খাইলেও সেই উপকার দর্শে। এদেশের কুস্তীগীর পালোয়ান বা সিপাহীদের অপেক্ষা ইউরোপীয় সৈনিকদের শারীর বল অধিক নহে। অতএব বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে কেবল বলাধানের নিমিত্ত এদেশীয়দের মাংসভোজনে অকারণ ধননাশ হয়, কিন্তু ডাল খাইলে তাহা হয় না। এদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মস্তিষ্ক-চালনায় কোন দেশেরই পণ্ডিত অপেক্ষা হীন ছিলেন না। তাহার উপর তাঁহাদের শারীর বলও যথেষ্ট ছিল, কারণ অনেক সময় রেলের অভাবে তাঁহারা বহুদূর পদব্রজে গিয়া বিদায় লইয়া আসিতেন। কিন্তু তাঁহাদের আহারীয় সামগ্রী কি ছিল?—আতপ তণ্ডুল, হৈয়ঙ্গবীন, মটর ডাল সিদ্ধ, নিরামিষব্যঞ্জন, দুগ্ধ মিষ্টান্ন ইত্যাদি। এখনকার অধ্যয়নশীল ব্যক্তি যে মূল্যের খাদ্য সামগ্রী ভোগ করে, তদনুপাতে তাহাকে পূর্ব্বের সেই পণ্ডিতগণের অপেক্ষা অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন বা অধিক কায়িক পরিশ্রম করিতে দেখা যায় না।

পূর্ব্বে ভদ্র সমাজে একখানি বস্ত্র ও উত্তরীয় এবং অল্প মূল্যের চর্ম্ম-পাদুকা ব্যবহার করিলেই সভ্যতা ও ভদ্রতা রক্ষা করা যাইত। কিন্তু ইয়ুরোপীয়গণের অনুকরণে আজ কাল কাপড় চোপড়ে অধিক খরচা পড়িতেছে। পোষাক পরিচ্ছদ ও জুতা ছিঁড়িয়া গেলে আর ভোগে আইসে না। অতএব অনাবশ্যক আহার্য্য দ্রব্যে ও পরিচ্ছদে যতই অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, ততই ভোগীর ধননাশ হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এদেশে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে ব্যবহারিক শিল্প বিদ্যা, কর্ম্মকর্ত্তা প্রভৃতির অভ্যুদয়, না হওয়াতে দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে না। অধিকন্তু অভাব-বৃদ্ধির সহিত অল্পোৎপাদিত ধনের অপরিমিত নাশ হওয়াতে দরিদ্রতার প্রাদুর্ভাব হইতেছে। কল কারখানার একটী স্ক্রু আল্‌গা হইলে যেরূপ

হঠাৎ বিপদ হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ বহুদর্শিগণ দ্বারা ধনাগমের অনুপাতে গঠিত সমাজের বন্ধন অপরিমিত ভোগাভিলাষে শিথিল হওয়ায় দরিদ্রতা ও অনশন বিপদ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ইয়ুরোপীয় সভ্যতার অনুকরণে যে দিন কতকগুলি অপরিণামদর্শী ব্যক্তি বহুকালের সমাজ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া সামান্য মূল্যের বস্ত্রোত্তরীয় ও উপানৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহু-মূল্যের আহার্য্য ও নানাবিধ পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই দিন আমাদের সমাজে যে কুগ্রহ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার বশে জীবন-সংগ্রাম অকারণ ঘোরতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। শরীর ও মস্তিষ্ক বল কিসে পরিপুষ্টি লাভ করে, এখন সেই প্রধান লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমরা তুচ্ছ বেশ বিন্যাসাদি বাহ্য আড়ম্বরই ভদ্রতা ও সভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া তাহাতে মগ্ন হইতেছি।

ব্যবহারযোগ্য না হইলে যে সকল সামগ্রী বিনিময়সাধ্য না হয়, সেই সকল সামগ্রী অধিক পরিমাণে ভোগ করিলে অধিক ধননাশ হইয়া থাকে। একটী ভাল কাচের গেলাস ও এনামেলের গেলাসের মূল্য প্রায় সমান, এবং একটী কাঁসার গেলাসের মূল্য উহার দ্বিগুণ হইবে। একটী এনা-মেলের গেলাসের চটা উঠিয়া অব্যবহার্য্য হইতে দুই চারিটী কাঁচের গেলাস ভাঙ্গিয়া যায়, এবং একটী কাঁসার গেলাস অব্যবহার্য্য হয়। অধি-কন্তু কাঁচের গেলাস ও এনামেলের গেলাস নষ্ট বা অব্যবহার্য্য হইলে তাহার কিছুই পাওয়া যায় না; কিন্তু একটী কাঁসার গেলাস অব্যবহার্য্য হইলে তাহার অর্দ্ধেক মূল্যও পাওয়া যায়। অতএব কাঁচের সামগ্রীতে অনভ্যস্ত ভারতবাসী কাঁসা বা পিত্তলের সামগ্রী ক্রয় না করিয়া কাঁচের ও এনামেলের সামগ্রী ক্রয় করায় ভারতবর্ষের কাচের ও এনামেলের সামগ্রী খরিদ খাতে দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ ধননাশ হইতেছে।

এইরূপে ভারতে সিগারেট খাতে, দেশলাই খাতে ও বাজে খাতেও পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ ধন নষ্ট হইতেছে। যাহাদের দেশে লোক-

বৃদ্ধির অনুপাতে ধনোৎপাদনের উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে না, তাহাদের দেশে ধননাশের উপায় সমর্থন করিলে দরিদ্রতা আহ্বান করা হয়। শুনিতে পাওয়া যায় ইংলণ্ডে যে পরিমাণ ধন উৎপন্ন হয়, তাহার পাঁচ ছয় গুণ ধন সে দেশে পূর্ব্ব হইতেই মজুদ থাকে অর্থাৎ ইংলণ্ডে যে পরিমাণ ধন উৎপাদিত হয়, তাহার সমস্তই তদ্দেশবাসিগণ ভোগ করে না, নচেৎ মজুত থাকিবে কেন ?

দেশীয় ধনের বিনিময়ে অল্পমূল্যের অল্পকালস্থায়ী কোন দেশজাত সামগ্রী অপেক্ষা অধিক মূল্যের দীর্ঘকালস্থায়ী মজবুত বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিলে ধননাশ হয় না। এদেশীয় বর্ষমাত্রস্থায়ী এক টাকা মূল্যের হারিকেন লণ্ঠন অপেক্ষা বিলাতের ২॥০ টাকা দামের ২০ বৎসরস্থায়ী হারিকেন লণ্ঠন ব্যবহার করিলে গৃহস্থের ৮ গুণ কম ধননাশ হয় অথাৎ যে পরিমান পরিশ্রমের বা পরিশ্রমজাত সামগ্রীর বিনিময়ে ১ টাকা পাওয়া যায় তদ্বিনিময়ে বিলাতী মজবুদ লণ্ঠন খরিদ না করিয়া দেশী কম মজবুদ লণ্ঠন খরিদ করিলে ৮ গুণ ধননাশ হয় বা দেশের পরিশ্রম বা পরিশ্রমজাত সামগ্রীর মূল্য ৮ গুণ হ্রাস পায়। এবং গৃহস্থের আয় হইলে সমগ্র দেশের আয় হইতে দেখা যায়। কৃতকর্ম্মা লোকের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বিদেশীয় হারিকেন লণ্ঠনের মত লণ্ঠনের নিমিত্ত ২॥০ টাকার কিছু অধিক দেওয়ায় দোষ হয় না; কিন্তু ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যে জাতীয় লণ্ঠন হইয়াছে, এবং যাহার আজ পর্য্যন্ত কোন উন্নতিই হইল না, বৎসর কালের জন্য উহা ১৲ এক টাকাতেও খরিদ করিলে ধন নাশ হয় এবং অকৃতকর্ম্মার সংখ্যা বর্দ্ধিত হয় ও দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দেওয়া হয়।* কিন্তু

---

* কোন নষ্টপ্রায় বা নূতন শিল্পজাত বা কৃষিজাত সামগ্রী যাহাতে অপর দেশের সেই জাতীয় সামগ্রীর সহিত অবাধে প্রতিযোগিতা করিতে পারে, এতদর্থে রাজ্য হইতে যে সাহায্য প্রদান করা হয়, তাহাকে বাউন্টী (bounty) কহে। বাণিজ্য রক্ষার্থে অধিক মূল্যে সামগ্রী ক্রয় করাও ঐ জাতীয় সাহায্যের অন্তর্গত।

এদেশীয় ধনের বিনিময়ে অল্পকালস্থায়ী ভিন্ন দেশীয় খেলনা বা জার্ম্মানী বা ফ্রান্সের রঙ্‌চঙে সামগ্রী ভোগ করিলে ধন নাশ হয়। সকলেই স্বীকার করেন, ধন না থাকিলে কিছু ঐ সকল অল্পকালস্থায়ী সামগ্রী খরিদ করা যায় না ; কিন্তু ঐ অল্পকালস্থায়ী সামগ্রীর বিনিময়ে যে ধন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাতে অধিককালস্থায়ী সামগ্রী পাওয়া যাইতে পারিত।

উপযুক্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করাই কর্ত্তব্য। জার্ম্মানীর সর্করা, যখন সংক্ষিপ্ত ব্যয়ে প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর হইল, তখন ঐ রাজ্য হইতে বাউণ্টী মঞ্জুর হইয়াছিল। যদি উন্নত উপায়ে ব্যয় সংক্ষেপে উহা প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর না হইত, তাহা হইলে বাউণ্টীও মঞ্জুর হইত না। যে সামগ্রী প্রস্তুতিতে নির্ম্মাতা কার্য্যকৌশল ও ব্যয় সংক্ষেপ দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন না, তাহাতে সাহায্য করা দূষণীয়।

Patriotism demands that the greater cost and the slight discomfort of using indigenous goods should be cheerfully put up with at the outset. But remember no such movement can be permanently successful unless it involves a determined effort to improve their quality and cheapen their cost, so as to compete successfully with foreign products. (H. H. Gaekwar's address, I. I. Conference).

In spite of the imposition of countervailing duties and extra tariffs the bounty-fed sugar from Europe beats the Indian refiner hollow on his own field. The reason is not far to seek; laws can cure only artificial anomalies ; the levy of extra duties can countervail only the adventitious advantage of bounties and subsidies ; but what can remedy causes of mischief that lie deeper, ingrained in the very constitution of the Indian grower and inherent in the very conditions under which the Indian refiner has to work—*Ibid.*

সেই সকল বহুকালস্থায়ী সামগ্রী কিছুকাল ব্যবহার করিয়া অবস্থামত বিক্রয় করিয়া অন্য ধন সামগ্রী পাওয়া যায়; কিন্তু খেলনা বা অল্প মূল্যের রঙিণ জার্ম্মাণ শীতবস্ত্র বা ফরাশী রেশমী কাপড় সামান্য ব্যবহার করিলেও তদ্বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যায় না। ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক মূল্য দিয়া বহুকালস্থায়ী কাশ্মীরের বা এদেশীয় কলের পশমী সামগ্রী খরিদ করিলে উৎপন্ন বা উপার্জ্জিত ধনের বিনিময়ে উপযুক্ত সামগ্রী পাওয়া যায়।

আহারীয় সামগ্রী একবার ভোগেই নষ্ট হয় বলিয়া উহা যে দেশে সস্তায় উৎপন্ন হয়, তথা হইতে আনিয়া ভোগ করিলে ধননাশ হয় না। এই জন্যই ইংলণ্ড নিজে গোধূম উৎপাদন না করিয়া অপর দেশের গোধূম গ্রহণ করে এবং স্বদেশে চিনি উৎপন্ন করিলে উহা দুর্ম্মূল্য হইবে বলিয়া বিদেশী চিনি ভোগ করে। এই ইংলণ্ড কিছুকাল পূর্ব্বে স্বদেশে দেশলাই প্রস্তুত করিয়া অন্যদেশে সরবরাহ করিত; কিন্তু আপেক্ষিক ব্যয়ের তারতম্যানুসারে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া এখন আর যেমন অন্যদেশে সরবরাহ করিতে পারিতেছে না, সেইরূপ ভারতবর্ষ এখন অন্য দেশকে শর্করা না যোগাইয়া নিজেই জর্ম্মণীর চিনি ব্যবহার করিতেছে। অন্যান্য বস্তু অল্প পরিমাণে ভোগ করিলে ক্ষতি হয় না, কিন্তু আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী অল্প পরিমাণে ভোগ করিলে উদর যে পরিমাণে অল্প পূর্ণ হয়, সেই পরিমাণে বল কম হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত দ্বিগুণ মহার্ঘ সামগ্রীর অর্দ্ধেক না খাইয়া সস্তা সামগ্রী অধিক খাওয়া ধনবিজ্ঞানসম্মত। আর একটী কথা, এদেশে ধান্যের পরিবর্ত্তে পাটের চাষ করিলে দেশের অপেক্ষাকৃত অধিক ধনাগম হয় অর্থাৎ সমপরিমাণ ভূমির উৎপন্ন ধান্য অপেক্ষা উৎপন্ন পাটের অধিক পরিমাণ সামগ্রী ক্রয় করিবার ক্ষমতা হয়। এই অধিক ধনে, দেশীয় চাউল দুর্ম্মূল্য হইলে কৃষক বিদেশ হইতে সুলভ মূল্যের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ চাউল আনাইয়া ব্যবহার করিতে পারে; তাহাতে দেশের ধন নাশ

হয় না। তবে এই পাটের অধিক অর্থে আবশ্যক সামগ্রী ভোগ না করিয়া অল্পকাল ভোগসাধ্য সামগ্রী ব্যবহার করিলে কৃষকের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না।

ভারতবর্ষে অল্পকালস্থায়ী সামগ্রীর ব্যবহার কখনই ছিল না। এদেশের তৈজসপত্র বহুকালস্থায়ী ও গৃহস্থের ধন বিশেষ। ইয়ুরোপের কাচের বাসন অতীব ভঙ্গুর। এদেশের কার্পেট বা কাশীর পিতলের বাসন, বা কাশ্মীরের শাল বহুকালস্থায়ী ও দেখিতে সুন্দর বলিয়া ইয়ুরোপীয়গণ সখের জন্য দেশে লইয়া যান। এই সখের সামগ্রী ইহাদের ধন সম্পত্তিরূপে গণ্য, কারণ বহুকাল ব্যবহারের পর বিক্রয় করিলে অনেক সময় তিন ভাগ টাকা উঠিয়া আইসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী পরম ব্যবহারোপযোগী ধন সামগ্রী ভোগ করা ভারতবাসী সমীচীন বোধ করে না; সেই জন্য ঐ সকলের উৎপাদনে ভারতবাসীর এখন আর তত আসক্তি নাই। একেত তাহারা ধনোৎপাদনে পশ্চাৎপদ, তাহার উপর আবার ক্ষণকালস্থায়ী দৃশ্য মনোহর সামগ্রী নিজেদের ধনের বিনিময়ে গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যে পরিমাণ ধন উৎপাদিত হয়, ভোগান্তর তাহার সামান্য অংশও দেশে থাকে কি না সন্দেহ;—যদি থাকে, তাহা হইলে এক বৎসর ফসল না হইলেই বা নষ্ট হইলেই দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে কেন? ইংরাজের ভোগবাসনা আমাদের অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহাদের ধনোৎপাদনের গৌরবে সমস্তই শোভা পায়। যাহাদের কৃষি ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই, এবং যে দেশে কৃষিকার্য্যে জমিদার বা কর্ম্মকর্ত্তার আবির্ভাব হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাহাদের চাষার মত ভোগবাসনা হওয়া উচিত। দরিদ্র লোক বড় লোকের অনুকরণ করিতে গিয়া অধঃপতনের পন্থা পরিষ্কার করে মাত্র। উৎপাদিত ধনের অনুপাতে ভোগে খরচ অল্প হইলেই দেশের অবস্থা উন্নত বলা যায়। ইংলণ্ডে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে যে

পরিমাণ ধন উৎপাদিত হইতেছে, ভারতবর্ষে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে তাহার অনেক অল্প ধনের উৎপত্তি হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্ঘর্ষে ভারতবাসীর ভোগবাসনা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু ধনোৎপাদন-বাসনা বৃদ্ধি পাইতেছে না। তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতেছে। প্রত্যেক ভারতবাসীই অবশ্য একথা স্বীকার করিবে যে, কেবল দ্রব্যাদির পণ বাড়িতেছে, এমত নহে, বহুবিধ দ্রব্যের ভোগবাসনাও বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে যে কৃষক মৃত্তিকার মধ্যে মৃৎপাত্রে নিজের টাকা রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইত, আজি কালি পাট ও শস্য বিক্রয়ের পর একটী রঙচঙে টীনের ক্যাশ বাক্সে সে এখন টাকা রাখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিশ্চিন্ত হইতেছে। এরূপ অধিক নিশ্চিন্ত হইবার যে কোনই কারণ নাই, তাহা সে একবার নিজে ভাবিয়া দেখিতেছে না, অপরেও তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে না।

সকল বিষয়ে ভারতবাসী নানাবিধ দ্রব্য ভোগ করিয়া অধিক ব্যয় করিতে এক প্রকার কৃতসঙ্কল্প। লোকে কথায় বলে "রোজগার নাই, বাবুয়ানী আছে।" সমগ্র ভারতবাসীর পক্ষে এই কথা প্রযুজ্য। চটের কলে ছুটীর সময় একবার যাইলেই দেখা যাইবে, শ্রামিকদের গায়ে রঙ্গিণ জামা, উড়াণী, পায়ে মোজা জুতা, মুখে সিগারেট। আহারীয় দ্রব্যের পণ বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার অর্থপরিমিত বেতন বৃদ্ধিতে যথার্থ বেতন বৃদ্ধি হয় নাই; অধিকন্তু জুতা জামা ইত্যাদির ভোগে তাহাদের ধন নাশ হইতেছে। সভ্য জগতে বাতি জ্বালিতে ও অন্যান্য বিষয়ে দেশলাই আবশ্যক হয়, কিন্তু দেশলাইয়ের অভাবে চাষীর বিশেষ ক্ষতি হয় না। দুই চারিটী দেশলাইয়ে তাহার সংবৎসরের আবশ্যক মত কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। চকমকি ব্যবহার না করিয়া তাহাকে মাসিক দুই আনার হিসাবে একমণ ধান্যের বিনিময়ে এক বৎসরের দেশলাই ক্রয় করিতে হয়! ইংলণ্ডের লোকপ্রতি বার্ষিক আয় বিয়াল্লিশ পাউণ্ড, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রায় দেড় পাউণ্ড বা পনর মণ ধান্য!

পূর্ব্বে মনুষ্যগণ সকল বিষয়েই অল্প অভাব অনুভব করিত। অন্যান্য জীবজন্তুর ন্যায় আদিম মানবের আহারের অভাবই প্রধান অভাব ছিল; কিন্তু স্বভাবজাত ফল মূলে ও বন্য পশু দ্বারা সে অভাব অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইয়াছিল। তথাপি তাহার আর একটী অভাব রহিল; তাহা লজ্জানিবারণের নিমিত্ত বস্ত্র। যে দিন এই অভাব অনুভূত হইল, সেই দিন হইতেই মানবজাতি লজ্জা-নিবারণের উপায় উদ্ভাবনে যত্নশীল ও ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র হইতে রক্ষা পাইতে সচেষ্ট হইয়াছে। অনন্যমনে কর্ম্মফলা বুদ্ধির সাহায্যে শস্য উৎপাদন করিয়া যখন উদ্বৃত্ত শস্যে অপর লোকের পরিশ্রম প্রাপ্তি সম্ভবপর হইল, সেই সময় হইতে গৃহকার্য্য ও অন্যান্য কার্য্যে সাহায্য পাইবে বলিয়া এবং স্বাভাবিক মানবপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, জায়াযুক্ত হইবার বাসনা মানব হৃদয়ে সম্ভূত হইয়াছে। স্বামিসোহাগে অনুরাগিণী হইয়া স্ত্রী সংসারের যে কত অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নানাপ্রকারে মৎস্য, মাংস তরিতরকারী প্রস্তুত করিয়া এবং পুরুষ দ্বারা সংগৃহীত তন্তুসার বৃক্ষের তন্তু বয়ন করিয়া স্ত্রীজাতি পুরুষের অবকাশ বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে। পুরুষও অবকাশ প্রাপ্ত হই অধিক ধনোৎপাদনে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু ধনোৎপাদনের সহিত ভাগীদারের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। জায়াপতির যত অধিক সন্তান সন্ততি হয়, উৎপন্ন ধন ভোগ দ্বারা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। একদিকে ধন যেমন ভোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অপর দিকে ইহা ভোগ করিয়া স... সন্তানগণ বড় হইয়া পুনর্ব্বার ধনোৎপাদনে সমর্থ হয়। উৎপাদিত ধনের অনুপাতে যদি অধিক সন্তানসন্ততি জন্মে, তাহা হইলে অল্প ধনেই উহাদের সকলকেই প্রতিপালিত হইতে হয় এবং কখন কখন আহারের বা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে দুর্ব্বল স্বাস্থ্যহীন মানবের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। মানবজাতির মায়া মমতা পশুর তুলনায় অতুলনীয়। পশুরা খাদ্য লইয়া মাতা পুত্রে বিবাদ করে, কিন্তু মানবের হৃদয় ভিন্ন উপাদানে গঠিত।

একটী ফল পাইলেই মাতা পিতা ও পুত্র সকলেই তাহার রসাস্বাদ করে। হিন্দু সংসারের এই মায়া বন্ধন অপেক্ষাকৃত দৃঢ় বলিয়াই একান্নবর্ত্তিত্ব এত দৃঢ়। এইজন্যই সন্তানসন্ততির বৃদ্ধির অনুপাতে অল্প ধনোৎপত্তি হইলেও সকলে অল্প ধন ভোগ করে, তথাপি কেহ কাহাকেও ত্যাগ করে না।

মহামতি ডারউইন বলিয়াছেন, কি মানব, কি ইতর প্রাণী—সকলের মধ্যে হস্তীর সন্তানসন্ততি সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। ত্রিশ বৎসর বয়সের পর হস্তিনীর বৎস হইতে আরম্ভ হয়, এবং নব্বই বৎসর বাঁচিলেও মোটের উপর ছয়টীর অধিক সন্তান হয় না। তিনি বলেন, ৭৪০ কি ৭৫০ বৎসর পরে প্রথম হস্তিনী হইতে প্রায় ১৯০ লক্ষ হস্তী উৎপন্ন হইয়া জীবিত থাকিতে দেখা যায়। মানবজাতির বংশবৃদ্ধির পরিমাণ সকল দেশে ও সকল সমাজে একরূপ নহে; তথাপি অনেক সমৃদ্ধ দেশে ২৫।৩০ বৎসরেই দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়।

মানবের এই বংশবৃদ্ধির অনুপাতে দেশের ধনোৎপত্তি না হইলে এক বৎসরের শস্যনাশেই দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। একবার দুর্ভিক্ষ কষ্ট অনুভব করিয়া জীবিত থাকিলে সংসারের মায়াবন্ধন স্খলিত হইয়া যায়; দেহ দুর্ব্বল ও পীড়াপ্রবণ হয়, এবং সন্তান-সন্ততি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই জাতীয় লোকের দেশে মরক হইলে ইহারাই সর্ব্বাগ্রে কালগ্রাসে পতিত হয়।

লোকবৃদ্ধির অনুপাতে ধনোৎপত্তি অধিক হইলে নানাপ্রকার সামগ্রী-ভোগের অভিলাষ দেখা যায়। বর্দ্ধমান ভোগতৃষ্ণা ও বিলাসবাসনার পরিতৃপ্তির নিমিত্ত দেশবিশেষে কখন সমাজ, কখন ধর্ম্ম ও কখন নীতি-অনুমোদিত কার্য্যাদির অনুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছে। রোমানেরা তাহাদের উন্নত অবস্থায় প্রাসাদ ও অট্টালিকা প্রভৃতির অঙ্গসৌষ্ঠবের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোনিবেশ করিত। গ্রীকেরা প্রস্তর খোদিত করিয়া মূর্ত্তিগঠনের উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল। ইংলণ্ড বাণিজ্যবিস্তার, নৌবল ও পোষাক

পরিচ্ছদে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছে। ফরাসীরা নানাবিধ মুখরোচক খাদ্য, পোষাক ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ভোগবিলাসে বিস্তর টাকা খরচ করিতেছে। মুসলমানেরা উন্নত অবস্থায় ভাল ভাল গৃহ, মসজিদ, বিবিধ আহার্য্য দ্রব্য ও গন্ধ দ্রব্য এবং বহুমূল্য রত্নাদি ভোগ করিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে দেবতার পূজায় ও ধর্ম্মের নিমিত্ত মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠায় ও অতিথি সৎকার প্রভৃতি কার্য্যে এক সময়ে বহুল অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। এই দেশে দেবপূজায়, দান ধ্যান ও অন্নদান কার্য্যে যত অধিক অর্থ ব্যয় হইয়াছে, বিলাস ব্যাপারে তাহার সামান্যাংশও ব্যয়িত হইত, কি না সন্দেহ। এইজন্য শেষোক্ত ব্যাপারে অধিক খরচ পত্র হইলে এখনও লোকে বলে "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়।"

দেশ কাল ও পাত্র বিশেষে ভোগের নাম বিলাসিতা বা সমাজানুমোদিত উচিত ব্যয় রূপে পরিগৃহীত হয়। মানবের অভ্যাস, বৃত্তি, পরিশ্রমের তারতম্য ও দেশের জলবায়ুর উপযোগী ভোগের দ্রব্যকে নিত্য আবশ্যক দ্রব্য কহে। ইংলণ্ডের ধনবিজ্ঞানবিৎ সীনিয়র এই বিষয় সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত উদাহরণ স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন, জুতা ইংলণ্ডে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী; কিন্তু স্কটলণ্ড দেশবাসী দরিদ্রের পক্ষে ইহা বিলাস দ্রব্য। তথাকার মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে উহা সামাজিক ভদ্রতা রক্ষার উপযোগী সামগ্রী। এই অবস্থায় তাহারা পা বাঁচাইবার নিমিত্ত যত না হউক, সমাজে ভদ্রতা বজায় রাখিবার নিমিত্ত উহা পরিধান করে। ভারতবর্ষে ভদ্র সন্তান অবস্থাহীন হইলেও তাহার জুতা পরা বিলাসিতা নহে, কিন্তু নীচ ঘরের লোক ২০৲।২৫৲ টাকা বেতন পাইয়াও জুতা পরিলে উহা বিলাসিতা নামে অভিহিত হয়।

সীনিয়র সাহেব আরও বলেন, তুরস্কদেশে ধূমপান বিলাস নহে, মদ্যপান বিলাস; কিন্তু ইয়ুরোপে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রথা দেখা যায়। ইয়ুরোপে অভ্যাগতকে মদ্য প্রদান করা হয়। ভারতবর্ষে ধূমপান এবং

তাম্বুল ও আতর প্রদান করা বিলাস নহে। চীনদেশে ও ইয়ুরোপে চা-পান করা বিলাস নহে, কিন্তু ভারতবর্ষে উহা বিলাস। ভারতবর্ষে চল্লিশ বৎসরের পর অহিফেন সেবন বিলাস বলিয়া গণ্য নহে। চীনদেশে সকল বয়সেই অহিফেন সেবন করিতে পারে। ইয়ুরোপে সকল শ্রেণীর লোকের জামা পরা বিলাস নহে। গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে ছোট ঘরে তাহা বিলাস। এদেশে ভদ্র মহিলার ও অল্প পশারবিশিষ্ট ডাক্তার বা দালালের ও বেহার অঞ্চলে উকীলের গাড়ী পাল্কি চড়া বিলাস নহে। কিন্তু ঐরূপ আয়ের কেরাণীর পক্ষে তাহা বিলাস। এইজন্য বলা যাইতে পারে যে, অবস্থাভেদে বিলাস দ্রব্যেরও তারতম্য আছে। যে সকল বিলাস সামগ্রী দুই একবার ভোগেই নষ্ট হয়, তৎসমুদয় অপেক্ষা বহুকালস্থায়ী বিলাস দ্রব্যের ভোগ অনেক ভাল, কারণ ব্যবহারের পরও বিক্রয় করিয়া এই সকল দ্রব্য হইতে কিছু পাওয়া যায়।

ধনবিজ্ঞানবিদেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্যের অভাব দূর করিতে হইলে লোককে অধিক ধনোৎপাদন করিতে হইবে, নতুবা ক্রমান্বয়ে মূলধন ও পরিশ্রম নিয়োগ করিতে করিতে যখন সেই অনুপাতে ধনবৃদ্ধি করা অসম্ভব হইবে, তখন লোকবৃদ্ধি যাহাতে না হয়, তাহাই করিবে। বাস্তবিক ভদ্র ঘরের লোক যখন সাজ পোষাকে বাহিরের ভদ্রতা বজায় রাখিতে পারেন না, তখন বিবাহ করিলে পাছে স্ত্রী ও সন্তানগণের দুর্দ্দশা দেখিতে হয়, এই ভয়ে দার পরিগ্রহও করিতে ইচ্ছা করেন না। এই ভদ্রতা বজায় রাখিতে না পারিলে লোকের মনে যে কত তীব্র যাতনার উদয় হয় তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। * ভোগবাসনার পরিতৃপ্তি করিতে না

* সেইজন্য কবি বলিয়াছেন ;—
বরং বনং ব্যাঘ্রগজাদিসেবিতং
জলেন হীনং বহুকণ্টকাকীর্ণম্।
তৃণানি শয্যা পরিধানবল্কলং
ন বন্ধু মধ্যে ধনহীনজীবিতম্॥

পারিলে হৃদয়ে দারুণ দাবদাহ হইতে থাকে বলিয়া হিন্দুধর্ম্মে তৃষ্ণাই দুঃখের উৎপত্তির কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই তৃষ্ণার (তন্‌হার) দূরীকরণ নিমিত্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মে আটটী ও ভারতের অন্যান্য ধর্ম্মে নানাবিধ পন্থার উল্লেখ দেখা যায়।

অধুনা অভাব দুর করিবার নিমিত্ত অনেক জাতি লোক বৃদ্ধির পক্ষপাতী নহেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ফরাশী দেশ অর্থশূন্য হয়; সেই সময় ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকে না। একে দেশের সর্ব্বত্র দারিদ্র্য তাহার উপর যদি লোকবৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে সেই দরিদ্রতা গভীরতর হইবে; তাই ফরাশীরা লোকবৃদ্ধি নিরুদ্ধ করিতে মনস্থ করিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির যাহাতে দুই তিনটীর অধিক সন্তান না জন্মে, তন্নিমিত্ত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দুই তিনটীর অধিক সন্তান হইলেই উৎপাদিত ধনের ভাগীদার অনেক হইবে এবং কাহারও ভোগ-বাসনা পরিতৃপ্ত না হইয়া সকলেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। ফরাশী মাত্রই তাহা বুঝিতে পারিল,—বুঝিয়া তাহা অবলম্বন করিতে উদ্যত হইল। সেই দিন হইতে ফরাশীদের অভাব ও দারিদ্র্য দূর হইয়াছে এবং তাহারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করিতেছে।

ভারতবর্ষে বিবাহপ্রথা কখনই রহিত হয় নাই,—হইবেও না। পিতৃ-ঋণের শোধ ও পিণ্ডদানের নিমিত্ত পুত্রের আবশ্যকতা হিন্দুমাত্রই অনুভব করিয়া থাকেন। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনং"—একটী প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবচন। যৎকালে এই বচন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তখন সুবিশাল ভারতভূমি ধনধান্যে পরিপূর্ণা, অথচ লোকসংখ্যা কম ছিল, সুতরাং জীবন সংগ্রামের কোন প্রার্থর্য্যই ছিল না; ভারতের সেই অবস্থায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি একটী শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু আজিকার এই অতিরিক্ত লোকাধিক্য ও তজ্জন্য দুঃখদারিদ্র্যের বিভীষিকা দর্শন করিলে তাঁহারা বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত বিধান-খণ্ডনের ব্যবস্থা করিয়া যাই-

তেন। এই নিয়মের বশীভূত হইয়া যাহার কেবল কন্যা সন্তান হইয়াছে, অথবা যাহার স্ত্রী বন্ধ্যা, তাহাকেও বংশরক্ষার নিমিত্ত অপর দারপরিগ্রহ করিতে হয়। যদি চরিত্র রক্ষার নিমিত্তই শাস্ত্রকারগণ ভার্য্যাগ্রহণের বিধান করিতেন, তাহা হইলে বন্ধ্যা স্ত্রী থাকিতে কেহ অপর দার পরিগ্রহ করিত না।

ভারতবর্ষে হিন্দুর পৈত্রিক সম্পত্তিতে সকল পুত্রের অংশ বর্ত্তে। বঙ্গদেশে যদিও পিতা ইচ্ছা করিলে পুত্রকে না দিয়া অপরকে সম্পত্তি দিতে পারেন, তথাপি পুত্রকে বঞ্চিত হইতে সচরাচর দেখা যায় না। এই নিয়মে সকল পুত্রই অংশীদার হয় বলিয়া পৈত্রিক গৃহ বা জমি সমস্তই লোকবৃদ্ধির অনুপাতে ক্রমশঃ লোকপ্রতি অল্প অল্প পরিমাণে বণ্টিত হয় এবং ঐ সকল লোক তখন আর পূর্ব্বের মত দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করিতে পারে না।

পণ্ডিত ম্যাল্‌থাস্ লোকজনের সুখ স্বচ্ছন্দতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত দেশ বিশেষের আহারীয় দ্রব্যের পরিমাণের সহিত তত্রত্য লোকসংখ্যার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া যে মতের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, অধুনা তাহাই অনেক দেশে অনুমোদিত হইতেছে। ভোগবাসনা নিবৃত্তির কথা কিন্তু অন্য দেশে বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। যাহার যে অবস্থায়, যে দেশে, যে সময়ে যে দ্রব্য ভোগ করা বিলাসিতা বলিয়া বিবেচিত হয় তাহার সেই দ্রব্যে ভোগবাসনার নিবৃত্তি হইলেই তাহার ধনের মিতব্যয় হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বিলাস সামগ্রীর ভোগবাসনার নিবৃত্তি হইলেও তাহা কোন না কোন উপায়ে অপরের উপকারে ব্যয়িত হইতে পারে। ধনী ব্যক্তিদের বিলাস-বাসনা প্রায় একজাতীয়। তাহাদের ভোগবাসনার পরিতৃপ্তির জন্য কয়েকটী মাত্র ব্যক্তির উপকার হয়। কিন্তু তাহাদের ধনের সাহায্যে বিবিধপ্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া বহু উপায়ে নানা জাতীয় লোকের উপকার করা যাইতে পারে। দরিদ্র

ব্যক্তির বিলাস বাসনার নিবৃত্তি হইলে তাহার দেহ ও চিত্তের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ফলতঃ প্রাণপণে ধনোৎপাদন করিয়া যদি বিলাসভোগবাসনার নিবৃত্তি ও মৃত্যুর অনুপাতে অধিক লোক বৃদ্ধি না হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে দেশে সুখস্বচ্ছন্দতা বিরাজ করে।

ইংলণ্ডের মত ধনোৎপাদন, ফরাশী দেশবাসীর মত মৃত্যুর অনুপাতে লোকবৃদ্ধি* এবং প্রাচীন ভারতবাসীর মত বিলাস-ভোগনিবৃত্তি এই তিনটী অবস্থার একত্র সমাবেশ হইলে ভারতবাসীর সুখের আর অবধি থাকিবে না। তখন ভারতের গৃহে গৃহে আবার সুখ সমৃদ্ধির বাসন্তী-কৌমুদী হাস্য

---

* ফরাসী জাতির এখনকার সমৃদ্ধ অবস্থা দেখিয়া কিছুই বিচার করা যায় না। সংসারে কালে কালে যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের উদ্ভব সময় পর্য্যালোচনা করিলে কোন্ গর্ভে কিরূপ সন্তান উদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহার কিছুই নিরূপণ করা যায় না। তৃতীয় গর্ভের পরই যদি সন্তানোৎপত্তি পূর্ব্বোক্ত বিধান মত নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে চতুর্থ, পঞ্চম, বা তৎপরবর্ত্তী গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া যে সকল মহাপুরুষ জগতের মহা কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আবির্ভাবও সম্ভবপর হইতনা এবং জগৎও তাঁহাদের অমানুষিক জ্ঞান ও বুদ্ধি কৌশলের অতুলনীয় ফললাভে বঞ্চিত থাকিত। যে সময়ে দেশে অল্প বুদ্ধি লোকের অধিক আবির্ভাব হয়, সেই দেশের কার্য্যপরিচালনার ব্যাঘাত ঘটে, তাহাতে সমগ্র দেশের ধননাশ হওয়া অসম্ভব নহে। ফরাসীদেশে উক্ত নীতির অনুসরণে ভবিষ্যতে অল্পবুদ্ধি লোকের আবির্ভাবে যে, দেশের অবস্থান্তর হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? যে দেশে অধিক বুদ্ধিমান লোকের জন্ম হইয়াছে, সেই দেশে তাঁহাদের জীবদ্দশায় নানাবিধ ধনাগমের পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, অথবা নানাবিধ উপায়ে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অনর্থক যুদ্ধবিগ্রহে তাঁহারা অর্থ নষ্ট হইতে দেন নাই, কিম্বা অপর দেশ জয় করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি করিয়াছেন। ফলতঃ নূতন পন্থার অনুসরণ করিতে কাহাকেও উপদেশ দেওয়া হয় নাই। যাহা সম্ভবপর ও ন্যায় সঙ্গত যথা—সাধ্যমত ধনোৎপাদন ও বিলাসিতা বর্জ্জন—তাহারই সমাধানে ভারতবাসীর অধুনা সচেষ্ট হওয়া উচিত। পরে অধিক ধন উৎপাদন করিলে অন্য ধনী জাতির অনুকরণে বিলাসপ্রিয় হওয়া দোষাবহ হইবে না।

করিবে, ভারত হইতে এই দারুণ জীবন সংগ্রাম ও অতৃপ্তির লোমহর্ষণ আর্ত্তনাদ বিদায় লইবে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর করাল মূর্ত্তি তখন আর ভারতে আবির্ভূত হইবে না। কমলার কৃপাকটাক্ষে ও বীণাপাণির বাঞ্ছিত বরলাভে ভারতবাসী মাত্রই সুখ, শান্তি ও সন্তৃপ্তির সুধাস্বাদ করিতে সক্ষম হইবে।

সম্পূর্ণ।